আমৃত্যু ভালবাসি তোকে

সিজন2

ফারজানা মনি

খান বাড়িতে আজ খুশির জোয়ার আজ খান আজ রনির জোয়ান্ডালোবাসি বাড়ির মেজো কর্তা মোজাম্মেল খানের একমাত্র ছেলে তানবির খানের বিয়ে। খান বাড়ির প্রতিটি কোনায় কোনায় আজ আলোকসজ্জায় সজ্জিত। অনুষ্ঠানের কোথাও কোনো কৃপণতা রাখে নি আলি আহমদ খান এবং মোজাম্মেল খান

বাড়িতে বিয়ের আমেজ কিন্তু বাড়ির বড় ছেলে সাজ্জাতুল খান আবিরের কোনো খবর নাই তার ফোনটাও বন্ধ সকাল থেকে মেঘ বার বার আবিরকে কল দিছে, কিন্তু কোনো খবর নেই আবিরের রুমের মাঝেই পায়চারি করছে মেঘ কয়েকদিন ধরেই মেঘের শরীর টা ভালো নেই, আবিরকে তা জানানো হয়নি আবির খুবই ভালোবাসে মেঘকে মেঘ চায় না আবির শুধু শুধু মেঘকে নিয়ে চিন্তা করুক কিন্তু আজ শরীর

টা একটু বেশিই খারাপ তার মাঝেই বড় ভাই তানভীর এবং নিজের সবচেয়ে কাছের বান্ধবী বন্যার বিয়ে তানবীরের ডাকে হঠাৎ মেশের মৃত্যু ভালোবাসি ধ্যান ভাঙলো মেঘের..

বনু...

~ হুম ভাইয়া...

~ ভাইয়ার কোনো খবর পাওয়া গেলো??

~ না ভাইয়া... তুমি একটু রাকিব আর রাসেল ভাইয়াকে কল দিয়ে জিজ্ঞেস করো, তারা কিছু জানে কিনা...

~ঠিক আছে.. তুই টেনশন করিস না। ভাইয়া চলে আসবে।

~ হুম...

মেঘ বেলকনির কাছে গেল.. নিচের দিকে তাকিয়ে আবিরের আসার অপেক্ষা করছে হঠাৎ পূর্বের কিছু কথা মনে পরতেই মেঘ একা একা হাসতে থাকলো আর বলল: আমি মাহদিবা খান মেঘ.. মোজাম্মেল খানের একমাত্র রাজকন্যা। তানভীর খানের একমাত্র চোখের মনি। এই বেলকনিতে দাঁড়িয়ে কতই না রাত জেগেছি আমার আবির ভাইয়ের জন্য হু. আমার

আবির "। আজ কোনো লুকোচুরি নেই। নেই কোনো দিধা। " আমার আবির... আমার আবির... আমার আবির" চাচাতো ভাইয়ের জন্য কতই না পাগলামি করেছি আজ আমি তাকে পেয়ে পরিপূর্ণ আমার জীবনের উপহার হলো আবির ভাইয়ের মতো একজন স্বামী পাওয়া আজ আবির ভাইয়ের পুরোনো একটা চিঠি খুব করে মনে পরছে... নীল দিগন্তের ওই উড়ন্ত মেঘেরা জানে.. কত সপ্ন উড়িয়েছি বেনামি খামে.. হঠাৎ ফোনের টুং টাং শব্দে ধ্যান ভঙ্গ হলো মেঘ। দেখল আবির নামে সেইভ করা নাম্বার থেকে মেসেজ। মেঘ মুচকি হেসে মেসেজটি পড়া শুরু করল..

" মেম... সরি, এতোটা টেনশন দেওয়ার জন্য, আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম "

মেঘ বিছানায় গিয়ে বসতেই মনে হলো সারা রাজ্যের শান্তির ঘুম তার চোখেই নেমে এসেছে শশুর শেষে ভালোবাসি শরীরটা বড্ড বেশি দূর্বল তাই মেঘ মেঘ শুয়েই

ঘুমিয়ে পড়লো

এদিকে হঠাৎ ফোনের টুং টাং শব্দ শুনে ফোন টা হাতে নিল বন্যা।

মনে আওবালো আম লাজুক হেসে মনে মনে আওরালো "আমার ভিলেন"

বন্যা-হ্যালো

তানভীর ~ নীল দিগন্তের নীলাঞ্জনা..

চোখ দুটো টানা টানা..

কপালের ওই টিপ যেন জোনাকির ওই

দীপ..

তোমার প্রেমে আমি পড়েছি তুমি করোনা মানা

বন্যা~ওই ভিলেন... আজ বড্ড শখ জেগেছে

বুঝি?

তানভীর~ একটু হলেতো দোষ নেই কোথাও..

৫১% ভিলেন আর ৪৯% হিরো চলবে?

বন্যা:হুম বুঝেছি.. মেরি ভিলেন।

তারপর তানভীর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল:

কী করছো?

বন্যা জানালো "তেমন কিছুনা"

তানভীর:ওকে তাহলে এখনি তোমাদের গলির

মুখের মোখলেছ দাদার দোকানের সামনে এসো..

বন্যা:কেন? আর এখন তো মাত্র ভোর ছয়টাবাজে.. কেউ দেখলেই হাজারটা প্রশ্ন করবে, বলবে এতো সকালে কোথায় যাচ্ছি!

তানভীর: প্লিজ বন্যা.. আজ অন্তত তোমার ম্যাচিউর চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে মন ও আবেগের কাছে ধরা দাও..

বন্যা: এখানে ম্যাচিউর চিন্তার কী আছে?

বাড়িতে বিয়ে.. আত্মীয় স্বজনরা সবাই একেকজন একেক স্থানে ঘুমিয়ে আছে যদি বের হতে ধরা পড়ে যাই..

তানভীর:প্লিজ বন্যা একটু তাড়াতাড়ি এসো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো বড় আব্বু, আমার খোঁজ করবে। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। প্লিজ তাড়াতাড়ি এসো।

বন্যা একটু ভেবে বললো, আসছি..

ফাগুন মাস..কোকিলের মিষ্টি সুর ভেসে আসছে, হালকা মৃদু মৃদু বাতাস বইছে.. হঠাৎ এক অপরূপা সুন্দরী এসে তানভীরের সামনে দাড়ালো, পড়নে তার হলুদ লাল পাড়ে শাড়ি , চোখে গাঢ় কাজল, ঠোঁটে হালকা গোলাপি রঙের লিপস্টিক, তার চুল গুলো

ফাগুনের হাওয়ায় মৃদু মৃদু দুলছে। আলতা রাঙা পায়ে সামনে এগিয়ে এসে বলল: কী হয়েছে?

তানভীর:"আমার বসন্ত এসে গেছে"

বন্যা লাজুক হাসলো।

তানভীরের চোখ যেন আজ বন্যার লাজুক চেহারা থেকে সরছেই না। ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় বন্যাকে আজ একটু বেশিই আদুরে লাগছে। হঠাৎ সাকিবের ডাকে ধ্যান ভাংলো তানভীরের। ভাইয়া.. ভাবিকে দেখে টাস্কি খেয়ে জ্ঞান হাড়ানোটা রাতের জন্য জমিয়ে রেখো। পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস রচিত হবে, খান বাড়ির মেজো ছেলে তার বেগমের সৌন্দর্য দেখে বাসর রাতে জ্ঞান হাড়িয়েছে।

বলেই সাকিব হো-হো করে হাসতে লাগলো।

তানভীর সাকিবকে এক ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলো। বন্যার দিকে তাকিয়ে দেখলো,, বন্যা লজ্জায় শাড়ির আঁচল খামচে ধরে দাড়িয়ে আছে।

তানভীর সাকিবকে শক্ত কণ্ঠে বললো:

তুই এখানে অপেক্ষা কর। আমি বন্যার সাথে একটু কথা বলেই আসছি..

একটু সামনে এগোতেই সাকিব ডাকলো....

তানভীর ভাইয়া.. রাতের জন্য বাসরটা বাঁচিয়ে রেখো নাহলে বাসর ঘরের ফুলগুলো যে কষ্ট পাবে।

তানভীর কটমট করে সাকিবের দিকে তাকালো।

পাশেই দেখলো একটা নোংরা ছেড়া জুতা পড়ে আছে। সেটা হাতে নিয়েই সাকিবকে ছুঁড়ে মাড়লো।

বন্যাকে বললো: চলো... ওর কথায় কান দিয়ো না।

বন্যা: কোথায়?

তানভীর:এখানেই বেশি দূর না।

তানভীর বন্যাকে নিয়ে কাছাকাছি একটা লেকের পাড়ের টেবিলে বসলো। দুজন বসে আছে। আজ যেন কারো মুখে কোনো কথা নেই । কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বন্যা-ই প্রথমে মুখ খুললো। বলল: মেঘ কেমন আছে?

তানভীর: ভালো।

বন্যা খেয়ার করলো তানভীর বারবার আড় চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে। সে লজ্জায় আর একটু গুটিয়ে গেল।

বন্যা কাঁপা কণ্ঠে আবার বলল: কেন আসতে বলেছেন?

তানভীরের সহজ স্বীকারোক্তি: এমনি তোমায় দেখতে।

বন্যা:ওহহ্.. তাহলে দেখা শেষ হলে আমি আসি।

বলেই বন্যা বসা থেকে উঠে এককদম সামনে বাড়ালো। হঠাৎ তানভীর তার এক হাত ধরে টান দিল। বন্যা পিছন ফিরে দেখল তানভীর তার বা হাত ধরে নিচে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

বন্যা অবাক লোচনে তানভীরকে দেখছে। হঠাৎ তানভীরের নিশাক্ত কণ্ঠের বাণী শুনে বন্যা হুস ফিরে পেল।

তানভীর:বন্যা ... আজ তোমাকে কতটা সুন্দর লাগছে তা কী তুমি জানো? মনে হচ্ছে এই আগুন ভরা ফাগুনে আমার সামনে এক হলুদিয়া পাখি দাঁড়িয়ে আছে। যতবার তোমাকে দেখি আমার হৃদ স্পন্দন বেড়ে যায়। এমন তো কখনো হয় না, অন্য কাউকে দেখার পরে ।আমার থেকে দূরে যেওনা। তোমাকে আমার কসম, নিজের থেকেও তোমাকে বেশি ভালোবাসি আমার হলুদিয়া পাখি। একবার কবুল করে দেখো ছেড়ে যাবোনা কখনো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বন্যা বলল, আলহামদুলিল্লাহ কবুল... বলেই বন্যা ছুটে বাড়ির দিকে পালালো।

তানভীর বিভোর দৃষ্টিতে বন্যার লাজুক হয়ে ছুটে যাওয়ার দিকে দেখছে।

বন্যা বাড়ির সামনে এসে থামলো। হঠাৎ তার মনে হচ্ছে হাতটা যেন একটু ভাড়ি হয়ে আছে। হাতের দিকে তাকাতেই বন্যা বিশ্বময়ের চরম আশচর্যে পৌঁছে গেছে। এটা কী দেখছে সে.. নিজের চোখকে যেন আজ বিশ্বাস হচ্ছে না। তার হাতে একটা সোনার আংটি জ্বলজ্বল করছে। আর হাতে মেহেদী দিয়ে লেখা "তানভীর "

বন্যা তানভিরের কথায় এতোটাই বিভোর ছিল যে সে দেখেইনি হাতে কী করছে তানভীর।

বন্যা আজ যেন বারবার লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে।

হাতটাকে শাড়ির আঁচলের নিচে লুকিয়ে বন্যা বাড়ির ভিতরে ঢুকালো।

বন্যা বাড়িতে ঢুকে খেয়াল করলো সবাই জেগে আছে। বাড়ির মহিলারা বিয়ের কাজে বেস্ত বন্যা চুপিচুপি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠা ধরতেই হঠাৎ তার

বোনের ডাকে থমকে দাঁড়ালো। বন্যার বোন সামনে এসে বলল:কিরে এত সকালে কোথায় গিয়েছিলি??

বন্যা:না..মানে.. ইয়ে..এখানেই.. কোথায়ও যাইনি তো। আমি তো এখানেই ছিলাম।

আপু মুখটাকে একটু কঠোর করে শক্ত কণ্ঠে

বলল: ওহহ.. তোর হাতে কী হয়েছে?

বন্যা:কই কিছু না তো।

আপু:দেখি কী হয়েছে হাতে?

বন্যা কিছু না বলেই দৌড়ে পালালো রুমের দিকে পিছন থেকে আপু হাতে তানভির নামটা দেখে মুচকি হাসলো যা বন্যার চোখের আড়ালেই রয়ে গেল।

কিন্তু অন্যদিকে আরেক জোড়া চোখ বন্যার সকল কর্মকান্ড লক্ষ করলো। গতকাল বিকেলে বন্যার মামা খালারা সবাই এসেছে। এইযে একটু আগে বন্যার মামাতো ভাই বন্যাকে দেখছিল মনে হয় কাঁচা চিবিয়ে খাবে । কিন্তু এসব কিছু বন্যার অজানাই রয়ে গেল।

বেলা ৯ টা বাজে... পূর্ব দিগন্তের সূর্য চারদিকে আলো ছড়িয়ে তার কাজ সমাপ্ত করায় ব্যস্ত। ঠিক তখনি খান বাড়ির গেইট দিয়ে আবিরের বাইকটি প্রবেশ করলো।

আবিরের সাথে আরিফ ও এসেছে। আরিফের দুই হাত ভরা মিষ্টি।

আবির:আম্মু.. মামনি..কাকিয়া..কোথায় তোমরা?

আবিরের কণ্ঠ শোনা মাত্রই রান্নাঘর থেকে মালিহা খান, হালিমা খান, আকলিমা খান ছুটে আসলো। তারা কিছু বলার আগেই আলি আহমেদ খানের গম্ভীর সুর শোনা গেল।

~কোথায় গিয়েছিলে? আর রাতে বাড়ি কেনো ফেরোনি? আবির... আমি কিন্তু এখনো বেঁচে আছি।

আবির গতকাল সারারাত ঘুমাইনি। তার চোখ ঘুমে জলছে । তার মাঝে আব্বুর এসব কথা শুনে রাগে চক্ষু রক্ত লাল হয়ে গেছে।

কিন্তু রাগটাকে গিলে বলল:হাসপাতালে ছিলাম। গতকাল রাতে রাকিবের ছেলে হয়েছে সেখানেই ছিলাম।

আলি আহমেদ খান কিছুক্ষণ চুপ থেকে

বলল:হাসপাতালে ছিলে ভালো কথা।

কিন্তু একটা ফোন দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলে না। তুমি কী জানো গতকাল মেঘ মামুনি মাঝ রাত পর্যন্ত তোমার আসার অপেক্ষা করেছে। আমি রাত দুইটায়

নিজ কিছু প্রয়োজনে রুম থেকে বের হই আর তখন দেখি মেঘ মামুনি দোতলার সিড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত মেয়েটাকে তো জানাতে পারতে।

আবির: ফোনে চার্জ ছিল না। আমি ক্লান্ত উপরে যাচ্ছি।

বলেই আবির বড় বড় পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল। এদিকে আরিফ মিষ্টিগুলো মালিহা খানের হাতে দিয়ে সবাইকে মিষ্টিমুখ করাতে বলল।

আরিফের দুচোখ তো অন্য আরেক জোড়া চোখ খুজতে ব্যস্ত। তাই সে ছাদের দিকে ছুটে চলল।

আবির রুমের ভেতর ঢুকে দেখল মেঘ ঘুমাচ্ছে।

আস্তে আস্তে সামনে গিয়ে মেঘের মুখের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল। আর ফিসফিস করে বলল:কী এক অদ্ভুত মায়া আমার কাদম্বিনীর মুখে। যা দেখে এই আবিরের হৃদয় থমকে যায় বারংবার।

আবির একটু ঝুঁকে মেঘের কপালে চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়ালো আর ফ্রেস হতে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর আবির গোসল সেরে রুমে ঢুকতেই দেখলো, মেঘ ঘুমু ঘুমু চোখে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। আবির চুল মোছা বাদ দিয়ে গলায় টাওয়াল

ঝুলিয়ে মেঘের সামনে এসে ফ্লোরে হাঁটু গেড়ে বসলো। বিছানার আধো আধো ঘুম নিয়ে বসে থাকা মেঘের হাত ধরে বলল:

মেম... আপনি কী রাগ করেছেন?

মেঘ:আহিয়ার আব্বু আপনি এসেছেন? কাল রাতে কত চিন্তায় ছিলাম।

আবির:সরি ম্যাম... আসলে গতকাল রাতে তানভীরের গায়ে হলুদের পর ভাবলাম অফিসে যাই কিছু জরুরি ডকুমেন্ট নিয়ে আসি।

এমনিতেই তানভীরের বিয়ের চক্করে গত ১ সপ্তাহ ঠিক মতো অফিসে যেতে পারি নি। আগামী সোমবার একটা ক্লাইন্ট মিটিং আছে। তাই ভাবলাম বাকি কাজটা বাড়িতেই সেড়ে নিবো। আমি পৌছানোর পরপরই রাকিবের কল আসলো বলল তারাতারি হাসপাতালে যেতে । রিয়ার ব্যাথা উঠেছে। সিজারের আগে ব্লাড লাগবে। রাকিবের সাথে আগেই কথা ছিল রিয়ার ব্লাড লাগলে আমি দিব। কারণ আমাদের ব্লাড গ্রুপ একরকম। তাই তখনই ছুটে যাই হাসপাতালে। ব্লাড দেই আর রিয়া রাকিবের ফুটফুটে একটা ছেলে বাবু হয়েছে জানো।

ফোনে চার্জ ছিলনা। তাই তোমাকে সাথে সাথে জানাতে পারি নি। সেখানের ঝামেলা শেষ করে ডিরেক্ট অফিসে যাই, তোমাকে মেসেজ দেই।

তারপর বাকি কাজ সেরে এখন ফিরলাম।

বুঝছেন ম্যাম...

মেঘ:হুম আপনি রেস্ট নিন। আমি ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসছি।

আবির: মেঘ তোকে এখন কোথাও যেতে হবে না। আমি অফিস থেকে ব্রেকফাস্ট করেই এসেছি। মাত্র ১রাত বাড়িতে ছিলাম না। চোখে মুখের কী অবস্থা করেছিস তুই। তুই কী আমাকে শান্তিতে থাকতে দিবি না?

মেঘ নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল:

আবির ভাই... আপনি প্লিজ রাতে কোথাও যাবেন না। আমার অনেক একা একা লাগে।

কিচ্ছু ভালো লাগে না। আবির মেঘের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল : আচ্ছা যাব না। এখন তো একটু বুকে আসেন। আপনাকে ছাড়া আমার বুকটা

যে মরুভূমির মতো শুকিয়ে আছে। মেঘ তখনই আবিরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আবির মেঘের হঠাৎ কর্মকান্ডে দু'কদম পিছিয়ে গেল। তারপর মেঘকে বুকের মাঝে লুকিয়ে নিল আবির।

আবির: মেঘ... তুই কী জানিস, তোকে ভালোবাসার তৃষ্ণা

আমার এ জনমে মিটবে না,

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোকে ভালোবাসবো... আমৃত্যু ভালোবাসবো.....!

যদি মৃত্যুর পরেও কোন জনম থাকে তখনও,, তোর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তোর পিছু নিব।

মেঘ:আমিও ভালোবাসি। খুব ভালোবাসি।

আরিফ ছাদে গিয়ে কাউকেই দেখতে পেল না।

তাই তারাতাড়ি সিড়ি দিয়ে নেমে নিচে আসছে।

এতটাই তাড়াতাড়ি যে সামনে এক কিশোরী বেয়ে উপরে উঠছে তা খেয়ালই করেনি। মিম সামনে পড়ায় আরিপ ভড়কে গেল। নিজের ব্যালেন্স ঠিক না রাখতে পেরে কিছুটা সামনে ঝুঁকে গেল। তখনই মিম আরিফের বুকে দু হাত রেখে তাকে আটকে দিল। মিমের এমন মুহূর্তের জন্য মনে হলো তার সারা

শরীরে বিদ্যাৎ খেলে গেল। কিশোরীর মন শিহরিত হয়ে সারা শরীর কাপছে। আরিফ আজ যেন বোকা হয়ে গেছে।

তার হৃদয়ে এক অদ্ভুত তোলপাড় হচ্ছে। যা হয়তো ওই পাশের কিশোরী বুঝতেই পারলো না। হঠাৎ নিচ থেকে মেঘের ডাক শুনে ওরাহয়তো ওই পাশের কিশোরী বুঝতেই পারলো না। হঠাৎ নিচ থেকে মেঘের ডাক শুনে দুজন সোজা হয়ে দাড়ালো। কিন্তু এখনো মিমের দু'হাত আরিফের বুকে। মীম হুস ফিরে পেতেই হাত সরাতে চাইলো। কিন্তু আরিফ তার বা বুকে রাখা মিমের হাত খপ করে ধরে বুকের বা পাশে চেপে ধরলো। আর বলল: প্রেয়সি তুমি কী শুনতে পাচ্ছো এই হৃদয়ের ধুকপুকানি মিম যেন আজ শীতল হয়ে জমে গেছে আরিফের ছোয়া পেয়ে। সে স্তব্দ, নির্বাক। তার কানে আরিফের কথাগুলো হয়তো পৌছায়নি।

আবার মেঘের ডাক ভেসে আসতেই মিম হন্তদন্ত হয়ে নিচে নামলো।

মেঘ:কিরে কখন থেকে ডাকছি। ছাদে কী করছিলি??

মিম:না...মানে আপু আমার তো ছাদে একটা ড্রেস শোকাতে দেওয়া ছিল ওটা আনতে গেছিলাম।

মেঘ:তাহলে ড্রেস কোথায় ?

মিম:তোমার ডাক শুনে নিচে চলে আসলাম, তাই আর আনিনি।

মেঘ: আচ্ছা শোন,,, এই লেহেঙ্গা টা নিয়ে যা। ভাইয়া দিয়েছে বলেছে, বন্যাদের বাড়িতে যাওয়ার সময় পড়তে।

মেঘ:কিন্তু আপু এটাতো পুরো বন্যা আপুর লেহেঙ্গার মতো।

মেঘ:হুম....তোর কী মনে নেই ভাইয়াকে বলেছিলাম ভাইয়ার বিয়েতে আমরা তিনজন একরকম লেহেঙ্গা পড়বো।

মিম:ওহ..হ্যা..মনে পড়েছে।

মেঘ:একটু পর আমি তোর রুমে আসবো

তারপর একসাথে রেডি হবো।

মিম:আপু... আবির ভাই এসেছে?

মেঘ:হুম...এখন ঘুমাচ্ছে ।

মিম:ওহ..ঠিক আছে আমি রুমে যাই।

বলেই মিম চলে আসলো। মেঘ নিচে আসলো।

দেখলো মালিহা খান, হালিমা খান, আকলিমা খান মেহমানের নাস্তা দিতে ব্যস্ত। মাহমুদা খান আবিরের মামি ও মিমের খালার সাথে গল্প করছে। মেঘ গিয়ে মাহমুদা খানের কাছে গিয়ে তার কাঁধে মাথা রাখলো।

মাহমুদা খান:কী হয়েছে মেঘ..শরীর ঠিক আছে?

মেঘ:হুম..ভাবছি।

মাহমুদা খান: কী ভাবছিস?

মেঘ: ভাবছি, এইযে বিয়ের পর এখন তুমি আর আমায় আদর করো না।

মাহমুদা খান মেঘের কান টেনে ধরে বলল:

ওরে দুষ্টু তুই আর বড় হবি না।

মেঘ খিল খিল করে হেসে দিল। মালা হেসে দিল। মালা দূরে চেয়ারে বসে মেঘকে দেখছে। গত দুমাস আগে মালার বিয়ে হয়েছে। স্বামী প্রবাসী। বিয়ের একমাস পরে মালাকে রেখে তার স্বামী প্রবাসে পারি জমিয়েছে। মালা মেঘকে দেখে ভাবছে, একটা মেয়ে কীভাবে এতোটা ভাগ্যবতী হয়। যার জীবনে আবির ভাইয়ের মতো একটা স্বামী আছে তার জীবনে আর কিছু প্রয়োজন নেই।

"মেঘ তুমি সত্যি একজন ভাগ্যবতী। যাকে আমি হাজার চেয়েও পাইনি, সে তোমাকে বহু বছর আগেই নিজ থেকে ধরা দিয়েছে। ভেবেই মালা দীর্ঘশ্বাস ফেলল"

মিম দৌরে গিয়ে রুমে ধপাস করে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো। বাম হাতটা বুকে চেপে আছে। আজকাল আরিফকে দেখলেই তার হৃদ স্পন্দন টা বেড়ে যায়। বুকের ভেতর কেমন জানি ধুকবুক করে। তার সামনে পড়লে অনেক লজ্জা লাগে। তাহলে এটার নাম কী কিশোরী বয়সের আবেগ?

অন্যদিকে আরিফ আবার ছাদে চলে গেল। কিছুক্ষণ ছাদের সোফায় বসে থাকার পর, একটা রক্তিম গোলাপের দিকে তার চোখ আটকালো। সে মূহুর্তেই উঠে গিয়ে তা ছিড়ে এনে আবার সোফায় এসে বসলো। আরিফ গোলাপ টিকে দেখছে, হুম.. গভীর দৃষ্টিতে দেখছে। হয়তো এই গোলাপের মাঝে তার প্রেয়সীর লাজে রক্তিম চেহারা টা সে খুজছে।

হঠাৎ আকাশের পানে তাকিয়ে আরিফ বলে উঠলো: প্রেয়সী আমি তোমাকে চাই। সবসময় চাই। জানিনা আমাদের কখনো মিলন হবে কিনা। কিন্তু মৃত্যুর

পরেও আমার হৃদয় থেকে ভালোবাসা একটুও কমবে না। তার পরও যদি আমি তোমাকে না পাই, তুমি আমার হৃদয় থেকে একটুও বিচ্ছিন্ন হবে না। বাস্তবে না হও, কল্পনাতে তুমি শুধু আমার।

বেলা বারোটা বাজে। মেঘ রুমে গিয়ে আবিরের শান্ত মুখের পানে তাকিয়ে আছে। এই ঘুমন্ত পুরুষটি একান্তই মেঘের ব্যক্তিগত পুরুষ। হঠাৎ আবির চোখ বন্ধ রেখে বলে উঠলো: বউ....এভাবে তাকিয়ো না প্লিজ।আমার লজ্জা লাগে।

মেঘ চোখ সরিয়ে নিল আর বলল: বেলা বারোটা বাজে এবার তো জেগে উঠুন আমি মিমের রুমে যাচ্ছি রেডি হতে। আপনি উঠে নামাজে যান। বলেই মেঘ চলে গেল।

আবির অবাক। যাহ....এর আবার কী হলো? আমার লজ্জা লাগলে কী আমি বলতেও পারবো না। এই জন্যই লোকেরা বলে,, "বউয়ের মন বোঝা, নয়রে নয় সোজা"

বলেই আবির তোয়ালে কাঁধে তুলে গোসলে ঢুকলো।

মিম আর মেঘ সাজতে বসেছে। পুরো ঘর এলোমেলো করে নিয়েছে। তখনই রুমে আদি ঢুকলো। বলল:তোমরা কী করছো?

মিম:কেন?

আদি:আম্মু বলেছে আজকে রেডি হতে দেরি হলে রেখে চলে যাবে।

মিম:তুই কী আমাদের এটা বলতে এসেছিস নাকি অন্যকোনো মতলবে?

আদি:না..মানে... আসলে তোমাকে দেখতে এলাম।

মিম:দেখা শেষ? তাহলে এখনি বের হয়ে যা রুম থেকে।

আদি: ভাবছি।

মিম:কী?

আদি:তোমাকে তেঁতুল গাছের পেত্নীর মতো লাগছে। শেওড়া গাছের ও।

মিম:আদির বাচ্চা.... আদি.....

বলেই মিম চিৎকার দিল। আদি ছুটে বো দৌড়।

মিম: কাঁদো কাঁদো হয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। আপু তুমি আদিকে কেন কিছু বললে না? ও..আমাকে তেঁতুল গাছের পেত্নী বলেছে।

মেঘ: শেওড়া গাছের পেত্নী ও বলেছে। সেটা কেন বলছিস না?

মিম:আপু..তুমিও...

মেঘ মিমের রাগ বুঝতে পেরে বললো

সুন্দর লাগছে মিম মনে হচ্ছে রাজকন্যা রাজকন্যা ভাব, শুধু

একটা রাজপুত্রের অভাব!

মাত্র SSC দিয়ে কলেজে ওঠা কিশোরীর মনে আবেগের সাদা মেঘ উড়ে আজকাল। শাড়ি অপছন্দ করা মেয়েটাও এখন শাড়ি দেখলে তাকিয়ে থাকে। চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক পড়ে। মাঝে মাঝে ললাটের নিচে দু'ব্রু জুগলের মাঝে ছোট্ট একটা টিপ পরে নিজেকে সাজিয়ে নেয়। মেঘের মুখে রাজপুত্রের কথা শুনে লাজে রাঙা হয়ে উঠেছে তার চোখ মুখ। মুহূর্তেই ভেসে উঠলো সকালের স্মৃতি। যে স্মৃতি পুড়ো অস্তিত্ব জুড়েই আরিফ।

হঠাৎ নিচ থেকে সবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

মেঘ বলল: মিম তুই আয়। আমি নিচে যাই।

সবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সবাই রেডি হয়ে নিচে এসে গেছে।

মিম:আচ্ছা যাও।বলেই মিম আয়নার সামনে নিজেকে দেখছে।

আর মনে মনে বলছে.. মনে হচ্ছে কী যেনো নেই।

হঠাৎ এক গম্ভীর সুর ভেসে এলো " কপালে টিপ আর চুলে একটা ফুল"।

আকস্মিক ঘটনায় মিম হতচকিয়ে গিয়ে গেল।

সামনে তাকালে দেখল তার পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে তার চুলে একটি গোলাপ আটকে দিচ্ছে। যার প্রতিবিম্ব আয়নার সুস্পষ্ট। মিম ভুত থাকার মত চমকে গেল কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল:আপনি.. এখানে...?

আরিফ ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে একটা টিপ নিয়ে মিমের কপালে পড়িয়ে দিয়ে বলল:" নাও পারফেক্ট"

মিম হঠাৎ শক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো: আপনি এখানে কি করেন?

আরিফ: অনেকদিন হলো তোমার সাথে ঝগড়া করি না। তাই তোমাকে মিস করছিলাম।

মিম: আমাকে মিস....???

আরিফ:নাহ.... তোমার ঝগড়াকে। আমার বয়েই গেছে তোমার মত ঝগড়াটে মেয়েকে মিস করতে।

মিম গার্ল ফুলিয়ে হন হন করে ছুটে গেল নিচের দিকে। আরিফ তাকিয়ে আছে মিমের যাওয়ার পানে। মিমের পায়ের নুপুরের শব্দ যেন তার মনে ঝড় তুলছে বারংবার। আজ মেয়েটাকে একটু বেশি বড় বড় লাগছে। পরনে ভাড়ী লেহেঙ্গা,দুহাত ভরা চুরি, হাতে মেহেদি, চোখে কাজল, খোলা চুলে রক্তিম গোলাপ, কপালে ছোট্ট একটা টিপ। আরিফ এর কাছে সৌন্দর্যের আরেক নাম মিম। মিম নিচে চলে আসলো। দেখলো সবাই রেডি।

বাড়ির ছেলেরা জুম্মার নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরলে সবাই রওনা হবে তানভীরের বরযাত্রী হয়ে। মেঘ আজ একটু বেশি সেজেছে। তার একমাত্র ভাইয়ের বিয়ে বলে কথা। হঠাৎ বাড়ির মেইন গেটে চোখ যেতেই দেখল, সবাই নামাজ পড়ে ফিরছে। কিন্তু আবির ভাই কই? তাকে কোথায় দেখা যাচ্ছে না কেন??

মেঘের মনটা সহসাই খারাপ হয়ে গেল। মেঘ এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল। বাড়ি ফিরলেই বলবে: আহিয়ার আব্বু আমাকে কেমন লাগছে বলুন তো?

কিন্তু তিনি কোথায়?

হঠাৎ বাইকের শব্দে মেঘের হুশ ফিরলো।

দেখলো আবির হেলমেট খুলে বাইকটি পার্ক করছে। তার হাতে ছোট একটা শপিং ব্যাগ।

আবির বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখল, বাড়ির মেয়েরা রেডি। আর ছেলেরা সবাই যে যার মতন

নামাজ পড়ে এসে রেডি হয়ে নিচ্ছে।

মালিহা খান: কিরে আবির... এতক্ষন কোথায় ছিলি??

আবির: আম্মু, একটা কাজ ছিল। নামাজের পর সেখানেই গিয়েছিলাম।

মালিহা খান : আচ্ছা...ওপরে যা... রেডি হয়ে নে।

আবার ওপরে গিয়ে দুই মিনিটের মাথায় মেঘ কে ডাকছে মেঘ হন্তদন্ত হয়ে ছুটল সেদিকে।

এটা দেখে বাড়ির বড়রা মুচকি হাসলো।

হালিমা কান্ত বলেই উঠলো: এদের দেখলে মনটা জুড়িয়ে যায়।

মেঘ: কি হয়েছে আহিয়ার আব্বু??

আবির দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলো, মেঘ একটা নীল রঙের লেহেঙ্গা পড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তানভীর যখন বন্যার জন্য শপিং এ গিয়েছিল, তখন তানভীর একই রকম তিনটা লেহেঙ্গা নেয়। আগের মিম আর মেঘের জন্য নীল রঙের লেহেঙ্গা চয়েস করে দেয়। আর তানভীর বন্যার জন্য মেরুন কালারের লেহেঙ্গা চয়েস করে। নীল লেহেঙ্গা তে আবিরের অষ্টাদশীকে যেন আজ নীল পরী লাগছে।

আবির কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল: আমার নীল পাঞ্জাবি টা খুঁজে পাচ্ছিনা।

যেটা গত পরশু আনলাম।

মেঘ: আলমারিতে খুঁজলে তা কি করে পাবেন।

আমি তো সব আগে আলমারি থেকে নামিয়ে গুছিয়ে রেখেছি। এই নিন.. এখানে আপনার সব প্রয়োজনীয় জিনিস গোছানো আছে।

আবির মেঘের পিছন থেকে কোমর আঁকড়ে ধরে বলল:

I know my blue fairy আমি আগেই দেখেছি।

মেঘ: তাহলে পাচ্ছিনা বলছে....পুরো কথা শেষ হওয়ার আগেই মেঘ অনুভব করলো আবির তার গলায় কিছু পরিয়ে দিচ্ছে।

তারপর আয়নার সামনে গিয়ে নেষাক্ত কণ্ঠে বলল

that's like my sparrow

মেঘ পিছনে গিয়ে আবিরকে জড়িয়ে ধরল। আবির ঠোঁটের কোন দুষ্টু হাসি এনে বলল:

এবার ছাড়ো না হলে আমার মত পরিবর্তন হয়ে যাবে। নিজের সাজ নষ্ট করতে না চাইলে আমার থেকে দূরে থাকুন।

মেঘ আবির কে ছেড়ে দু কদম পিছিয়ে গিয়ে বলল:

জলদি রেডি হন, না হলে রেখে চলে যাবে। আবির মেঘের বাচ্চামু দেখে মুচকি হাসলো।

তারপর আর একটা শপিং ব্যাগ মেঘের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল :

এটাতে বর্নার জন্য একটা নেকলেস আছে।

তোমার পক্ষ থেকে তোমার বেস্টু কে দিয়ে দিও।

মেঘ বলল: আবির ভাই.. আপনি সবার কথা কত ভাবেন। আমার তো মনেই ছিল না যে বেবিকে কিছু দিতে হবে।

উফ..কে যে বলেছে চাচাতো বোনকে বিয়ে করতে.. সারাদিন ভাই ভাই করে। এত ভাই ভাই করলে বাচ্চার বাপ কখনোই হতে পারব না আর আমার আহিয়াও আসবে না। হায়রে কপাল আমার।

কমিউনিটি সেন্টারে আগেই মেয়ে পক্ষ চলে এসেছে। বন্যা মেঘকে বারবার বলেছে মেঘ যেন একটু আগে চলে আসে। কিন্তু মেঘ বরযাত্রী হয়ে আসবে। এটা নিয়ে বন্যার মনটা একটু খারাপ। ইতিমধ্যেই তামিম, মিষ্টি ও মিনহাজরা চলে এসেছে। এতক্ষণ বন্যার সাথে ছবি তুলে, এখন নিজেরা নিজেরা তুলছে। সবাই হাসি মজায় ব্যস্ত।

একজন এসে বলল:" বর এসেছে" কথাটা শুনেই বন্যার বুকের মধ্যে থাকা হৃদয় নামক যন্ত্রটা ধপ করে লাফিয়ে উঠলো। বুকের ভেতর অস্বাভাবিকভাবে ডিপ ডিপ করছে। তার এত দিনের জল্পনা কল্পনা পরিপূর্ণতা পাচ্ছে আজ।

সবাই গেট ধরতে চলে গেল। কিন্তু একি মহা সমস্যা এখানে বর কে?

প্রায় ১০০ জন যুবক ছেলে একই রকম শেরওয়ানি পড়ে বর বেশে দাড়িয়ে আছে। পাশেই বাড়ির

বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষরা পাঞ্জাবি- পায়জামা মহিলারা গারো বেগুনে রঙের শাড়ি। যুবতীরা নীল লেহেঙ্গা।মনে হচ্ছে মেরুন, সাদা, বেগুনি ও নীল রঙের এক টুকরো বাগান।

মেয়ে পক্ষ পড়লো বিপাকে বর কই? বিয়ে বাড়ির গেটের শোরগোল শুনে বন্যার বোন বলল: কি হয়েছে??

রাকিব বলল: আপু আপনি ভেতরে যান। নতুন বিয়ানদের সাথে আমাদের কথা আছে। বন্যার বোন হেসে দিয়ে বলল:ঠিক আছে ভাই... আমি যাচ্ছি...কিন্তু বড়দের নিয়ে যেতে দাও।

তোমরা দুষ্টামি করো।

বলেই বন্যার বোন সকল বয়োজৈষ্ঠদের নিয়ে ভেতরে বসালো। বন্যার ফ্যামিলি ছাড়া আর কেউ তানভীর কে চিনে না। যার ফলে বন্যার মামাতো-খালাতো বনেরা টেনশনে পরে গেছে। মিষ্টি, মিনহাজ ও তামিম মুখ টিপে হাসছে। কারণ, আগেই আবির ওদের ইসারায় চুপ থাকতে বলেছে।

বন্যার এক মামাতো বোন বলল: আমাদের দাবি মেনে নিন আর ভেতরে যান।হঠাৎ বর পক্ষের সবাই একসাথে চিৎকার দিয়ে।

বলল:

মানি না.. মানবো না.... মানি না.. মানবো না..

সাকিব জোড়ে বলল: পথ ছাড়ুন.....

বাকিরা জোরে বলল:বেয়াইন সাব....

সাকিব: খিদা লাগছে

বাকিরা: বেয়াইন সাব..

সাকিব:বউ আমাদের.

বাকিরা: বেয়াইন সাব....

সাকিব:তাড়াতাড়ি বর খোঁজেন....

বাকিরা: বেয়াইন সাব....

বর পক্ষের স্লোগানে মুখরিত চারপাশ। বন্যা চুপি চুপি ছাদে চলে গেল। বন্যার তো চক্ষু চড়কগাছ। এদের মাঝে আমার ভিলেন কই??

বন্যা ভালোকরে খেয়াল করে দেখলো তানভীর

সকলের পিছনে আবিরের পাশে দাড়িয়ে আছে।

হঠাৎ তানভীরের সাথে চোখে চোখ পড়লো বন্যার। তানভীর চোখ মাড়লো বন্যাকে।

আবির বুঝতে পেরে মেঘকে নিয়ে অন্য সাইডে দাড়াল। তানভীর এই সুযোগে বন্যাকে ফ্লাইংকিস দিল। বন্যাও তা হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিল।

এদিকে রাসেল বলল: বেয়াইন সাব....

আপনাদের দাবী আমরা অবশ্যই মানবো কিন্তু তার আগে আমাদের একটা শর্ত আছে।

মেয়েরা চিৎকার দিয়ে বলল:কী শর্ত??

রাকিব বলল:আপনাদের বর খুজে বের করে সম্মানি নিতে হবে। আর যদি না পারেন। তাহলে, আমাদের নতুন ভাবিকে ডাকবেন। সে নিজে তার বরকে খুজে বের করবে এবং সে সম্মানি পাবে। যতই হোক সে তো এখন থেকে আমাদেরই লোক। এটা শুনে সকল মেয়েরা ছড়িয়ে পড়লো বড়যাত্রীর মাঝে। কিন্তু বর কই সবাই তো বরের মতো দেখতে। শুধু দূরের এক কর্ণারে গাড়ির সাথে হেলাল দিয়ে ফোনে কথা বলছে নিল পাঞ্জাবী পরুয়া এক ছেলে।

সবাই আবিরের সামনে এসে জোরে একসাথে বলল: এটাই ব...র

আবির ওদের হঠাৎ চিৎকারে ফোনে কথা বলারেখে অবাক হয়ে দাড়িয়ে আছে।

তারপর কিছুটা বুঝতে পেরে বলল আপিরা.. আমি নতুন বর না। আমার একটা পরীর মতো বউ আছে।

মেয়েরা হতাশ হয়ে হার মানলো। তারপর কয়েকজন মিলে বন্যাকে আনলো বর খুজতে।

হঠাৎ আরিফ বন্যাকে দেখে আবার স্লোগান দিল: নতুন ভাবি... নতুন ভাবি...

বাকিরা: জিন্দাবাদ.. জিন্দাবাদ...

বন্যা এসে সবার মাঝে গেল। দেখল, একটা ছেলে অন্য একজনের সাথে কথা বলছে। ছেলেটার শুধু পিছন দিক দেখা যাচ্ছে। বন্যা দৌড়ে গিয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধড়লো।

তানভীর হতভাগ!!!! সমনে ঘুরে দেখল "বন্যা"

তানভীর মুচকি হেসে বলল: মাশাআল্লাহ...

আসমানের পরি নিচে নেমে এসেছে। বাকিরা সবাই হই বলে চিৎকার দিল। ছেলেরা আবার স্লোগান দিচ্ছে.....

আমাদের ভাবি... জিন্দাবাদ....

সন্ধ্যা ৬টা বাজে।

একটু আগে তানভীর বন্যার বিয়ে শেষ হলো। এখন দুজনকে একসাথেই বসিয়ে রাখা হয়েছে। তখনই

মেঘ, মিম, মিষ্টি এবং আরো কিছু মেয়ে একটি আয়না নিয়ে আসলো। দুজনের সামনে রেখে তানভীরকে বলল: বলোতো ভাইয়া...

কী দেখছো?

বন্যা লাজুক হেসে বলল: আমার রাজপুত্র..

আমার ভিলেন

বিয়ে মাত্র দুটি অক্ষরের শব্দ। কিন্তু এর বিশালতা অনেক। যারা এই শব্দের গুরুত্ব বোঝে তারা জীবনে সুখী। আর যারা না বোঝে তাদের জীবনে নেমে আসে বিচ্ছেদ নামক কালো আঁধার। বিয়ে মানে একটা মেয়ের জীবনে সম্পর্কের সমীকরণ পরিবর্তন হওয়া। আপন কে পর করা আর পরকে আপন এই মুহূর্তটা একটা মেয়ে কেবল উপলব্ধি করতে পারে।

এই যে বন্যা এখন পাগলের মত হাউমাউ করে কাঁদছে। বারবার মা বোন ভাইকে বলছে, আমি যাব না..... আমি ওই বাড়িতে যাব না..... আমি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারবো না.... প্লিজ, তোমরা ওদের চলে যেতে বলো। আম্মু.... ওই আম্মু.... তুমি ওদের চলে যেতে বলোনা, আমি কোথাও যাচ্ছি না। বন্যা কাঁদছে..... হাউমাউ করে কাঁদছে..... আজ যেন তার

চিৎকার কোন বাঁধ মানছে না। বন্যার বোন বন্যাকে জড়িয়ে ধরে সেও হাউমাউ করে কাঁদছে। বোন.... ও বোন..... তোকে ছাড়া আমি কিভাবে থাকবো। তখনই বন্যার ছোট ভাই কাঁদো কাঁদো মুখ নিয়ে বলল: আপু.... তুই চলে যাবি..... আমি কাকে নিয়ে ফুচকা খেতে যাব.... কে আমাকে চকলেট এনে দেবে.....

বন্যার কান্না যেন আরো বেড়ে গেল। সেও তার ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। তার মা যেন আজ নিশ্চুপ, কাঠের পুতুলের মত এক জায়গা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা পাশে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে বারবার। হঠাৎ তার মা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আকস্মিক ঘটনায় বন্যা জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছে। ছুটে গেল মায়ের কাছে বলল: আম্মু.... ও আম্মু..... কথা বল তোমার বন্যা চলে যাচ্ছে। বন্যা তোমাকে আর সকাল সন্ধ্যা জ্বালাবে না। ফুচকা খাওয়ার অনুমতি চাইবে না। বারবার বলবে না আজকে খাইয়ে দাও কাল থেকে আমি খাব।

বন্যার কান্নায় প্রকৃতি যেন ভারী হয়ে উঠেছে। চার দিকটা কেমন থেমে গেছে। শুধু বন্যার আহাজারি

শোনা যাচ্ছে। তানভীর দূর থেকে টলোমলো চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। তার এই মুহূর্তে কিছুই বলার নেই। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। মেঘ সহ আরো কয়েকজন বন্যার মায়ের মুখে পানি ছিটিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরতে তিনি বর্নাকে জড়িয়ে ধরে বলল: মা... আমার মা.... আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি না.... তোকে ছাড়া কিভাবে থাকবো..... তুই ছাড়া আমার ঘরটা শূন্য হয়ে যাবে.....

বলেই উনি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলো।

হঠাৎ বন্যা তার মায়ের বুকেই লুটিয়ে পড়ল।

মেঘ দৌড়ে সামনে আসলো। চেষ্টা করল জ্ঞান ফেরানোর। কিন্তু ফিরছে না। তখনই আবির বলে উঠলো মেঘ.... মেঘ ওর জ্ঞান ফেরানোর প্রয়োজন নেই। ফিরলেই আবার কাঁদবে। তার চেয়ে ভালো ওকে এভাবে নিয়ে চলি। তানভীর শোন,,, তুই বন্যাকে কোলে করে গাড়িতে নিয়ে তুলো।

বন্যার বাবা বলে উঠলো: কিন্তু বাবা...

আবির তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল:

আঙ্কেল.... টেনশন করিয়েন না। আমরা আছি তো, কোন প্রবলেম হবে না।

তানভীর বনার কাছে এসে, বন্যাকে কোলে নেবে এমন সময় বন্যার বাবা দুহাত চেপে ধরে,

বলল:

বাবা... ও আমার অনেক আদরের মেয়ে। দুই হাতে ওকে অনেক যত্নে বড় করেছি। তুমি ওকে কখনো কষ্ট দিও না। আমার অবুঝ মেয়েটাকে দেখে রেখো।

তানভীর: আঙ্কেল... আপনি প্লিজ এভাবে বলবেন না। আমি ওকে ভালো রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। কোন অভিযোগ করতে দেবো না।

বলে তানভীর বন্যা কে কোলে নিয়ে গাড়িতে বসালো। তারপর বরযাত্রীর গাড়ি ছুটলো আপন গতিতে আপন ঠিকানায়।

কিছু লোক আগে বাড়িতে ফিরে গেছে।

তারা বরণ ডালা সাজাতে ব্যস্ত।

তখনই আদি দৌড়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলো

বলল:বউ এসেছে.... বউ এসেছে....

কথাটা শোনা মাত্রই মালিহা খান, হালিমা খান, আকলিমা খান, মাহমুদা খানসহ অনেক মহিলারা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

মালিহা খানের হাতে রঙিন এক বরণ ডালা। যা নানান উপকরণে সাজানো। বউ নিয়ে দরজায় আসতেই তারা বরণ করে ভিতরে ঢুকলো। সবাই আস্তে আস্তে বাড়ির ভিতরে ঢুকছে।

তখনি হালিমা খান বলে উঠলো: মিম... বৌমাকে তোর রুমে নিয়ে যা..... আজ বৌমা তোর রুমেই থাকবে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই এই কথা শুনে তানভীরের চক্ষু চড়ক গাছ।

তানভীর: মনে মনে আওরালো আমার বউকে ওরা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। আবির তানভীর এর কাধে হাত রেখে বলল : কি সুমন্ধী ভাই... কেমন লাগছে.... আমার কিন্তু এমনই লেগেছিল.... কিন্তু তখন আপনি আমার পক্ষে কোন প্রতিবাদ করেননি। তখন যদি প্রতিবাদ করতেন, তাহলে আপনাকেও আজ এই দিন দেখতে হতো না।

বলেই আবির দাঁত কেলিয়ে হাসলো। তানভীর মুখ ভোঁতা করে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিকই তো... যেদিন মেঘ

আর আবিরকে আলাদা থাকতে বলা হয়েছিল সেদিনও কিছু বলেনি। কিন্তু আবিরের সাথে মজা নিয়েছিল ঠিকই। আজ একই ঘটনা তার সাথে ঘটলো।

মিম বন্যাকে নিয়ে তার রুমে বসালো। ভাবলো, বন্যা আপুর লাগেজটা নিয়ে আসি। আপুকে চেঞ্জ করতে বলব।

মিম বন্যার লাগেজ আনার জন্য দরজার দিকে যেতে শক্তপুক্ত কিছুর সাথে ধাক্কা খেলো। চোখ তুলে উপরে তাকিয়ে দেখলো সামনে লাগেজ সাথে আরিফ দাঁড়িয়ে আছে । তার অভিব্যক্তি শান্ত। মনে হচ্ছে আরিফ আগেই জানত মিমের সাথে ধাক্কা লাগবে। তাই সে চমকায়নি কিন্তু মিম আকস্মিক ঘটনায় কিছুটা ভরকে গেছে। নিজেকে ঠিক করে বলল: আমাকে দিন।

আরিফ: কেন? আমার কি ভিতরে আসা বারণ?

মিম: না.. আসলে তেমন কিছু না ভিতরে আসুন।

আরিফ ভিতর আসতে আসতে বললো: ভাবী... আপনাকে ভাই খুব মিস করছে। বলেছে একটা কল দিতে, বন্যা কিছুটা লাজুক আসলো। সেটা দেখে মিমও ঠোট টিপে হাসছে। তৎক্ষণাৎ বন্যার মনে

পরল ফোনটা তো মেঘের কাছে। বন্যা বলল: আপনার ভাইকে বলুন আমার কাছে ফোন নেই। সেটা মেঘের কাছে।

আরিফ বললে: ঠিক আছে আমি ভাইকে বলে দেবো। এখন যাচ্ছি। রুমটা সুন্দর... আমি কিন্তু আবার আসবো।

মিম কিছুটা রাগ নিয়ে কট করে তাকিয়ে আছে। আর বলছে রুমটা মনে হয় তার।

আরিফ যেতে যেতে আস্তে করে বলে উঠলো: রুমের মানুষটা তো আমার।

মেঘ : আবির ভাই... আপনি কেন বন্যার

ফোনটা আনতে বলেছেন?

আবির : তোকে এত কিছু বুঝতে হবে না...ফোনটা তোর কাছে রেখে দে।

মেঘ: আপনি এখন আর আমায় ভালোবাসেন না আমি যাই বলি সেটার সোজা উত্তর দেন না।

আবির ল্যাপটপে অফিসের কাজ করছিল।

সেটা রেখে মেঘের দিকে ফিরে তাকালো।

বলল: সামনে এসো, আমার কাছে এসো...

মেঘ ভদ্র মেয়ের মতো আবিরের এক কথায় বিছানায় উঠে আবিরের মুখোমুখি বসলো।

আবির:ম্যাম... আর কতবার, কতভাবে বললে আপনি বুঝবেন...

আপনাকে ছাড়া আমি নিঃস আপনাকে ছাড়া এই আবিরের কোনো অস্তিত্ব নেই এই পৃথিবীতে। আবির মেঘের মুখটাকে সামনে রেখে নেশাক্ত কণ্ঠে বললো : মেঘ...তুমি নিজেও জানো না যে তুমি এক ভয়ঙ্কর নেশা..আর যে নেশায় আমি আসক্ত। মেঘের ঠোঁটে ঠোঁট ডুবালো। মেঘের চোখের কোন বেয়ে পানি পড়ছে।

আবির ভাই তাকে কত ভালোবাসে....মেঘ বুঝতে পেরেছে। আজ অজান্তে আবির ভাইকে কষ্ট দিয়ে ফেলেছে সে। হঠাৎ আবিরের পিঠ খামচে ধরে আবিরকে সমর্থন করলো। তার স্প্যারো সমর্থন বুঝতে পেরে কোমর পেঁচিয়ে ধরে আরেকটু সামনে আনলো। মুখ ডুবালো তার প্রিয়তমার ঘাড়ে , গলায় দুজন হারিয়ে গেল অন্য এক সুখ নদে।

সকালবেলা বাড়ির সবাই নানান কাজে ব্যস্ত। আজ বৌভাত... কিন্তু তানভীর চুপচাপ সোফার এক কোণে

মুখ ভার করে আবিরের পাশে বসে আছে। আবিরের সাথে নীরব যুদ্ধ চলছে। তার যুদ্ধের টপিক" বন্যার ফোন কেন আবির নিয়ে রাখলো "।
কাল সারারাত তানভীর ছটফট করেছে বন্যাকে এক নজর দেখার জন্য। কিন্তু কিভাবে তা জানাবে?
বন্যার ফোনটা তো আবির মেঘকে দিয়ে রেখেছে। আবির মিটি মিটি হাসছে। সব বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে বসে আছে। হঠাৎ চোখ গেল সিঁড়িতে,, কলাপাতা রং এর একটা শাড়ি পড়ে বন্যা ওপর থেকে নামছে সাথে মেঘ আর মিম । হঠাৎ করেই বুকের মাঝে একটা প্রশান্তির হাওয়া বয়ে গেল। তানভীরের মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। বাড়িতে অনেক মেহমান। মালিহা খান, হালিমা খান, আকলিমা খান, সবাইকে আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত। মেঘও মাঝে মাঝে কিছু কাজ করেছে। হঠাৎই মনে হলো তার মাথাটা কিছুটা ঘুরছে। অবশ্য আজকাল মাঝে মাঝেই এমনটা হয়। মেঘ ডাইনিং টেবিলে বসে এক গ্লাস পানি নিতে চাইল। কিন্তু তখনই বিকট শব্দে কাঁচের গ্লাসটা নিচে পড়ে ভেঙ্গে গেল।

আকস্মিক ঘটনায় কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মেঘ ফ্লোরে লুটিয়ে পড়ল। মিম চিৎকার করে

বলল : মেঘ আপু....

আবির দৌড়ে এলো। বলল: মেঘ... এই মেঘ...

তোমার কী হয়েছে?

চোখ খোলো... মালিহা খান হালিমা খান পানি নিয়ে ছুটে আসলো। আবির সেই পানি মেঘের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিল। তানভীর তখনই ডক্টরকে কল দিয়ে আসতে বলল। আবির মেঘকে কোলে তুলে তার রুমে নিয়ে শুইয়ে দিল। মেঘ শান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু আবির ছটফট করে পুরো রুমে পাইচারি করছে আর ভাবছে ডক্টর আসতে কেন লেট হচ্ছে? মেঘের কিছু হবে না তো??? ভাবতেই আবিরের হাত-পা শীতল হয়ে আসছে। আলি আহমেদ খান ও মোজাম্মেল খান তানভীর কে ধমকাচ্ছে। সে ডক্টরকে আবার কেন কল দিচ্ছে না? তখন মাহমুদা খাঁন, আকলিমা খাঁন মেঘের হাত পায়ে তেল মালিশ করছে। কোন সাড়াশব্দ নেই। তখনই আরিফ বাহির থেকে বলল: আবির ভাইয়া..

ডক্টর এসেছে ভিতরে নিয়ে আসব?

আবির: হুম আয়।

ডক্টর ভিতরে এসে সবার উদ্দেশ্যে বলল আপনারা প্লিজ রুম টাকে খালি করুন।

এত মানুষের ভিড় রোগীকে আরো অসুস্থ করে তুলবে!

প্রায় ১০মিনিটের মতো হয়ে গেছে। রুমের বাইরে সবাই অপেক্ষা করছে। আবির টেনসনে ধপ করে বাইরের চেয়ারে বসে পরেছে।

হালিমা খান, মালিহা খান আহাজারি করছে,, মেয়েটার কি হলো।

সকালেই তো ভালো ছিল।

তানভীর আবিরকে সান্তনা দেওয়ার কোনো ভাষা খুজে পাচ্ছে না। ইকবাল খান আবিরের পাশে দাড়িয়ে, কাঁধে হাত রেখে বলল: চিন্তা করিস না.. কিছু হবে না...

তখনি সবার উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে ডক্টর বাইরে এসে বলল: মিস্টার খান... বাড়িতে নতুন মেহমান আসছে মিষ্টি মুখ করাবেন না? আলি আহমেদ খান নিশ্চুপ,,, খুশিতে তার যেন ভাষা হারিয়ে গেছে। সে খুশিতে মোজাম্মেল খানকে জড়িয়ে ধরল। কাপা কাপা

কণ্ঠে বলল : ভাই.. তুই শুনতে পাচ্ছিস, আমাদের ঘরে নতুন মেহমান আসছে। আমার আবির বাবা হবে। আমার মেঘ মামুনির কোলে ছোট্ট দাদু খেলা করবে।তারপর আলি আহমেদ খান জোড়ে চেঁচিয়ে বলল: তোমরা জলদি মিষ্টির ব্যবস্থা করো।

আমি আজকে পুরো মহল্লাকে মিষ্টি মুখ করাবো। তারপর ডক্টর কে জড়িয়ে ধরে বলল: আজ মিষ্টি না খাইয়ে তোকে যেতে দিচ্ছি না। আবির অবাকের চরম পর্যায়ে। শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে সবার দিকে। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, তার ছোট্ট মেঘের কোলে তার ছোট্ট আহিয়া আসবে। তানভীর আবিরকে জড়িয়ে ধরলো,

কংগ্রাচুলেশন ভাইয়া....

অবশেষে তুমি আমায় মামা বানিয়েই দিলে।

কিন্তু ছোট্ট পরি আমায় কী বলে ডাকবে...

মামা নাকি চাচ্চু??

আবির হাসলো, হঠাৎ মেঘের কথা মনে হতেই আবির ভেতরে গেল। মেঘ একপাশ হয়ে শুয়ে আছে। কাপা কাপা হাতে মেঘের মাথায় স্পর্শ করে বলল: মেঘ তুই

কী আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস.. আমি বাবা হতে চলেছি... আমার আহিয়া আসছে!

মেঘ ঘুমাচ্ছে। তার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই আবির আর সেখানে না বসে বাহিরে চলে গেলো। ইতিমধ্যে মেহমানরা চলে গেছে। বন্যার বাড়ির লোক মাত্রই গেলো। তানভীর তাঁদের এগিয়ে দিতে গিয়েছে।খান বাড়ির প্রতিটা লোক আজ খুশি। মেঘ তাঁদের অনেক আদরের মেয়ে। এক সময়ের দৌড়ে, ছুটে বেড়ানো মেয়েটাও আজ মা হবে, ভাবতেই খুশিতে মনটা ভরে যায়।

আবির রাকিবকে ফোন দিয়ে তার ছেলে ও রিয়ার খোঁজ খবর নিলো। অবশেষে মেঘের অসুস্থতার কথাও জানালো। রাকিব তো মহা খুশি, রাকিবের হাত থেকে জান্নাত ফোন টা কেরে নিয়ে বললো: ভাইয়া.. আমরা কিন্তু আবারো একটা ট্রিট পাওনা রইলাম। আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না যে, আমরা ঠিক কতটা খুশি হয়েছি। মেঘ কোথায়? ওর সাথে একটু কথা বলা যাবে??

আবির : আসলে ওর শরীর টা অনেক দুর্বল।

তাই ডক্টর ওকে অল্প ডোজ এর স্লিপিং পিন দিয়েছে। গত 2 ঘন্টা যাবৎ মেডাম ঘুমোচ্ছে।

জান্নাত : ও আচ্ছা..

আমি তো এখন হাসপাতাল এ আছি আগামীকাল রিয়া ভাবীকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর দেখা করতে যাব।

আবির : ঠিক আছে তুমি সময় করে এসো।

এখন রাখছি।

সন্ধ্যা ৭টা বাজে। মেঘ আস্তে আস্তে চোখ খুললো। শরীর টা অনেক দুর্বল মনে হচ্ছে।

ভাবছে হঠাৎ করে এমন মাথা ঘুরছে কেন।

আমার কি কোন বড় রোগ হল। বন্যার ডাকে মেঘের ভাবনার সমাপ্তি ঘটলো।

বন্যা: ননদিনি এখন কেমন আছিস?

মেঘ: বেবি তুই... ভালো আছি। শুধু শরীর টা একটু দুর্বল। ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বন্যা:তুই কতদিন হলো অসুস্থ?মেঘ: বেশি না ১০-১৫ দিন হলো শরীর টা বেশ দুর্বল। মাথা টা বেশ ঘুরায়।

বন্যা : আবির ভাইয়া কে জানিয়েছিলি?

মেঘ: নাহ.. জানানো হয় নি

বন্যা: ওহ

হঠাৎ আবির রুমে এসে বন্যাকে দেখে বললো : তোমরা গল্প করো আমি পরে আসছি।

বন্যা উঠে দাঁড়িয়ে বললো :না ভাইয়া.. আমাদের কথা বলা শেষ, আমি চলে যাচ্ছি। আপনি প্লিজ ভিতরে আসুন। বলেই বন্যা মিমের রুমের দিকে ছুটলো।

আবির কিছুটা রাগের লুক নিয়ে মেঘ এর দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘ: ভয়ে ভয়ে বললো আমার তো কিছু হয় নি। আমি সুস্থ আছি। কাজের চাপ এ মাথা টা একটু ঘুরে গিয়েছিলো।

আবির কিছুটা শক্ত কণ্ঠে বললো : এইদিকে আয়... মেঘ কাপা কাপা পায়ে বিছানা থেকে নেমে আবিরের সামনে দাঁড়ালো। মেঘ ভয়ে মনে মনে আউড়াচ্ছে, আল্লাহ.. আজ আমি শেষ... বিয়ের পর প্রথম থাপ্পড় টা মনেহয় আজকেই খাবো। আল্লাহ গো.... বাঁচাও..... হঠাৎ আবির মেঘ কে কোলে তুলে নিলো। তা দেখে মেঘ তো আশ্চর্যের চরম পর্যায়। এটা কি হলো??

আবির মেঘকে ঘুরাচ্ছে আর বলছে, মেঘ তুই জানিস না আজ আমি কতটা খুশি। মনে হচ্ছে আকাশ এর

চাঁদ বাড়িতে নেমে এসেছে। তুই নিজেও জানিস না তুই আমাকে কি দিয়েছিস।

মেঘ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তারপর

বললো : আমাকে প্লিজ নামান, আমি পরে যাবো। আমার মাথাটা আরো বেশি ঘুরছে। কিন্তু আবির যেন আজ খুশিতে পাগল প্রায়।

মেঘ বললো: পাগলামি না করে প্লিজ বলবেন কি হয়েছে?

আবির: আহিয়ার আম্মু অবশেষে আমাদের আহিয়া আসছে।মেঘ এ কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে আবিরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে যেন বিস্বাস করতে পারছে না তারপর আবার বললো: কি বললেন? আর একবার বলুন না প্লিজ, আবির মেঘ এর কানে ফিশফিস করে বললো আমাদের আহিয়া আসার সময় হয়ে গেছে। নিজের যত্ন নিয়ো প্লিজ।মেঘের চোখ টলমল করছে নোনা জলে। এটা কোনো কষ্টের কান্না নয়। কোনো বিষাদ ভরা কান্না নয়। এটা হলো সুখের কান্না। মা হওয়ার আনন্দের কান্না। মেঘ কাঁদতে কাঁদতে আবিরকে জড়িয়ে ধরলো। আবিরের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে: সত্যি আমাদের

আহিয়া আসছে? আমি মা হবো? আবির মাথা নেড়ে সেই চিরচেনা সুরে বললো: হুম স্পেরো,

মেঘ আবিরকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রাখলো। ভালোবাসার পূর্ণতার মাঝে যতটুকু অপূর্ণতা ছিল তাও আজ পূর্ন হলো । জীবন থেকে আর কিছু চাওয়ার নেই।

আবির মেঘকে রেস্ট করার জন্য সুয়িয়ে দিতে চাইলো কিন্তু মেঘ বললো: আপনি কি ভুলে গেছেন আজ ভাইয়া আর বেবির বাসর রাত??

আবির : নাহ ভুলিনি, আমাকে এখন কি করতে হবে মেডাম...

মেঘ: আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমি এখন সুস্থ আছি। আমি সব করে নিবো।

আবির মেঘের দিকে শান্ত হুমকি ছুড়ে বললো : বিছানা থেকে যদি এক পাও নামেন, তাহলে আপনার পা ভেঙে গলায় ঝুলিয়ে দিবো..

মাইন্ড ইট.

মেঘ ঠোঁট ফুলিয়ে বসে আছে। আবির মেঘের ফোলা ঠোঁটে চুমু একে দিয়ে বললো: এক শর্তে যেতে

পারবি। আমি সব সাজাবো, তুই শুধু পাশে বসে থাকবি।

মেঘ ভেংচি কেটে বললো ঠিক আছে.. ঠিক আছে!

আবির আর মেঘ তানভীর এর রুমে গেল। গিয়ে দেখে আরিফ, রাসেল, শাকিব ও মিম আগে থেকেই অপেক্ষা করছে। আবিরের নির্দেশনা মতে, সবাই রুমটাকে সুন্দর করে সাজানো শুরু করেছে । আরিফ বারবার আড় চোখে মিমের দিকে তাকাচ্ছে । মীম লজ্জায় অন্যদিকে ফিরে কাজ করছে । কয়েকবার আরিফের তাকানো দেখে সাকিব মনে হয় কিছুটা বুঝতে পেরেছে। তাই সাকিব আরিফ কে বলল : কোন দিকে না তাকিয়ে কাজ কর । পরের বাসর টা তোর সাজাবো। মিম কিছুটা লজ্জায় নেতিয়ে পরলো । আরিফ কথাটা না শোনার ভাব ধরে কাজ করে যাচ্ছে । আবির মেঘের খেয়াল রাখায় এতটাই ব্যস্ত , যে এদিকে কি কথা হচ্ছে তা তার মস্তিষ্কে পৌঁছায় নি।

মেঘ একটা চেয়ার টেনে বসে আছে। আবির কাজ করছে আর মেঘের সাথে কথা বলছে। আবির তো মেঘকে কোনো কাজে হাত লাগাতেই দিচ্ছে না। রুম

টা সাজানো শেষে আরিফ, সাকিব , আবির ও রাসেল দরজার বাইরে চেয়ার নিয়ে বসে তানভীরের অপেক্ষা করছে। মেঘ আর মিম গেল বন্যাকে নিয়ে আসতে। বন্যাকে আজ শুভ্র রঙের শাড়ি পরানো হয়েছে। খোপায় কয়েকটা শুভ্র গোলাপ। ওষ্ঠে গোলাপি লিপস্টিক ও চোখে কাজল পড়ুয়া বন্যাকে আজকে শুভ রঙের রানী মনে হচ্ছে।

মেঘ ডাকলো: বেবি..... আমি চলে এসেছি। তোমার অপেক্ষার দিন শেষ। এখনই তোমাকে আমার ভাইয়ার রুমে নিয়ে যাব।

বন্যা মেঘের কথা শুনে কি রিয়েকশন দিবে বুঝতে পারছে না.... হঠাৎ বন্যার বুকে ধুকপুকানি অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে। কেন জানি ভয় হচ্ছে খুব। মেঘ বন্যাকে জড়িয়ে ধরল, বলল :বেবি .... তোকে আজকে পুরো সাদা ফুলের রানী লাগছে।

হঠাৎ মেঘের শব্দে বন্যার ধ্যান ভাঙল। বন্যা খপ করে মেঘের দুহাত চেপে বলল : দোস্ত ..... আমার খুব ভয় হচ্ছে । কেমন জানি লাগছে।

মেঘ মুচকি হাসলো ,আর বলল : এই সময় সবারই এমন টা হয় । তাই চাপ নিস না । আমার ভাইটা তোকে খুবই ভালোবাসে।

মেঘ বন্যা কে নিয়ে তানভীর এর রুমে খাটের মাঝখানে বসালো। আর বলল :এখন থেকে এই রুম আর এই রুমের মানুষ দুইটাই তোর....

তানভীর বন্যার বাড়ির লোককে এগিয়ে দিয়ে এসে, মোজাম্মেল খানের দেওয়া অন্য এক কাজে গিয়েছিল। এখন রুমের সামনে এসেই দেখে "হরতাল"!!!!

মনে মনে আওরালো, এরা ঠিকমতো বাসর টাও করতে দেবে না।

দরজার সামনে গিয়ে বলল: কি সমস্যা??? আমার রুমের সামনে কি????

আরিফ দাঁত কেলিয়ে বলল : রুমের সামনে না.... রুমের ভেতর তোমার বউ .... যাবে তার কাছে.... তার কাছে যেতে হলে আমাদেরকে পার করতে হবে.....

তানভীর: রুমটাও আমার .... আর বউটাও আমার.... তাহলে তোদের কেন পার করবো???

সাকিব: কারণ, তোমার বউ এর কাছে যাওয়ার চাবিকাঠি টা আমাদের কাছে।

বাহিরে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। তানভীর হালকা হালকা ভেজা ,ভিতরে গিয়ে চেঞ্জ করতে হবে ।না হলে ঠান্ডা লাগবে। তাই বলল: কি চাস বল??

রাসেল বলল: মাত্র ৫০ হাজার টাকা..

শুনে তানভীরের মাথা ঘুরাচ্ছে। তানভীর বলল: ওরে...

আমি সৎভাবে সরকারি চাকরি করি। আমার ব্যাংক ভর্তি টাকা নেই । পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে দিতে পারব না। তার চেয়ে ভালো বিশ হাজার টাকা নে আর রাস্তাটা ক্লিয়ার কর ।

সবাই হেসে বলল: না -না- না- তা হবে না....

আবি র নিরব দর্শক। চুপচাপ সব দেখছে। হঠাৎ তানভীর আবির কে ডেকে বলল : ভাইয়া... তুমি ওদের কিছু বলো না প্লিজ।

আবির একটা শয়তানি হাসি দিয়ে বলল: সমন্ধি ভাই.. আপনি আমার বউয়ের বড় ভাই আপনার বাসরে আমার থাকা মানায় না । আমি যাই ভাইয়ায়ায়া.....

বলে আবির শিস বাজাতে বাজাতে চলে গেল। তানভীর শূন্য চোখে আবিরের যাওয়ার পথে তাকিয়ে আছে।

অবশেষে কোন উপায় না পেয়ে ৫০ হাজার টাকা দিয়েই রুমে ঢুকলো।

বন্যা হঠাৎ দরজা আটকানোর শব্দ পেয়ে ভীতু চোখে সামনে তাকালো। দেখলো তানভীর একটা শুভ্র পাঞ্জাবি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বন্যা চোখ নামিয়ে নিল। তানভীর এক নজর চারিদিকে তাকালো। বেলকনির সামনের শুভ্র পর্দাগুলো মৃদু মৃদু দুলছে। পুরো ঘরটা সাদা গোলাপ ,কাঠ গোলাপ ও রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে সাজানো। খাটের একপাশে একটা টেবিলের উপর অনেকগুলো মাটির প্রদীপ জ্বলছে। যার আলোয় দেখা যাচ্ছে, গোল শুভ্র বিছানায় এক মায়াবীনি.. শুভ্রতার রানী বসে আছে। পরনে তার শুভ্র এক শাড়ি খোপায় শুভ্র গোলাপ। তানভীর মোহনীয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এটা তার অর্ধাঙ্গিনী.. হৃদয় ব্যাকুল করা মায়াবিনি। যার কাজল পরা সমুদ্রের মতো গভীর চোখে সে ডুবেছে বহুবার।

বন্যা খাট থেকে নিচে নেমে আসলো। নিচু হয়ে তানভীরকে সালাম করতে যাবে ঠিক তখনই তানভীর তাকে উঠিয়ে সোজা করে দাঁড় করালো। বলল তোমার স্থান পায়ে নয় আমার এই বক্ষে। বলেই তানভীর তার বা বুকে আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে দেখালো।

আবির মেঘকে খাইয়ে দিচ্ছে, মেঘ খেতে চায় না আর কিন্তু আবির ধমকে খাওয়াচ্ছে। আবির হালকা রাগী রাগী কণ্ঠে বলছে, একবার আমার আহিয়া আসুক । তারপর তোকে মেডিকেল নিয়ে বেঁচে দেব । স্টুডেন্টরা তোকে কঙ্কাল হিসেবে ইউজ করবে

মেঘ :আহিয়ার আব্বু ... আপনি আমাকে এ কথাটা বলতে পারলেন ?

আবির: আমি তো সত্যি কথাই বলেছি ।

মেঘ : ঠিক আছে.. আমি আপনার সাথে আর কথাই বলব না। আমারটা আমি নিজেই খেয়ে নেব। দিন

আমায়

আবির মুচকি হাসলো। বলল :পাগলি মেয়ে.. এই যে খাইয়ে দিলাম এটা কার পেটে গেছে? আমার নাকি তোমার ? মেঘ ঠোঁট ফুলিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। আবির আবারও বলল : মেঘ তুই কি জানিস? তোর ওই রাগী মুখের ফোলা ঠোঁট দুটো আমার খুবই প্রিয়।

মেঘ তাড়াহুড়া করে বলল : না..না.. আমি একটু ও রেগে নেই। খাইয়ে দিন।

তানভীর: বন্যা.. তুমি আমায় কখনো পায়ে ধরে সালাম

করবে না । কখনো যদি সম্মান দেখানোর খুবই

ইচ্ছে হয় । তাহলে এই বুকে মাথা রাখবে। কখনো

যদি খুব ভালবাসতে ইচ্ছা হয়, তাহলে ও এই

বুকেই মাথা রাখবে। আমার এই বুকটা তোমার

জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত। তুমি যে এই বুকেরি বা

পাজরে তৈরি।

বলেই তানভীর বন্যাকে বুকে জড়িয়ে নিল। দুজন আজ শুনতে পাচ্ছে দুজনের বুকের ধুকপুকানি। বন্যার শরীরের অদ্ভুত এক মেয়েলি ঘ্রাণে তানভীরের যেন নেশা ধরে যাচ্ছে। তানভীর নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল: বন্যা.. ওযু করে আসো , দুজনে একসঙ্গে উপরওয়ালার নিকট শুকরিয়া আদায় করব। বন্যা চলে গেল অজু করতে । তানভীর ব্যালকনিতে গেল ঘন ঘন মেঘ ডাকছে এবং বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে । হালকা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। আজ আবহাওয়া টা খুবই চমৎকার। তানভীরের হঠাৎই ইচ্ছে হলো বৃষ্টি বিলাস করতে প্রিয় মানুষটার সাথে । সে রুমে গিয়ে দেখল বন্যা অজু করে রুমে এসেছে ।সেও গেল অজু করতে ।তানভীর আর বন্যা মহান রবের নিকট শুকরিয়া আদায় শেষে।

তানভীর বলল: বন্যা চলো.. আজ তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব।

বন্যা বলল :কোথায়?

গেলেই দেখবে বলেই তানভীর বন্যার এক হাত মুঠো করে ধরেছে

দুজন ছাদে গিয়ে দাঁড়াতেই ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি মনকে শীতল করে দিচ্ছে।

বন্যা আকাশের দিকে মুখ করে বৃষ্টির স্বাদ গ্রহণ করছে।

বন্যার চোখ দুটো বন্ধ। কিন্তু অন্যদিকে তার ভিলেন তার বন্ধ চোখেই তাকিয়ে আছে। হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দে বন্যা ভয়ে চোখ খুলে দেখলো তার সামনে তানভীর দাড়িয়ে, তার দিকেই তাকিয়ে আছে। বন্যা আরো বেশি ভয় পেয়ে তানভীরকেই জড়িয়ে ধরলো।

তানভীর হাসলো। তার শখের নারীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। বলল : বন্যা তোমাকে আজ বন্যা ফুলের মত লাগছে। জানো .... ছোটবেলা যখন নানুর বাড়িতে যেতাম, তখন আমরা সব কাজিনরা ঘুড়ি উড়াতে যেতাম। তখন দেখতাম, একটা বড় গাছে সাদা সাদা ফুল ফুটতো।

নাম জানতাম না কিন্তু ভালো লাগতো। একদিন নানুর কাছে জানতে চাওয়ায় , নানু বলল: এটা বন্যা ফুল। আজ সাদা শাড়িতে তোমাকে সেই ফুলের মত লাগছে, যা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি বহুবার

বন্যা তানভীরের কথা শুনে বুক থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তানভীর বন্যার নরম দু'হাত তার হাতে মুঠোবন্দী করে, কণ্ঠে মাদকতা নিয়ে বলল: বন্যা ফুল..... তুমি কি জানো??? কত রাত জেগেছি তোমাকে আপন করে পাওয়ার অপেক্ষায়। দিনের পর দিন আকুল হয়ে ছুটে গেছি। তোমার ভার্সিটিতে ... তোমার গলিতে... তোমাকে এক নজর দেখার অপেক্ষায়। সেই তুমি অবশেষে আমার হলে। তানভীর নেশাক্ত কণ্ঠে বলল: খুব ভালোবাসি .... বন্যা ফুল....

বৃষ্টি বাড়ছে। দুজনেই পুরো ভিজে গেছে। বন্যা তানভীরের হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে দৌড়ে ছুটে গেল ছাদের মাঝখানে। তানভীর মোহনীয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বৃষ্টির টুপটাপ শব্দের সাথে বন্যার পায়ের নুপুরের ছন্দ যেন তানভীরের কানে সুরের ঝংকার তুলছে। সাদা শাড়িটি বন্যার গায়ে আসঠে পৃষ্ঠে লেগে আছে। তানভীর এক মুহূর্ত তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। তারপর ভাবল :ও তো আমার বন্যা ফুল... একান্তই আমার নিজস্ব...

বন্যা প্রবল বৃষ্টির মাঝে ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জোরে চিৎকার করে বলল: ভালোবাসি ভিলেন... খুব, খুব ভালোবাসি... ভীষণ ভালোবাসি ... আমার এই ২০ বছরের জীবনে হৃদয়ে যত ভালোবাসা সঞ্চিত করেছি, সবটা আমি তোমায় দিতে চাই।

তানভীর বন্যাকে পেছন থেকে কোমর জড়িয়ে ধরলো। মুহূর্তেই বন্যার সারা শরীর কাঁপুনি দিয়ে উঠলো। শরীরটা তার কাঁপছে। তানভীর বন্যার বৃষ্টিভেজা চুলের ঘ্রাণ নেওয়ায় মগ্ন।

হঠাৎই বন্যা সামনে ঘুরে তানভীর কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। তানভীর বন্যার সদ্য ভেজা নরম কোমল ঠোঁটে ঠোঁট ডুবালো। বন্যা আবেশে চোখ বন্ধ করে আছে। হঠাৎ বন্যা নিজেকে শুন্যে অনুভব করলো। চোখ মেলে দেখলো: তানভীর তাকে কোলে তুলে রুমের দিকে যাচ্ছে

মেঘ: আহিয়ার আব্বু... আপনি কোথায়??

লোডশেডিং বুঝতে পেরে আবির তাড়াহুড়া করে ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়েছে। বলল: এইতো আমি চলে এসেছি.. তুমি ভয় পেয়ো না।

মেঘ বলল: ফোনের ফ্ল্যাশ টা অন করুন প্লিজ।

আবির বলল কিভাবে করব? তুমি তো আমায় জড়িয়ে ধরে আছো।

মেঘ : আসলে প্রচুর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বাহিরে। আমার ভয় লাগছে খুব।

আবির একটু হাসলো। হাত বাড়িয়ে পাশে টেবিলে থাকা মাটির প্রদীপ গুলো জ্বালালো। মেঘ তো অবাক। রুমে মাটির প্রদীপ কিভাবে আসলো? মেঘের প্রশ্নে আবির বলল: তানভীরের রুম সাজানোর জন্য বেশি করে আনিয়েছিলাম, সেখান থেকে তোমার জন্য এনেছি। মেঘ আবিরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল: আহিয়ার আব্বু... আপনার মত করে আমায় কেউ বোঝেনা।

আবির আবারো হাসলো। মেঘের হাসি মুখ দেখলে তার মুখে সহসাই হাসি ফুটে ওঠে । মনে হয় আবিরের প্রাণ হাসছে।

অন্ধকারে মিম ফোনের ফ্লাশ জ্বালিয়ে নিচ তলায় মায়ের রুমে যাচ্ছে। হঠাৎই কেউ তার মুখ চেপে ধরেছে। মিম ভয়ে অজ্ঞান প্রায়। চিৎকার করতে পারছে না। অন্ধকারে সে বুঝতে পেরেছে, পুরুষদেহী লোকটা তাকে সিড়ি বেয়ে ছাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

মিম কাঁপছে। আর মনে মনে আওরাচ্ছে,, আল্লাহ ....আমাকে বাঁচাও... বাসায় মনে হয় ডাকাত পড়েছে । আচ্ছা, আমাকে কি ছাদ থেকে ফেলে দিবে নাকি ছাদে পাইপ বেয়ে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে? ভাবতেই মিমের সারা শরীর কাঁপছে । ছাদে এসেই মুখের উপর থেকে হাতটা আলগা হলো। মিম হাতটা সরিয়েই চিৎকার দিল: আব্বু... ভাইয়া...

হঠাৎ একটা হাত মুখটা আবারো চেপে ধরলো। পেছন থেকে হিসহিসিয়ে বলল: চুপ.. আমি আরিফ.. ভয় পেয়ো না.. বলেই আরিফ হাত সরিয়ে নিল।

মিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : আরিফ ভাইয়া আপনি?

আরিফ নিশ্চুপ । এক দৃষ্টিতে মিমের বৃষ্টি ভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

মিম: কথা বলছেন না কেন? এত বৃষ্টিতে আমাকে ছাদে কেন আনলেন?

আরিফ এখনো চুপ। আজ কোন কথাই নেই তার মুখে।

মিম: কি হলো আরিফ ভাইয়া.. অন্য সময় তো মুখে কথার খই ফোটে, আজ কোন কথা বলছেন না কেন?

আরিফ চুপচাপ মিমের দিকে এক পা আগালো..

চলবে...

আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা,, আমাকে এতটা ভালোবাসার জন্য তোমাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ। গতকাল আমি অসুস্থ শুনে অনেকেই কমেন্টে আমার সুস্থতা কামনা করেছো। আমি দোয়া করি.. তোমরাও সুস্থ থাকো ,ভালো থাকো।

আরিফ এক পা এক পা করে মিমের দিকে এগোচ্ছে। মিম ও এক পা এক পা করে পেছনের দিকে পিছচ্ছে।

মিম কিছুটা ভীতু চোখে আরিফের দিকে তাকালো। কাঁপা কণ্ঠে বলল : আরিফ ভাইয়া... কি হলো কেন এনেছেন বলবেন তো...

আরিফ স্থির চোখে মীমের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে । বলল : মিম ... তুমি ভয় পেয়ো না। তোমার অসম্মান হবে এমন কিছু আমি করবো না। আমি তোমার সাথে কয়েকটা কথা বলতে চাই, বলেই চলে যাব।

মীম: এমন কি বলবেন যার জন্য এত রাতে বৃষ্টির মধ্যে ছাদে নিয়ে আসতে হলো। আমাকে যেতে দিন। কেউ দেখলে সমস্যা হবে।

আরিফ মোহনীয় দৃষ্টিতে মিমের বৃষ্টি ভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে । তার চোখ দুটো কিছু বলছে, যা আরিফ মুখ ফুটে বলতে পারছ না ।

হঠাৎ আরিফ মিমের দুগালে দুহাত রেখে, কণ্ঠে মাদকতা মিশিয়ে বলল :মিম ..... আমার জীবনে তুমি সেই ব্যক্তি, যাকে দেখলে মুহূর্তেই আমার হৃদ স্পন্দন বেড়ে যায়। যাকে এক মুহূর্ত দেখার তৃষ্ণা আমার হৃদয়কে ব্যাকুল করে। যার জন্য নানান অজুহাতে এই খান বাড়িতে আমি বারংবার ছুটে আসি।

মিম ...তুমি সত্যিই জানোনা ... তুমি হাসলে তোমার ওই চোখ দুটো হাসে। তোমার ওই সমুদ্রের মতো গভীর চোখের চাহনি দেখে আমার হৃদয় ঘায়েল হয় প্রতিক্ষনে প্রতি মুহূর্তে। আমার চোখে তুমি এক ভয়ঙ্কর সুন্দরী। যার মোহে আমি সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি।

আমার হৃদয়ের রানী.... তুমি কি আমার হবে?? থাকবে সারা জীবন আমার সাথে ??দুজন হাতে হাতে রেখে পথ চলব একসাথে. কথা দিচ্ছি, কোন

অভিযোগ করার সুযোগ দিব না । ভালোবাসি... ভীষণ ভালোবাসি... খুব. খুব. খুব. ভালোবাসি...

মিম নিশ্চুপ। সে অবাক। কিন্তু তার চোখ দুটো শান্ত। মিম শান্ত দৃষ্টিতে আরিফের মুখপানে তাকিয়ে আছে। কি থেকে কি হয়ে যাচ্ছে সব তার মস্তিষ্কের উপর দিয়ে যাচ্ছে। মিম কিছুই বলছে না। এটা দেখে আরিফ তার দু কাঁধে হাত রেখে ঝাকুনি দিয়ে বলল: মিম.. তুমি কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? তুমি কি উপলব্ধি করছো এই হৃদয়ের ব্যাকুলতা?

মিমের মনে হয় কিছুটা হুশ ফিরল। বলল: ভাইয়া... কি বলছেন এসব? আমার খুব ভয় করছে। আমাকে যেতে দিন প্লিজ।

বলেই মিম গেটের দিকে পা বাড়ালো। পেছন থেকে আরিফ তার এক হাত ধরে বলল: চলে যাচ্ছ যাও.. পালাচ্ছো পালাও.. কিন্তু যত দূরেই পালাও , তুমি কিন্তু আমারই। আমি যতটা শান্ত তোমাকে ছাড়া আমি ততটাই ভয়ঙ্কর।

আরিফ হাত টা ছাড়তেই মিম দৌড়ে ছুটে পালালো রুমের দিকে। ঠাস করে রুমের দরজা বন্ধ করে, মিম দরজায় কাধ ঠেকিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে নিচে বসে

পড়ল। তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। কি হচ্ছে এসব?

মিম কিছুটা আরিফকে পছন্দ করলেও, সে কখনো এমন কিছু আশা করেনি মোটেও। মিমের কিশোরী হৃদয় আরিফের মহো মায়ায় আটকে গেছে। কিন্তু তা সে কি করে স্বীকার করবে আরিফের কাছে। ভাবতেই তার লজ্জায় মরি মরি অবস্থা। তাছাড়া ফ্যামিলি কি মানবে? ভাইয়েরা কি কখনো মানবে?

ভাবতে ভাবতেই মিম ফ্লোরে শুয়ে পরলো। আরিফকে নিয়ে এখন লজ্জা সাথে সাথে মিমের ভয় ও কাজ করছে। আজ আরিফের কয়েকটা কথা শুনে মনে হয়েছে, আরিফ মীমকে ঠান্ডা স্বরে হুমকি দিয়েছে।

কি করবে সে, ভাবতেই তার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত মস্তিষ্ক নিয়ে মিম ফ্লোরেই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল।

ফজরের আজান পরছে চারদিকে। তানভীর বন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকছে, বন্যা.. বন্যা ফুল... ওঠো... ফজরের আযান দিচ্ছে। বন্যা ঘুমো ঘুমো চোখে তাকালো দেখলো , সামনে তানভীর তার মুখের দিকে ঝুঁকে আছে।

আ-আ-আআআ.. বলেই চিৎকার দিয়ে শোয়া থেকে উঠে বসলো। শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, একটা টি শার্ট পরা। এই টি-শার্ট টি কার ? সে নিজেও জানে না।

ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল: আপনি এখানে কি করেন ? আমার বাড়িতে এত রাতে কিভাবে ঢুকলেন । আমাকে চেঞ্জ করিয়েছে কে ?

বেচারা তানভীর হতভম্ব মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। একি হলো? তার বউ একি বলছে? তানভীর নিজেকে কিছুটা শান্ত করে বলল :বন্যা ফুল.. তুমি কি ভুলে গেছো গতকাল আমাদের বিয়ে হয়েছে ?তুমি এখন আমাদের বাড়িতে..

বন্যা স্তব্ধ হয়ে গেল। ঠিকই তো সে তো এখন খান বাড়িতে। তানভীর তার স্বামী। বন্যা আস্তে আস্তে বলল: ইয়ে .. মানে.. আসলে... আপনি যেভাবে মুখের উপরে ঝুকে ছিলেন আমি তো ভয় পেয়েছিলাম। আর হঠাৎ করে ঘুম ভাঙ্গায় সব গুলিয়ে ফেলেছিলাম।

তানভীর হাসলো। ঠিক আছে .. নো প্রবলেম ... এখন গোসলে যাও। চারদিকে আজান পরছে এসে ফজরের নামাজ আদায় কর। আমি মসজিদে যাচ্ছি।

বন্যা বলল: ঠিক আছে। মনে মনে আউড়াচ্ছে, ভিলেনের বাচ্চা ভিলেন আমার সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছে। সব দোষ এই ভিলেনের। ভাবতে ভাবতে বন্যা গোসলের ঢুকলো।

সকাল আটটা বাজে। খান বাড়ির ডাইনিং টেবিলে সবাই সকালের নাস্তা করছে। আজকের নাস্তা টা বন্যা নিজেই তৈরি করেছে। আবির, আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান, ইকবাল খান সবাই তৈরি হয়ে নেমেছে অফিসে যাওয়ার জন্য। তানভীর ছুটি নিয়েছে ১ সপ্তাহের জন্য।

হঠাৎ মেঘের শরীরটা খারাপ লাগায়, মেঘ তাড়াহুড়ো করে রুমে চলে যায়। যা আবির স্পষ্টভাবে খেয়াল করল। সেও তাড়াহুড়া করে নাস্তা সেরে রুমের দিকে যাচ্ছে। আলী আহমেদ খান বলল: কিরে আবির অফিসে যাবি না? উপরে যাচ্ছিস যে..

আবির: তোমরা সবাই চলে যাও আব্বু। আমি একটু পর আসছি।

বলেই আবির রুমের দিকে গেল। রুমে ঢুকে দেখে কেউ নেই । কিন্তু ওয়াস রুম থেকে পানি পড়ার শব্দ আসছে।

আবির সামনে এগিয়ে যেতেই দেখলো, ওয়াশ রুমের দরজাটা খোলাই আছে। মনে হচ্ছে মেঘ বমি করছে। আবি র ছুটে ভেতরে গেল। গিয়ে মেঘকে ধরলো। তার মাথায় পানি দিয়ে তারপর তাকে রুমে নিয়ে শুয়ে দিল।

আবির চিন্তিত। এই কয়েকটা দিনে মেঘের মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চেহারায় কয়েকটা ব্রণও উঠেছে।

আবির মেঘের দুর্বল চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মেঘ চোখ খুলে বলল: আহিয়ার আব্বু... আপনি কেন এত চিন্তা করছেন ? আমার কিছুই হয়নি। আম্মু বলেছে এ সময় মেয়েদের একটু এরকম হয়। আবীর চুপ হয়ে আছে। তার মুখে কোন কথা নেই। মেঘকে সে এই অবস্থায় দেখতে পারছে না। কিন্তু তার কিছুই করার নেই কারণ এই রোগের কোন ওষুধ তার জানা নেই।

মেঘ হঠাৎ ফিক করে হেসে দিল। আবির ভ্রুদয় কুঁচকে তাকিয়ে আছে। বলল : হাসছো কেন??

মেঘ; আচ্ছা আহিয়ার আব্বু... আমার একটু অসুস্থতা শুনে তুমি যে এতটা বেকুল হও ,যদি আহিয়া হওয়ার সময় আমি মারা যাই।

আবির চমকে উঠে দাঁড়ালো। মেঘ আবিরের রক্ত চক্ষু দেখে ভয়ে ভয়ে বলল : না ,..মানে.. এমনি বলেছি।

আবির : নেক্সটাইম , এমনিও বলবি না।

আবির মেঘের কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল: তোমার কি এখন একটু ভালো লাকছে? আমি কি অফিসে যাবো নাকি আজকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকব??

মেঘ : আপনি যান ,আমি ঠিক আছি।

আবির মেঘের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অফিসে রওনা হলো। আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে।

বন্যা: ননদিনী.... রুমে আসবো?

মেঘ: মজা নিচ্ছিস?? আমার রুমে আসার জন্য তোর কি পারমিশনের প্রয়োজন আছে?

বন্যা হাসলো। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল: এটা তো আর তোর একলা রুম না। এটা আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাসুরের রুম ও বটে। এ পর্যায়ে মেঘও হাসলো।

বন্যা: তোর শরীর এখন কেমন?

মেঘ: ভালো.. আগে তোর খবর বল..

বন্যা: আমার আবার কি খবর??

মেঘ: এই যে আমার ভাই .. তোর ঠিকমতো খেয়াল, আদর - যত্ন রাখছে কিনা।।

বন্যা,: তোর যেই ভাই ... দেখলেই মনে হয় সারাদিন মাথায় করে এক বস্তা রাগ নিয়ে হাটে।

মেঘ: কেন বেবি? ভাইয়া কি তোমায় ভালোবাসে না??

বন্যা: হুম,, খুব ভালোবাসে।

মেঘ আর বন্যা কথা বলছে । তার মাঝে ই তো পাশের রুম থেকে তানভীর বন্যা কে যাচ্ছে। বন্যা রুমের দিকে গেলো। বলল কি হয়েছে এভাবে ডাকছেন কেন? মনে হচ্ছে বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। বন্যার কথা শুনে তানভীর একটু হাসলো। পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল: বন্যা ফুল ..তুমি কোথায় গিয়েছিলে।

বন্যা কিছুটা লাজুক হয়ে মাথাটাকে নেতিয়ে রেখেছে। তানভীর তার কানে একটা চুমু দিয়ে বলল ।

তাড়াতাড়ি রেডি হও। আমরা আজকে বিকেল পাঁচটায় বান্দরবান যাচ্ছি

বন্যা তার বড় বড় চোখ দুটিকে গোল গোল করে তাকিয়ে আছে। তানভীরের অভিব্যক্তি বুঝার সাধ্য তার নেই।

বন্যা: হঠাৎ বান্দরবন কেন? কয়েকদিন পরে গেলেওতো চলতো।

তানভীর: কেন ?কোন সমস্যা?

বন্যা: না মানে.. মেঘের শরীরটা ভালো নেই। এই সময় বাড়ি থেকে বের হওয়া কেমন দেখায় যেন।

তানভীর: সমস্যা নেই । ভাইয়াই বলেছে যেতে।

বন্যা: আবির ভাই যেতে বলেছে??

তানভীর: হুম... আমাদের জন্য সাত দিনের হানিমুন পেকেজ ভাইয়াই ঠিক করেছে। এটা আমায় ভাইয়া গিফট করেছে । বলেই পকেট থেকে দুইটা সাত দিনের হানিমুন পেকেজের বান্দরবানের টিকেট মেলে দেখানো।

বন্যা মৃদু হাসলো। বলল: আমিই মনে হয় পৃথিবীতে প্রথম নতুন বউ । যে ভাসুরের হাত থেকে হানিমুনের টিকেট পেয়েছি।

চলবে,...

আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকাল দেখা যাচ্ছে কয়েকটা ফেসবুক পেজ আমার টিকটক একাউন্ট থেকে আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে সিজন টু কপি করে ফেসবুক পেজে আপলোড করছে ।যারা এমনটা করছেন, তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ। তারা যেন আমার গল্পের সঠিক বানানটা ইউজ করে। তারা যদি উল্টাপাল্টা উচ্চারণ বা বানান গল্পে ব্যবহার করেন। তাহলে এতে আমি নিজেকে অনেক অসম্মানিত বোধ করি। আমি চাইনা কমেন্ট বক্সে একটা কমেন্টও কেউ বলুক, লেখিকা গল্পের বানানে অতিরিক্ত পরিমাণে ভুল করেছে।

বিকেল তিনটা বাজে। মিম সোফার রুমে বসে টিভি দেখছে। তখনই বাইকের শব্দ পেয়ে ঘাড় গুড়িয়ে বাইরের দিকে তাকালো । তাকিয়ে দেখল , আবির এসেছে। আবির ভাইয়াকে দেখে সাথে সাথেই টিভিটা অফ করে দিয়ে নিজের রুমের দিকে ছুটলো। আবির ভাইয়া দেখলেই নিশ্চয়ই এখন ধমক দেবে। বলবে, দুপুর বেলা টিভির রুমে কি করছিস?

মালিহা খান, হালিমা খান, আকলিমা খান, মেঘ ও আদি সবাই যার যার রুমে রেস্ট নিচ্ছে। নিচে কাউকে না দেখে আবির সরাসরি নিজের রুমের দিকে গেলো। যাওয়ার সময় তানভীরের রুমটার দিকে চোখ পরলো , দরজাটা ভিড়ানো। তানভীরের সাথে একটু দেখা করা প্রয়োজন। কিন্তু এখন তো সরাসরি আর তানভীর রুমে ঢোকা যাবে না। এখন তানভীর ছাড়া ওই রুমে বন্যাও থাকে। তাই আবি র নিজের রুমের দিকে গেলো।

আবির রুমের দরজাটা মৃদু ধাক্কা দিল । সামনে তাকিয়ে দেখলো বিছানায় তার মেঘ শুয়ে শুয়ে উপন্যাসের বই পড়ছে। কিন্তু একি!!মেঘ বই পড়ছে আর কাঁদছে কেন??

আবির ছুটে গেল মেঘের দিকে। কি হয়েছে তোর মেঘ?

মেঘ আবিরের শব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকালো। আবির মেঘের রক্ত লাল চোখের দিকে তাকিয়ে উতলা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: কি হয়েছে তোর ?কে কি বলেছে? বল আমায়.. কিরে.. কথা বলছিস না কেন?

মেঘ আবিরকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেদে দিল।

আবির তো মেঘের কান্না দেখেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। কি হয়েছে তার মেঘের?কেন সে এভাবে কাঁদছে?

আবির বারবার মেঘকে জিজ্ঞাসা করছে ।কি হয়েছে তোর?? বলবি তো.. অসুস্থ লাগছে? ডক্টর ডাকবো? কিরে মেঘ কথা বল..

মেঘ কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলে উপন্যাসের বইয়ের দিকে দেখিয়ে দিল।

আবির বইটাকে হাতে নিয়ে উল্টোপাল্টা করে দেখে বলল: বই এ কি হয়েছে ? কোথাও তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মেঘ কাঁপা কাঁপা আধো আধো কণ্ঠে বলল : গল্পের নামটা শুনে ভালো লেগেছিল তাই পড়তেছিলাম । কিন্তু গল্পের নায়ক জয় আমীর মারা গেছেআমার খুব কষ্ট হচ্ছে আবির ভাই

আবির শান্ত দৃষ্টিতে মেঘের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বলল: তোর মতো বোকা মেয়ে আমি আমার জীবনে একটাও দেখিনি । গল্প পড়ে কেউ

এভাবে কাঁদে? তুই তো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিস..

গল্পের নায়ক মারা যাওয়ায় তুই এভাবে কাঁদতেছিস। আর যদি আমি মারা যাই, তাহলে কি করবি?

সাথে সাথেই মেঘ হুংকার দিয়ে আবিরের মুখ চেপে ধরল। বলল: কি বলছেন এসব.. আর কখনো এসব বলবেন না.. বলেই মেঘ আবিরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো।

আবির মৃদু হাসলো। আবির ও মেঘ কে জড়িয়ে ধরল। কিছুক্ষণ সময় দুজনেই চুপচাপ থেকে হঠাৎ মেঘ বলল: ছাড়েন আমায়.. আপনার জন্য খাবার কি উপরে নিয়ে আসব নাকি নিচে যাবেন।

আবির: কোনটাই না.. আমি অফিস থেকে লাঞ্চ করে এসেছি।

মেঘ: আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন যে? সকালে তোমায় অসুস্থ দেখে গেলাম । তাই মনটা ভালো লাগছিল না। আরো আগেই চলে আসতাম । কিন্তু ক্লায়েন্ট মিটিং টা একটু লেট করে শুরু হয়েছিল। তোমার এখন কেমন লাগছে?

মেঘ: হুম ভালো । যান, ফ্রেশ হয়ে আসেন।

আবির: তানভীর কি রুমে আছে? ওরা ট্রিপে যেতে রেডি তো? তুমি কিছু জানো?

মেঘ : বেবি একটু আগে এসেছিল। বলেছে সব রেডি আছে।

আবির: বেবিকে এইবার ভাবি বলা শিখো। ও তোমার বড় ভাইয়ের বউ হয় এখন।

মেঘ: বলতে তো চাই। কিন্তু মনে থাকে না।

আবির আরেক দফা হাসলো। আবিরের হাসি দেখে মেঘ ও হাসলো। আবির মেঘের কপালে চুমু দিয়ে ফ্রেশ হতে গেল।

মিম বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দুপুরের কড়া রোদের দিকে তাকিয়ে আছে। সে আজকাল একা একাই হাসে। এই যে এখন সকালের কিছু স্মৃতি মনে করে একা একাই হাসছে।

সকালে মাহমুদা খান তার ফ্যামিলি নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে গেছে। যাওয়ার সময় আরিফ মীমের সামনা-সামনি পড়তেই, সবার অগোচরে মীমকে চোখ মেরে ফিসফিসিয়ে বলল :"মামাতো বোন আমার, আবার দেখা হবে"

মিম হতবিহ্বল চোখে আরিফের যাওয়ার পানে তাকিয়ে ছিল। আজকাল আরিফকে দেখলে মুখে কোন কথাই আসে না তার। সম্পর্কটা প্রথমের মতো থাকলে হয়তো এখন মিম কয়েকটা কটু কথা শুনিয়ে দিত।

আরিফ যাওয়ার পরে মিম অনেকক্ষণ দরজা বন্ধ করে নিজের রুমের ফ্লোরে বসে ছিল। বাড়িতে তার নিজের লোকেরা সবাই আছে । তাও আজ কেন জানি বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মনে হচ্ছে, কি যেন নেই.. কেউ যেন নেই..

এখন মিম ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দুপুরের রোদের দিকে তাকিয়ে ভাবছে; যদি সে এখন দেখতো, আরিফ খান বাড়ি গেট দিয়ে ডুকছে! এসে তাকে বলছে; মিম.. তোমার জন্য মনটা ছটফট করছিল। তাই চলে এসেছি।

মীম হাসলো। আর মনে মনে বলল: কি বোকা বোকা চিন্তা-ভাবনা হয়েছে তোর মিম।

তানভীর: বন্যা.. এই বন্যা.. তোমার কি এখনো দুপুরে রেস্ট নেওয়া হয়নি।বেলা চারটা বাজে। পাঁচটায় ট্রেন। আমাদের রেডি হতে হবে তো।

বন্যা: আরেকটু ঘুমাতে দেন প্লিজ। রাতে ঘুম হয়নি কাল।

বিকেল সাড়ে চারটা বাজে। খান বাড়ির ড্রয়িং রুমে বাড়ির সবাই বসে আছে। আবির গেটের সামনে বাড়ির গাড়িটি নিয়ে অপেক্ষা করছে। মূলত সেই আজকে তানভীর আর বন্যাকে স্টেশনে পৌঁছে দিবে। মেঘ অনেকবার জেদ করেছে আবিরের সাথে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আবির নিতে নারাজ।

তানভীর আর বন্যা সিঁড়ি দিয়ে নামছে । ড্রয়িং রুমের দিকে তাকিয়ে দেখলো , বাড়ির পুরুষরা আজকে একটু আগেই অফিস থেকে ফিরেছে। পাশে মহিলারাও দাঁড়িয়ে আছে তাদের অপেক্ষায়। মেঘ গাল ফুলিয়ে বসে আছে। মিম তার পাশে দাঁড়িয়ে।

তানভীর এসে মেঘের পাশে দাঁড়ালো বলল: বনু...

মেঘ অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে তানভীরকে দেখিনি। বন্যা এসে মেঘকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল : ননদিনী.. কি হয়েছে তোর??

তানভীর: কি হয়েছে বনু তোর? ভাইয়া কিছু বলেছে?

মেঘ: ভাইয়া.. আমি তোমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিতে যেতে চাই। কিন্তু তোমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আমাকে নিতে নারাজ।

তানভীর হাসলো। বলল: ভাইয়া তো তোর ভালোই চায়. তুই তো তা জানিস। তাছাড়া এই সময় বেশি বাহিরে যাওয়া উচিত নয়।

মেঘ: ভাইয়া তুমিও.. যাও যাও তোমাদের কারো সাথে আমার কোন কথা নেই।

বন্যা এসে বলল: বেবি.. ভাইয়াকে বলে দেব, এক সময় বিকেলে তোকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে বের হতে। এখন প্লিজ রাগ করিস না। যাওয়ার সময় তোর রাগি চেহারা দেখে গেলে আমাদের কার ই ভালো লাগবে না।

বন্যার কথা শুনে মেঘ কি বুঝলো কে জানে। বন্যাকে জড়িয়ে ধরে বলল: হ্যাপি জার্নি বেবি।

উপস্থিত সবাই হাসলো। বন্যা একে একে সবাইকে বিদায় জানালো। আলী আহমেদ খান তানভীরকে ডেকে বলল: সাবধানে যাবে । বন্যার খেয়াল রাখবে । বন্যার মুখ থেকে যেন তোমার নামে কোন অভিযোগ না শুনি। মোজাম্মেল খান বলে উঠলো,,

সারা জীবন ভন্ডামি তো অনেক করেছো। এখন অন্তত আমার বৌমার খেয়াল রেখো। বৌমার সামান্যতম কোন ক্ষতি হলে তোমাকে আমি আস্ত রাখবো না। দুই ভাই এর কথার মাঝে ইকবাল খান বলে উঠলো: ভাইজান.. ওদের এখন প্লিজ যেতে দিন.. যাওয়ার সময় অন্তত ছেলেটাকে আর বকবেন না। তানভীর ছোট চাচ্চুকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল, কানে কানে ফিসফিস করে বলল: থ্যাংক ইউ চাচ্চু।

মেঘ ভাইয়াকে জড়িয়ে ধরে বলল: সাবধানে যেও। আমার বেবিটার খেয়াল রেখো।

তানভীর হাসলো। মেঘ বন্যা কেউ জড়িয়ে ধরল। বলল: আমার ভাইয়ার খেয়াল রাখিস।

বন্যা: যথা আজ্ঞা ননদিনী...

তানভীর বন্যা বাহিরে এসে দেখল, আবির গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। তানভীর ড্রাইভিং সিটের পাশে বসতে চাওয়ায় আবির ইশারা দিয়ে বলল, পিছনে গিয়ে বন্যার সাথে বসতে।

আবিরদের গাড়িটা মুহূর্তেই খান বাড়ির গেট পেরিয়ে চলতে থাকলো। মেঘ মালিহা খানের কাছে গিয়ে বলল: আমার কফি খেতে ইচ্ছে করছে। প্লিজ আমি

নিজে বানিয়ে খাই? এ কথা শুনেই হালিমা খান ছুটে আসলো, কিরে মেঘ... এই সময় তো তুই কফি খাস না তাহলে কি মাথা ব্যথা হচ্ছে? মেঘ বলল বিপদে, এখন মাকে কি করে বলবে যে সে উপন্যাস পড়ে কেঁদেছে । তাই তার মাথা ব্যথা করছে। অবশ্যই যাওয়ার আগে আবির বারবার জিজ্ঞাসা করেছিল যে মাথা ব্যথা করছে কিনা। সে কফি করে আনবি কিনা। কিন্তু মেঘ আবিরকে তা জানায়নি।

বর্তমানে আবির ব্যবসায়ের কাজে অনেক বিজি থাকে। তাই মেঘ চায়না, তার সামান্য কোন সমস্যা আবিরকে জানিয়ে টেনশনে ফেলতে।

হঠাৎ মালিহা খানের কথায় মেঘের ধ্যান ভাঙল । কিরে আবার কি ভাবছিস ? সোফায় গিয়ে বস, আমি কফি নিয়ে আসছি। মেঘ চুপচাপ গিয়ে সোফায় বসলো।

আদি আর মিম একটা চকলেট নিয়ে কারাকারি করছে। মেঘ উচ্চস্বরে দিল এক ধমক!! কিরে মিম তুই ও কি ছোট হয়ে গেছিস? চকলেট টা আদিকে দে। মেঘের ধমক শুনে মীম আদিকে চকলেট টা দিয়ে দিল। আদিতো মহা খুশি । মীমকে একটা

ভেংচি কেটে চকলেট টা নিয়ে দৌড় দিল ।মিম বলল : দেখেছো আপু ,ও যে আমাকে ভেংচি কেটেছে এটা তো কেউ দেখে না।

মেঘ হাসলো। মিমকে কাছে ডেকে বসিয়ে বলল: আবির ভাইকে বলব তোকে অনেকগুলো চকলেট আর গিফট এনে দিতে..

মিম: মনে থাকে যেন..

মালিহা খান কফি এনে মেঘের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল:

শুধু কফি খেলে হবে না। ফল , ডিম, দুধ খেতে হবে। আমার নাতিপুতি যেন তোর মত কঙ্কাল না হয়। মেঘ বলল: বড় আম্মু... তুমিও কি তোমার ছেলের মত কথা বলছো?

আলী আহমেদ খান: কি হয়েছে মেঘ মামুনির?

মেঘ আলি আহমেদ খানের কাছে গিয়ে বলল: আব্বাজান.. সবাই মিলে কি শুরু করেছে দেখো। কেউ আমাকে কঙ্কাল বলছে। কেউ আবার বলছে আমাকে মেডিকেলে বেচে দেবে।

মোজাম্মেল খান এসে রাসভাড়ী কণ্ঠে বলল: কার এত বড় সাহস আমার মেয়েকে মেডিকেলে বিক্রি করে দেবে?

বড় ভাবি তোমার ছেলেকে সামলাও,, আমার মেয়ে মোটেও কঙ্কাল না। বলেই মেঘের অগোচরে মুচকি মুচকি হাসলো।

হালিমা খান এসে বলল : তোমাদের আদরেই মেয়েটা ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করে না। দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে

রাত ৯ টা বাজে। আবির বাড়ি ফিরে রুমে ঢুকে দেখল, মেঘ বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। মেঘকে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যেতে দেখে আবির মেঘের কপালে, গালে , গলায় হাত দিয়ে দেখলো জ্বর আছে কিনা। নাহ জ্বর নেই।

আবির ফ্রেশ হয়ে এলো। এসেও দেখে মেঘ ঘুমাচ্ছে । তাই সে নিচে চলে গেল । নিচে মালিহা খান, হালিমা খান, আকলিমা খান সবাই একসাথে গল্প করছে। পাশেই মিম বসে টিভি দেখছে। আদি মাঝে মাঝেই মিমের হাত থেকে রিমোট কেড়ে নিচ্ছে । সেটা নিয়ে আবার দুই ভাই বোন মারামারিও করছে।

আমি সবাইকে এক নজর দেখে রান্নাঘরের দিকে গেল। কফির জন্য গরম পানি বসাতে যাবে, তখনই মালিহা খান ডেকে বলল ; কিরে আবির কখন আসলি? আর আমরা সবাই এখানে থাকতে তুই কেন কফি করতে যাচ্ছিস?

আবির: সমস্যা নাই আম্মু.. তোমরা গল্প করো. আমি
করে নিতে পারবো।

এ কথা শুনে মালিহা খান সকলের সাথে আবার গল্পে মনোযোগ দিল। আবির কে নিচে দেখে মীম আর আদি কিছুটা শান্ত হয়ে গেছে। আবির তার মন মতো কফি বানাচ্ছে। কফি হাতে উপরে যাওয়ার সময় বলল: আম্মু.... মেঘ কি রাতে খেয়েছে??

মালিহা খান: না.. সন্ধ্যা বেলা বলল ; ভালো লাগছে না।
তাই উপরে চলে গেছে।

আবির: ঠিক আছে... ওর খাবারটা প্লিজ উপরে পাঠিয়ে
দাও।

আকলিমা খান: আবির তুমি উপরে যাও, আমি নিয়ে

আসছি । তোমারটাও কি উপরে নিয়ে

আসবো?

আবির: না কাকি মনি.. আমি একটু পর নিচে এসেই খেয়ে নিব।

বলেই আবির সিঁড়ি বেয়ে বড় বড় কদম ফেলে উপরে চলে গেল। মিম আর আদি এতক্ষণ মনে হয় নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখেছিল। আবির যাওয়ায় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে দুজন আবার রিমোট নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করেছে। এ পর্যায়ে আকলিমা খান ধমকের সুরে বলল: এখনই টিভিটা অফ করে খেতে যাও।

মিম আর আদি দুজন দুজনকে ভেংচি কেটে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলো। হালিমা খান মেঘের খাবারটা আকলিমা খানের হাতে দিয়ে বলল উপরে দিয়ে আসতে।

মালিহা খান মিম আদি কে খেতে দিচ্ছে। খাওয়ার মধ্যেই ওরা আবার ঝগড়া করছে। আকলিমা খান এক ধমক দিয়ে তারপর মেঘের রুমের দিকে চলে গেল।

আকলিমা খান দরজায় একটু ঠক ঠক করে বলল: আসবো?

ভিতর থেকে আবিরের কণ্ঠ ভেসে আসলো: এসো কাকি মনি। ভিতরে এসো।

আকলিমা খান দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে দেখলো আবির খাটের একপাশে হাতে ল্যাপটপ নিয়ে অফিসের কাজ করছে, পাশেই মেঘ বিভরে ঘুমাচ্ছে।

আকলিমা খান পাশের টেবিলে খাবারটা রেখে মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল: আবির.. ওকে ডেকে খেয়ে নিতে বল। না খেয়ে ঘুমাতে দিও না।

আবির শান্ত কণ্ঠে বলল: ঠিক আছে কাকিমণি।

আকলিমা খান চলে যেতেই আবির মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল: ম্যাম.. শুনতে পাচ্ছেন..

মেঘ কিছুটা নড়েচড়ে অন্যদিকে ফিরে আবার ঘুমিয়ে গেল। আবির মোহনীয় কণ্ঠে আবারো বলবো: ম্যাম..

মেঘ একটু নড়েচড়ে সেই চিরচেনা কণ্ঠে জবাব দিল: হুম ..

আবিরের ডাকে মেঘের ঘুম না বাঙ্গায়, আবির মেঘ কে কোলে তুলে ব্যালকনির সোফাতে নিয়ে বসালো।

হঠাৎ মেঘ চোখ খুলে হতবম্ব হয়ে গেল। আবির কখন এলো? আর সে সোফাতে কি করছে?

আবির শান্ত দৃষ্টিতে মেঘের হতভম্ব মুখের পানে তাকিয়ে আছে। মেয়েটা একটু পাগল.. না অনেকটাই পাগল..

পাগল না হলে কেউ সোফায় কিভাবে আসলো সেটা নিয়ে এখন ভাবতে বসে। আবির হাসলো।

হঠাৎ আবিরের হাসির মৃদু শব্দে মেঘের ধ্যানমগ্ন হলো। আবিরের দিকে তাকিয়ে বলল : হাসছেন কেন?

আবির: ভাবছি..

মেঘ: কি ভাবছেন?

আবির: ভাবছি.. তোর মতো আরেকটা বউ থাকলে আমার পাবনা যাওয়া কেউ আটকাতে পারবেনা।

মেঘ চোখ গোল গোল করে আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে আছে। কি বলছে এসব আবির ভাই। তার আরেকটা বউ! এসব ভেবেই মেঘের মুখশ্রী কালো আঁধারে ঢেকে গেলো।

আবির আবারো হাসলো। বলল : সাধেই আমি তোকে তার কাটা বলি।

মেঘ গাল ফুলিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। আবির খাবার মেখে মুখের সামনে ধরে বলল : অনেক কথা হয়েছে , এবার তো খেয়ে নে।

মেঘ কিছু বলছে না । বেলকনির বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির মেঘের চিবুক ধরে টেনে তার দিকে ফিরালো। কিন্তু একি এত সামান্য ব্যাপারে মেঘ কান্না করছে। আবির শুনেছে এ সময় নাকি মেয়েদের মুড সুইং হয় । তাই কি মেঘ এমন করছে?

আবির মেঘকে কাছে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল: সরি ম্যাম.. প্লিজ রাগ কইরেন না।

মেঘ আবিরের বুকে মাথা রেখেই ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে দিল। একে কিছুটা শান্ত করার পর আবির মেয়েকে খাইয়ে দেওয়া শুরু করেছে। আজকাল মেঘ কিছুতেই খেতে চায় না। সবকিছুতেই অনীহা দেখায়। তাই ওকে খাওয়ানোর দায়িত্বটা আবিরেরই নিতে হয়। আবিরের এত যত্নের কারনে বাড়ির বাকিরাও একটু নিশ্চিন্তে থাকে। অবশ্য দুইদিন আগেও আবির

মেঘের অসুস্থতা নিয়ে কিছুই জানতো না। মেঘের খাওয়ার অনীহা দেখে আবির খাইয়ে দিত।

আবির মেঘকে খাইয়ে দেওয়া শেষে, বিছানায় শুয়ে দিয়ে বলল: এখানে চুপ করে শুয়ে থাকো। আমি নিচে যাচ্ছি। মেঘ আবিরের এক হাত ধরে টেনে বলল: প্লিজ তাড়াতাড়ি আসবেন আমার একা একা ভালো লাগছে না।

আবির একটু হাসলো। বলল: ডিনার করেই চলে আসবো। বলেই আবীর মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল। নিচে যেতে যেতে তানভীর কে কল দিল।

তানভীর: আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া।

আবির: ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছিস।

তানভীর: ভাইয়া.. তুমি বড্ড অদ্ভুত প্রশ্ন করো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই

তো আমাদের দেখা হলো। এর মাঝে খারাপ কিভাবে

থাকবো ,, আগের মতই ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ।

আবির: যেতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

তানভীর: না ভাইয়া.. যে কাজে তুমি তোমার ছোঁয়া দিয়েছো, সেখানে

কোন অসুবিধা হতেই পারে না ইনশাআল্লাহ।

আবির: হয়েছে.. আর চাপা মারতে হবে না। পৌঁছে কল দিয়ে জানাইস

আমাকে। আর শোন...

তানভীর: বলো ভাইয়া..

আবির: যেকোনো সমস্যায় আমাকে জানাতে ভুলবি না। বন্যার খেয়াল

রাখবি।

তানভীর: ভাইয়া তুমি শুধু শুধুই টেনশন করছো। তুমি মেঘের খেয়াল

রেখো। আমার বোনটা নিজেই এখনো বাচ্চা। ওকে কোন

কারনে রাগ দেখিও না প্লিজ।

আবির: আমার বউয়ের কথা চিন্তা না করে, তুই তোর বউয়ের কথা

চিন্তা কর।

তানভীর: মেঘ তোমার বউ হওয়ার আগে আমার বোন।

আবির : আমি বড় নাকি তুই বড়?

তানভীর: তুমি..

আবির: আমি বেশি জানি নাকি তুই বেশি জানোস?

তানভীর: তুমি..

আবির: তাহলে শোনেন সম্বন্ধী ভাই.. আপনার বোন আমার জন্মগত বউ।

তানভীর: জন্মগত সমস্যা শুনেছি। কিন্তু বাপের জন্মেও জন্মগত বউ শুনিনি।

আবির: তুই হানিমুন থেকে ফিরে ছোট বোনের জামাইয়ের কাছে ক্লাস করতে আসিস। তোর অনেক কিছু শেখার আছে।

তানভীর হাসলো। এ পর্যায়ে তানভীরের হাসির শব্দ শুনে বন্যার ঘুম ভেঙে গেল। বন্যা একটু আগেই ট্রেনের কামড়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তানভীরে হাসির শব্দ শুনে সে তাড়াহুড়া করে উঠে বসল।

বলল: কি হয়েছে? বাড়ি থেকে কল দিয়েছে? সব ঠিক আছে তো?

বন্যার এমন ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠা এবং অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে তানভীর তো অবাক প্রায়। সে ঠান্ডা ও শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: কি হয়েছে? কোন স্বপ্ন দেখেছো? পানি খাবে?

বন্যা একটু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল: এত রাতে কে কল দিয়েছে? মেঘ এবং বাড়ির লোক সবাই ঠিক আছে তো?

তানভীর মিটিমিটি হাসলো। বলল: সবাই ঠিক আছে, শুধু আমি ঠিক নেই।

বন্যা: কেন কি হয়েছে আপনার?

তানভীর একটু ফিসফিসিয়ে বলল: এক মিনিট ভাইয়া লাইনে আছে..

বন্যা জিভে কামড় বসিয়ে বলল: ছি_ছি_ আবির ভাইয়া কলে আছে.. কে জানে কতটুকু শুনতে পেরেছে..

তানভীর : হ্যালো ভাইয়া..

আবির: থাক আর কিছু বলতে হবে না। ছোট বোনের জামাই হয়ে সমন্ধির হানিমুনে কাবাবের হাড্ডি হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

বাই.. হ্যাপি জার্নি..

তানভীর: বাই..

বন্যা: আপনি রাগী ভিলেন ছিলেন জানতাম কিন্তু ঠোটকাটা কবে থেকে হয়েছেন?

তানভীরের সহজ স্বীকারোক্তি.. তোমাকে ভালোবাসার পর থেকে..

বন্যা: উফফ.. আপনাকে নিয়ে আর পারিনা। আবির ভাইয়ার সামনে আমাকে লজ্জা না দিলে আপনার চলছিল না তাই না?

তানভীর:কেন কি এমন বলেছি?

বন্যা: ভাইয়া ফোনে লাইনে আছে জেনেও , আপনি কেন আমাকে বললেন আপনি ঠিক নেই।

তানভীর: ভুল কি বলেছি হুম.. এত সুন্দর রাত.. ট্রেনে জানালা দিয়ে শন শন করে বাতাস আসছে ভিতরে। ট্রেনের কামরায় আমি আর আমার নতুন বউ হানিমুনে যাচ্ছি.. উফফস.. হাউ রোমান্টিক..

ভাবতেই ভালো লাগে..

কিন্তু আমার কি কপাল.. আমার বউ ঘুমাচ্ছে আর আমি মশা মারছি।

বন্যা তানভীরের এমন পাগলামো মাখা কথা শুনে অন্যদিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। মনে মনে ভাবছে; এই মানুষটা কে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। সব সময় দেখেছি মেঘ আর আমাকে শাসন করতে, ধমকাতে, বকতে। কখনো বুঝতে পারিনি এই রাগী , বদ মেজাজি মানুষটার ভেতরে একটা ছোট্ট বাচ্চা সুলভ মন আছে। সত্যি ই আজ মনে হচ্ছে জীবনটা পরিপূর্ণতা পেলো।

তানভীরের সাথে কথা শেষ করে, আবির তাড়াহুড়া করে খাচ্ছে। হালিমা খান বলল: কিরে আবির .. তানভীরের সাথে কথা হয়েছিল?

আবির: জি মামুনি .. কথা হয়েছে। ওরা ট্রেনে আছে বলেছে পৌঁছে জানাবে।

মালিহা খান: কিরে সবকিছু এত অল্প অল্প করে খাচ্ছিস,?

আবির: আম্মু.. তোমার বৌমা ঘরে একা আছে।

উপস্থিত সবাই কিছুটা মুচকি মুচকি হাসলো। তাতে আবিরের কোন কিছু যায় আসে না। বিয়ের আগে

মেঘকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখলেও, বিয়ের পর মেঘের প্রতি ভালোবাসা বা দায়িত্বে কোন কিছুতেই কোন কৃপণতা করেনি আবির।

তার মতে এই এক আবিরের জীবন এক মেঘেতেই সীমাবদ্ধ।

আবির খাওয়া শেষ করে উপরে চলে গেল। হালিমা খান মালিহা খান কে বলল: আপা মেয়েকে অন্য কোথাও বিয়ে দিলে হয়তো এতটা নিশ্চিন্ত থাকতাম না। তোমার ছেলে যেভাবে আমার মেয়েকে আগলে রাখে হয়তো অন্য কোথাও বিয়ে দিলে তা কখনোই করত না। নিজের মেয়েকে সুখী দেখার চেয়ে বেশি একটা মায়ের আর কি চাওয়ার থাকে।

মালিহা খান বলল: তুই নিশ্চিন্ত থাক আমার আবি র মেঘের খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে পারবে।

আকলিমা খান: ওদের দুটোকে দেখলে মনটা জুড়িয়ে যায়। আবির থাকতে মেঘকে নিয়ে আমাদের কোন চিন্তা করতেই হবে না।

আবির রুমে ঢুকলো। দেখল মেঘ এখনো ঘুমায়নি। সামনে গিয়ে বসলো, বলল: ঘুমাওনি এখনো?

মেঘ: ঘুম আসছেনা।

আবির: শুয়ে পড়ো.. আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।
মেঘ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। হঠাৎ বলল: আহিয়ার আব্বু...
আবির সেই চিরচেনা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল.. হুম
মেঘ ব্যালকনির দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলল: বাহিরে তাকিয়ে দেখুন আকাশে মস্ত বড় থালার মত চাঁদ উঠেছে। চলুন না আমরা ছাদে যাই;
আবির: এত রাত্রে ছাদে যাওয়া যাবেনা। অন্য কিছু বলো..
মেঘ: চলুন না প্লিজ,,
আবির: মেঘ.. জেদ করোনা প্লিজ। তুমি কি ভুলে গেছো, তুমি অসুস্থ।
এত রাত্রে ছাদে গেলে তেনারা তোমার ঘাড় মটকে দেবে জানো??
মেঘ একটু ভয়ে ভয়ে বলল: সত্যি বলছেন? কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন তেনারা বলতে কেউ নেই ।
আবির: এসব বাদ দাও। চলো আমরা ব্যালকনিতে যাই। ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে দেখো সেখানেও কি সুন্দর চাঁদের জোসনা দীপ্তি ছড়াচ্ছে।
মেঘ: চলুন..

আবির আর মেঘ ব্যালকনির সোফাতে গিয়ে বসলো। চাঁদের আলোতে আবির মেঘের ক্লান্ত ,অসুস্থ মুখের পানে তাকিয়ে আছে। আবিরের চোখ যেন মেঘের সারা মুখেই বিচরণ করছে। এই কয়েকটা দিনে মেয়েটার মুখের লাবন্য অনেকটাই কমে এসেছে। মুখে কয়েকটা ব্রণ ও উঠেছে। মুখটা মনে হয় রক্তশূন্য হয়ে উঠেছে। আমি অক্লান্ত চোখে তাকিয়ে আছে।

মেঘ বলল: এভাবে কি দেখছেন?

আবির: আমার আহিয়ার আম্মুকে। আচ্ছা মেঘ আমাদের আহিয়া এখন কি করছে?

মেঘ আবিরের এসব বাচ্চামো প্রশ্ন শুনে কিছুটা হাসলো। বলল: আহিয়া আপনাকে বলছে, "পাপা.. তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে চন্দ্রবিলাস করানোর জন্য"

আবির হু হু করে হাসলো। বলল: কই আমি তো শুনতে পাচ্ছি না।

মেঘ: আমি তো পাচ্ছি।

আবির: আমিও শুনতে চাই..

মেঘ ফিস ফিসিয়ে আবির কে বলল: কাছে আসুন..

আবির মেঘের কিছুটা সামনে গিয়ে বসলো। মেঘ আবিরের ডান হাতটা তার পেটে স্পর্শ করে বলল আপনি কি অনুভব করতে পারছেন আমাদের বাবুর রিদ স্পন্দন?

আবি র মাথাটা কিছুটা ঝুঁকে মেঘের পেটে কান দিয়ে ফিস ফিসিয়ে বলল: তুমি এখন কোন কথা বলবে না। এখন আমাদের বাপ মেয়ের কথা হবে।

মেঘ আবিরের পাগলামো দেখে হাসলো।

আবির: আমার ছোট্ট পরী কি তার পাপার কথা শুনতে পাচ্ছে? পাপা তোমায় খুব মিস করে। তুমি তাড়াতাড়ি পাপার কাছে চলে আসো।

কথা দিচ্ছি পাপা তোমায় কাঁধে করে সারা বাড়ি ঘুরবো। আইসক্রিম কিনে দেবো, চকলেট কিনে দিবো। তোমার মাম্মাকে আর কষ্ট না দিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি পাপার কাছে চলে আসো।

মেঘ আবিরের কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসছে। বলল: তো.. আপনার ছোট্ট পরী কি বলল??

আবির: আমার আহিয়া পরি আমাকে বলেছে সে অতি শীঘ্রই আমাদের কাছে চলে আসছে।

মেঘ আবিরের বুকে মাথা রাখলো। বলল : আপনার মত স্বামী পাওয়া আমার সৌভাগ্য। জীবনের সকল পূর্ণতার মাঝে সর্ব উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ পাওনা হলো আমার স্বামী, সাজ্জাদ খান আবির।

আবির হাসলো। বলল: আমার সৌভাগ্য আমি তোমাকে পেয়েছি। তোমাকে না পেলে কি হতো বা আমি কি করতাম তা আমি জানিনা। তোমাকে ধন্যবাদ ..অসংখ্য ধন্যবাদ.. আমাকে ভালোবেসে আমাকে সুন্দর একটা জীবন দেওয়ার জন্য। কারণ তুমি হীনা এই আবিরের জীবন মূল্যহীন।

ট্রেন চলছে..

একজোড়া কপৎ-কপতি ডুবে আছে দুজন দুজনের চোখের মায়ায়।

দুজনের চোখের তৃষ্ণা যেন বহুদিনের। মনে হচ্ছে সারারাত দেখলেও যেন এই তৃষ্ণা মিটবে না। হঠাৎ বন্যা চোখ নামিয়ে নিল। তানভীর ট্রেনের বাহিরের দৃশ্যে তাকিয়ে একটু হাসলো। মনে মনে বলল মেয়েটা বড্ড বেশি লাজুক। আল্লাহ জানে এই মেয়ের লজ্জা ভাঙ্গাতে আমার আর কি কি করা লাগে..

বন্যা মনে মনে ভাবছে, বেহায়া নির্লজ্জ পুরুষ কোথাকার.. সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকে কখন ,কিভাবে, কতবার আমাকে লজ্জা দেওয়া যায়।

হঠাৎ তানভীর বন্যার হাতের আঙ্গুলের ভাজে নিজের আঙ্গুল গুজলো।

বন্যা কিছুটা লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

তানভীর আরেকটু কাছে এগিয়ে বসে, বন্যাকে নিজের দিকে ফেরালো।

বলল: বন্যাফুল.. তুমি কি এখনো আমায় আগের মতো ভয় পাচ্ছো?

বন্যা: কই.. নাতো...

তানভীর: তাহলে আমার দিক থেকে এমন মুখ ফিরিয়ে কেন রেখেছো? আমাকে কি তোমার ভালো লাগে না?

বন্যা তানভীরে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে কথা আটকে বলল: এসব কি বলছেন? আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবেসে বিয়ে করেছি।

বন্যা: আপনি যা ভাবছেন তেমন কিছুই না।

তানভীর: তাহলে?

বন্যা: তাহলে কিছুই না...

বলেই বন্যা মাথাটা নিচু করে বসে আছে।

তানভীর এক হাত দিয়ে বন্যার থুতনি ছুঁয়ে মুখটাকে উঁচু করে বলল: বন্যা.. আমি জানি আমি একটু রাগী , বদমেজাজি , রাগ হলে ভালো- মন্দ মাথায় থাকে না । কিন্তু আমার এত বাজে স্বভাবের মাঝেও একটি চিরন্তন সত্য হলো আমি তোমাকে ভালোবাসি ... ভীষণ ভালোবাসি...

গত কয়েকটা বছর নিজের ভেতরটা এক অসহনীয় যন্ত্রণা কুরে কুরে খেয়েছে। আমিই জানি, তোমাকে ছাড়া আমার কতটা কষ্ট হয়েছে। ভাইয়াকে ছাড়া আর কাউকে কিছু বলতেও পারিনি। যখন তোমার কথা খুব মনে পড়তো। তখন ছুটে যেতাম তোমার ভার্সিটিতে ,তোমার গলিতে তোমাকে এক নজর দেখার অপেক্ষায়। বহুবার মুখলেস দাদার বহু প্রশ্নের সম্মুখীন ও হয়েছি।

মাথার ব্রেন বলতো যেকোনো সময় তোমার বাড়ির কারো কাছে হয়তো ধরা পড়ে যাব কিন্তু মন মানতো না। ছুটে যেতাম তোমার গলিতে যদি একবার দেখা পাই । মাঝেমধ্যে সৌভাগ্যবশত পেয়েও যেতাম।

বন্যা নির্বাক। অবাক দৃষ্টিতে তানভীরের মুখের পানে তাকিয়ে আছে। চাঁদের আলোয় তানভীর কে দেখতে অনেক মোহনীয় লাগছে। ট্রেনের ঝন ঝন শব্দ, জানলা দিয়ে আসা মৃদু মৃদু বাতাস, চাঁদের জোসনার আলো পরিবেশটাকে আরো মধুর করে তুলেছে।

বন্যা বলল: আপনি কি আমায় অনেক আগে থেকে ভালবাসেন?

তানভীর চুপ..

বন্যা: কত আগে থেকে?

তানভীর: প্রায় ৪ বৎসর হলো।

বন্যা তো অবাক.. বলল: তার মানে এই চার বছর যাবত আপনি আমায় নজরে নজরে রেখেছেন?

তানভীরের সহজ স্বীকারোক্তি: হুম। শুধু আমি না তোমার আশেপাশে আরো অনেকেই আছে যাদেরকে বলা আছে তোমার উপরে নজর রাখতে । তুমি কোথায় যাচ্ছ , কি করছো, কোনো ছেলের সাথে মিশছো কিনা তারা আমাকে বলতো।

এবার বন্যা একটু রাগ করলো। বলল: অন্য ছেলেরা আমার দিকে নজর রাখতো?

তানভীর: প্লিজ রাগ করোনা। ওরা কেউ তোমার দিকে খারাপ নজর দিত না। জাস্ট তোমার খেয়াল রাখতো ভাইয়ের হবু বউ হিসেবে। তাছাড়া তোমার দিকে কেউ খারাপ নজর দিলে তাকে আমি পিটিয়ে আদমরা করে ছাড়বো। যেমনটা তামিমকে করেছিলাম।এবারের :কথাটা তানভীর একটু আস্তে আস্তে বলল।

বন্যা: তারমানে তামিমের উপরে আপনার আগে থেকেই খোভ জেদ জমা ছিল? আর সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল আবির ভাইয়ের এক্সিডেন্টের দিন?

তানভীর: হুম

বন্যা ফুস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল : কি হিংসুটে ছেলেরে বাবা!

তানভীর হাসলো। বলল: তুমি আমার.. একান্তই আমার .. যে তোমার দিকে তাকাবে তার চোখ আমি তুলে নিব। ভুলে যেও না, রাজনীতি ছেড়েছি , কিন্তু মারপিট করা আমার রক্তে এখনো রয়ে গেছে।

বন্যা বলল: আমি কি শুধু শুধুই আপনাকে ভিলেনের সাথে তুলনা করি? আপনি তো ভিলেনই.. হিংসুটে ভিলেন..

মেঘ আবিরের কোলে মাথা রেখে বেলকনির সোফাতে শুয়ে আছে। তার নজর ওই আকাশের পানে। কিন্তু আবিরের নজর তার কাদম্বিনীর মুখে ,চোখে, ঠোঁটে। আবির মেঘকে দেখছে, আর মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

একটা সময় মেঘ ঘুমিয়ে পড়ল। আবির মেঘকে পাজা কোলে করে তুলে বিছানায় শুয়ে দিলো। কপালে একটা দীর্ঘ চুমু দিয়ে মেঘকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল ৯ টা বাজে। হালিমা খানের ফোনে তানভীর কল দিয়েছে। একে একে সকলের সাথে কথা হয়েছে কিন্তু বাড়ির তিন কর্তা আর আবির কোন সকালেই অফিসে চলে গেছে। মেঘ এইমাত্রই নিচে নেমে এসেছে।

বলল: আম্মু.. কে কল দিয়েছে? ভাইয়া?

হালিমা খান: হ্যাঁ.. নে কথা বল।

মেঘ: হ্যালো ভাইয়া.. কেমন আছো?

তানভীর: ভালো। তুই কেমন আছিস?

মেঘ: আলহামদুলিল্লাহ ভালো। বন্যা বেবি কই?

তানভীর: এইতো কাছেই আছে নে কথা বল।

বন্যা: হ্যালো ননদিনী.

মেঘ: কেমন আছো ভাবি আমার।

বন্যা: ভালো । তুই কেমন আছিস। আর বাড়ির সবাই কেমন আছে?

মেঘ : আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে। তোরা কখন পৌঁছেছিস?

বন্যা: আমরা প্রায় মাঝরাতেই পৌঁছে গেছি। কিন্তু এত রাত হওয়ায় বাড়িতে কল দিয়ে জানাই নি। সকালে কল দিলাম।

মেঘ: ওহ

তানভীর বন্যার কথা শুনে মিম দৌড়ে ছুটে এলো। বলল: মেঘ আপু_ ফোনটা আমাকে দাও না প্লিজ! আমরা বন্যা ভাবির সাথে কথা বলবো।

বন্যা ফোনের ওপার থেকে ওদের চিল্লাচিল্লি শুনে বলল: মিম কি করে?

মেঘ: মহারানীর আজ কলেজ নেই তাই মাত্র ঘুম থেকে উঠলো।

বন্যা: মিমের কাছে দে ফোনটা;

মিম: হ্যালো বউ মনি.. কেমন আছো?

বন্যা: ভালো কুট্টি ননদ.. তুমি কেমন আছো?

মিম: হুম, আমিও ভালো। শোনো বউ মনি..

বন্যা: হুম.. বলেন মহারানী। বান্দরবানের সুন্দর সুন্দর স্পটের ভিডিও করে আনবে। সেই ভিডিও নিয়ে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করব।

পাশ থেকে তানভীর বলে উঠলো। ওরে পাকা মেয়ে.. একবার বাড়ি ফিরি, তারপর মজা বুঝাবো।

আদি এসে মিমের কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে বলল: হ্যালো বউ মনি..

বন্যা: বলো.. ছোট দেবর;

আদি: তুমি মিম আপুর কথা ছাড়ো। ওর কোন কথাই তুমি শুনবে না।

বন্যা: ও... তাই বুঝি.. তাহলে কার কথা শুনবো?

আদি: আমি আছি না.. তোমার ছোট বর।

বন্যার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। কি বলছে এই পাকা ছেলে। পাশে তানভীর চিৎকার দিয়ে উঠলো; কিরে আদি, শেষ পর্যন্ত কেঁদে কেঁটে আমার বউটাকে ও নিয়ে যাবি?

বন্যা মৃদু মৃদু হাসছে আর বলছে: হিংসুটে বর আমার।

আদি: ভাইয়া.. নিয়ে যাচ্ছি না তো। ভাগ করছি। তুমি বড় বর, আর আমি ছোট বর।

পাশ থেকে মেঘ আদির কান টেনে ধরল। বলল: আজকাল বড্ড পেকেছেন তাই না.. অপেক্ষা করেন, আবির ভাই বাড়িতে ফিরুক তাকে জানাতে হবে।

আবিরের নাম শুনতেই আদি ছুটে পালালো। সবাই আদির কান্ড দেখে হাসছে।

মিম গিয়ে সোফায় বসলো, মেঘের পাশে। মিম টিভি ও দেখছে আবার গুনগুনিয়ে গানও গাইছে। মেঘ কপাল কুচকে মিমের দিকে তাকিয়ে আছে। সেদিকে মীমের কোন খেয়াল নেই। মেঘ মাঝে মাঝেই খেয়াল করে, মিম আজকাল একটু বেশি খুশি খুশি থাকে।

মেঘ বলল: কিরে তোর খবর কী?

মিম: কিসের খবর? কয়টার খবর?

মেঘ: তোকে দেখে মনে হচ্ছে; ডালমে জারুর কুছ কালাহে।

মেঘ চোখ দুটো ছোট ছোট করে বলল: কাহিনী কি?

মীম: আপু তুমি যে কি বলো না.. আজকাল কি হাসাও যাবে না ?

মীম বসা থেকে উঠতে উঠতে বলল : ধুর আজকাল এই বাড়িতে হাসলেও সমস্যা!!

মেঘ অবাক কণ্ঠে তাকিয়ে বলল এর আবার কি হলো?

রাকিব: কিরে আবির? শুনলাম কাল অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিস.. বাসায় কি কোন সমস্যা?

আবির: নারে, তেমন কিছু.. গতকাল তানভীর আর বন্যা হানিমুনে গিয়েছে। ওদের বিকেলে স্টেশনে দিতে গিয়েছিলাম তাছাড়া মেঘের শরীরটাও গতকাল ভালো ছিল না।

রাকিব: মেঘ এখন কেমন আছে?

আবির:হুম ভালো। তোর কথা বল.. তোকে তো বলেছিলাম এক সপ্তাহ অফিসে আসতে না। চারদিন পরেই চলে আসলি যে। একটা ছুটির এপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিলেই তো হতো।

রাকিব: জানি কিন্তু অনেক কাজ পেন্ডিং হয়ে গেছে এই কয়েক দিনে, তাই ভাবলাম তোর উপর এত চাপ না দিয়ে অফিসেই চলে আসি।

আবির: প্রয়োজন ছিল না.. এ সময় তোর রিয়ার পাশে থাকা বেশি দরকার ছিল। রিয়া আর বেবি কেমন আছে?

রাকিব: ভালো.. মেঘের কথাটা শুনেছে পর থেকে বারবার মেঘের কথাই জিজ্ঞাসা করছিল। জান্নাত ও বলল কয়েকদিনের মধ্যে মেঘকে দেখতে যাবে।

আবির: যেতে বলিস জান্নাত কে। ভেবেছিলাম মেঘকে নিয়ে তোদের বাড়িতে যাব রিয়া আর বেবিকে দেখতে। কিন্তু আম্মু আর মামনি বলল: বাবুর এক মাস না হওয়া পর্যন্ত মেঘ সেখানে যেতে পারবেনা।

রাকিব: সমস্যা নাই.. পরে একসময় নিয়ে যাস...

সারাদিন বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর স্পটে ঘুরে সন্ধ্যায় তানভীর আর বন্যা রিসোর্টে ফিরে আসলো। বন্যা এসেই বিছানায় ধপাস করে বসলো বলল: উফফ.. আমার পা পুরো ব্যথা হয়ে গেছে। তানভীর একটু দুষ্টু হেসে বলল: এখনই পা ব্যথা হয়ে গেছে.. রাততো এখনো বাকি

বন্যা চোখ দুটোকে বড় বড় করে ফেলল। তারপর একটু ঢোক গিলে, মিন মিনিয়ে বলল: নির্লজ্জ বেহায়া পুরুষ মানুষ। আল্লাহ এই লোকটার তুমি আর কত

রকম রূপ আমায় দেখাবে? পরিবারের সামনে ভদ্রলোক, বাহিরের লোকের কাছে রাগী-বদমেজাজি, বউয়ের সামনে ঠোটকাটা, নির্লজ্জ, বেহায়া পুরুষ।

তানভীর লম্বা একটা হাসি দিয়ে বলল : আপনি কি আস্তে আস্তে আমায় গালি দিচ্ছেন মিসেস খান?

বন্যা মুখ বাঁকিয়ে অন্যদিকে ফিরলো। তানভীর সেটা দেখে বলল; গালি দেন সমস্যা নাই। কিন্তু রেডি থাইকেন..

বলেই তানভীর ফ্রেশ হতে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল। বন্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল: পাগল লোক একটা।

হঠাৎ তানভীর ওয়াশরুমের দরজাটা একটু খুলে মাথা বের করে উঁকি দিয়ে বলল: হানিমুনে এসে দুই চারটা বাচ্চা না নিয়ে ফিরলে লোকে কি বলবে? আমার পুরুষত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে তো বউ..

বন্যা বিছানা থেকে তানভীরের মাত্র খুলে রেখে আশা টি-শার্ট টি তানভীরের দিকে ছুড়ে মারল। তানভীর সাথে সাথেই ওয়াশরুমের গেইট লাগিয়ে দিল.. টি-শার্টটি দরজায় বারি খেয়ে নিচে ফ্লোরে পরলো।

মেঘ ড্রয়িং রুমে মিমের সাথে বসে গল্প করছে। হঠাৎ তার ফোনটা বেজে উঠল। ফোনের দিকে তাকিয়ে দেখল বেবি নামে সেভ করা নাম্বার। ফোনটা হাতে নিয়ে মিমের দিকে তাকিয়ে বলল: এখন আর কোন কথা বলবি না আমার বেবি কল দিয়েছে। মিম কিছুটা চিৎকার দিয়ে বলল: বউ মনি কল দিয়েছেন?

মেঘ ফোনটা রিসিভ করে বলল: আসসালামু আলাইকুম নতুন বউ। কেমন আছেন?

বন্যা: ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো। তুই কেমন আছিস? তোর দুষ্টুমির স্বভাবটা কবে যাবে? ভুলে যাস না একটার মা হয়ে যাচ্ছিস..

মেঘ মিমের দিকে একটু তাকিয়ে, বন্যাকে বলল: বেবি.. হঠাৎ একটা স্বাদ জাগলো মনে..

বন্যা: কি স্বাদ ননদিনী??

মেঘ: বলবো?

বন্যা:হুম বল।

মেঘ :তাহলে বলেই ফেলি?

বন্যা: তুই কি বলবি নাকি আমি ফোনটা কাটবো?

মেঘ; আরে বেবি রাগ করিস না। বলছি তাহলে..

বন্যা: হুম।

মেঘ : হানিমুনে তো গিয়েছিস। আমার ভাইকে বলবি তোকে বেশি বেশি আদর করতে। যাতে পরের মাসে তোর ও সুখবর শুনতে পাই । তারপর আমরা দুই বান্ধবী মিলে উঁচু পেট নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরবো আর টক আচার খাব।

ফোনের ওই পাশ থেকে বন্যার কাশি শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বন্যা ভীষম খেয়েছে। মেঘ বলল আরে বেবি রিলেক্স.. চাপ নিস না। একটু ট্রাই কর হয়ে যাবে।

পাশ থেকে মিম বড় বড় চোখ করে অবাক দৃষ্টিতে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘ তা খেয়াল করতেই সেখান থেকে উঠে অন্যদিকে চলে গেল। মিম মুখটা বাঁকিয়ে টিভি অন করে দেখা শুরু করেলো।

বন্যার কাশি যেন থামছেই না। হঠাৎ ফোনের ওই পাশ থেকে শোনা যাচ্ছে, তানভীর বন্যাকে পানি খেতে বলছে, আর বারবার জিজ্ঞাসা করছে কি হয়েছে? মেঘ ফিশ ফিসিয়ে বলল: ওই যে ভাইয়া চলে এসেছে যা বলেছি তা মনে রাখিস। বলেই ফোনটা কেটে দিল।

তানভীর বন্যার কাশি থামানোর জন্য মাথায়,পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কাশি একটু কমতেই বন্যা ফ্রেশ হতে হবে বলে ওয়াশ রুমের দিকে ছুটলো।

তানভীর : এর আবার কি হলো? এভাবে পালালো কেনো?

রাত নয়টা বাজে। আবিরের বাইকের শব্দ পেয়ে মেঘ ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালো। দেখল আবির বাইক থেকে নেমে ফোনে কথা বলছে। আবির এক নজর উপরে তাকালো, তার প্রিয়সি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। আবির একটু মুচকি হেসে কান থেকে ফোনটা নামিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো।

মেঘ এখনো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। বাহির থেকে মৃদু মৃদু বাতাস আসছে। মেঘের খোলা চুল গুলো সেই বাতাসে দিক বিদিক উড়ছে। আজ শরীরটা ভালো। তাই মেঘ সেলোয়ার কামিজ ছেড়ে নীল রঙের একটা সুতি শাড়ি পড়েছে। এই রংটা আবিরের বড্ড বেশি পছন্দ। আজকাল মেঘের মনটা হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয় আবার হঠাৎ ই যেন ফুলফুরে হয়ে ওঠে। এটাকেই হয়তো গর্ভবতী অবস্থায় মুড সুইং বলা হয়।

এই যে একটু আগে মেঘের হঠাৎই মনে হল আবির ভাইকে একটু সারপ্রাইজ দেওয়া যাক। তাই আলমারি থেকে একটা নীল শাড়ি বের করে গায়ে জড়িয়ে নিল। চুলগুলো ছেড়ে দিল। চোখে একটু কাজল , ঠোঁটে একটু লিপস্টিক ছুঁয়ে দিল। কপালে একটা ছোট্ট নীল টিপ দিতেও আজ ভুলেনি সে।

হঠাৎই একটা হাত মেঘের কোমর ছুঁয়ে তার পেটে স্পর্শ করল। মেঘ কিছুটা ঘাবড়ে গেল। আবির নেশাক্ত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো

আবির মেঘের কানের কাছে এসে নেশাক্ত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো:

আমার ভেতরে আমি নেই ,
আছে এক অবুঝ মন
সেই মন দুয়ারে বিচরণ করিস,
তুই সারাক্ষণ
তোর ভাবনায় পাগল আমি,
তাকিয়ে দেখ মনের আয়নায়
তোর প্রেমেতে মগ্ন হয়ে হারিয়ে যাই,
অন্য এক প্রেমের দুনিয়ায়
তুই তো এক অদ্ভুত নেশা,

আর সেই নেশায় আমি আসক্ত

বলেই আবির মেঘের কানে চুমু খেলো। মেঘ একটু কেঁপে উঠলো। আবির মেঘের কোমর পেঁচিয়ে ধরে মেঘের খোলা চুলে মুখ ডুবালো। মেঘ সামনের দিকে ঘুরে তাদেরকে জড়িয়ে ধরল। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল , আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? বাহির থেকে এসেছেন ফ্রেশ হয়ে চেঞ্জ করে নিন..

আবির মেঘকে বেলকনির গ্রিলের সাথে ঠেকিয়ে নিজের দুহাত মেঘের পিছনের গ্রিলে রাখল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে আওরালো। হুম.. পাগল আমি.. তোর প্রেমে.. তোর মায়ায়... বলেই আবির মেঘের ঠোঁটে ঠোঁট ডুবালো। এই চুমু কতক্ষন দীর্ঘ হয়েছিল তা জানেনা মেঘ। মেঘ আবিরের পাগলামি বুঝতে পেরে আবিরকে কিছুটা হুশে আনতে চাইলো। নিজের ঠোট কে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করল আবিরের ঠোঁটের দখল থেকে। কিন্তু আবির যেন আজ মেঘের প্রেমেতে প্রেমাতাল

এই যে এখন ঠোঁট ছেড়ে মেঘের গলায় বিচরণ করছে আবিরের চোখ। হঠাৎই মেঘকে অবাক করে

দিয়ে মেঘের গলায় ঠোঁট ছোয়ালো আবির। আস্তে আস্তে তা গভীরতায় রূপ নিচ্ছে।

মেঘ বলল: আপনি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন.. এটা যে ব্যালকনি, তা কি ভুলে গেছেন?

আবির মেঘের গলা থেকে মুখ ওঠালো। লক্ষ্য করল সেখানে একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। যাকে রোমান্টিক ভাষায় বলা যায় লাভ বাইট..

আবির নেশা নেশা চোখে মেঘের চোখের দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মেঘ কে কোলে তুলে নিল। মেঘ অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আজ আবিরকে একটু বেশি ই প্রেমাসক্ত লাগছে তার কাছে।

আবির নেশা নেশা কণ্ঠে বলে উঠলো "এভাবে তাকাস না প্লিজ, তোর ওই কাজল চোখের চাহনি দেখলে আমি গায়েল হই প্রতিক্ষণে - প্রতি মুহূর্তে" । নীল শাড়িতে এক নীল পরী আজ আমার কোলে চড়ে আছে। নিজেকে কিভাবে সামলাই বলতো মেঘ...

মেঘ নিশ্চুপ.. তাকিয়ে আছে আবিরের নেশা নেশা চোখে.. মেঘ জানে, আবিরের এই অবস্থা হওয়ার কারণ।

আবির ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে তার কাদম্বিনীর মাঝে।

যেই অষ্টাদস্যির জন্য সে অপেক্ষার প্রহর গুনছে বহুবছর।

তানভির আর বন্যা খোলা আকাশের নিচে হেটে চলছে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো গায়ে মেখে ব্যক্ত করছে নিজেদের মনের অনুভূতি। খোলা আকাশের নিচে মৃদু মৃদু বাতাস শিহরিত করছে একজোড়া দম্পতির শরীর ও মন।

তানভীর বন্যার হাতটাকে নিজের মুঠোবন্দি করে হাটছে।

বিয়ের দুই দিন হয়ে গেছে। তানভীরের হঠাৎ হঠাৎ ছোঁয়ায় বন্যা যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে।

তানভীর বন্যার অবস্থা বুঝতে পেরে কিছুটা দুষ্টু হাসলো। বন্যার কাঁধে হাত দিয়ে বন্যাকে আরেকটু নিজের দিকে টেনে নিল। মূহুর্তেই বন্যার শরীরটা ঝাকুনি দিয়ে উঠলো।

বন্যা লাজুক হয়ে মাথাটা নিচের দিকে নুইয়ে রাখলো। তানভীর বন্যা কে টেনে আরেকটু কাছে নিয়ে আসলো।

গতকাল রাতে ট্রেনে বন্যাকে তানভীর এত কিছু বোঝানোর পরেও, বন্যা যেন তানভীরের সামনে খোলা বইয়ের মত স্পষ্ট হতে পারছে না। বন্যা অনেকটা ইতস্তত বোধ করছে।

তানভীর বলবো: বন্যা প্লিজ.. এবার তো একটু স্বাভাবিক হও।

দূরের আকাশের দিকে তানভীর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলল: দেখো, আকাশে কত সুন্দর চাঁদ... তাও সেটা তোমার থেকে কম।

বন্যা কিছুটা লাজুক হাসলো। বন্যার মুখে হাসি দেখে তানভীর নিজেও হেসে দিল। বলল : অবশেষে মহারানীর মুখে হাসি ফুটেছে।

দুজন হাঁটতে হাঁটতে আবার রিসোর্ট এর রুমের দিকে ফিরে আসলো। তানভীর বন্যার দিকে তাকিয়ে আছে। বন্যা কে আজ অনেক সুন্দর লাগছে। সন্ধ্যায় তানভীর বন্যার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বলল; রেডি হয়ে নাও, আমরা বাহিরে হাঁটতে যাবো।

বন্যা প্যাকেটটি খুলে দেখলো, কালো রঙের সুন্দর একটা জর্জেট শাড়ি.. যার পাড় ও আঁচলে পাথরের

কারু কাজ করা। বন্যা শাড়িটি পড়ে , চোখে গাঢ় কাজল দিল ।

সন্ধ্যার পর থেকে এখন পর্যন্ত বন্যা যতবার তানভীরের দিকে তাকিয়েছে । ততবারই লক্ষ্য করেছে তানভীর তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে বন্যা রুমের সামনে চলে এসেছে তা তার খেয়ালই নেই হঠাৎ পায়ের সামনে কোন কিছু নাড়াচাড়া পেতে মাথা ঝুঁকে নিচে তাকালো। যা দেখলো, বন্যার তো চক্ষু চড়কগাছ। তানভীর বন্যার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ওর শাড়ির কুচি ঠিক করছে।

কুচি ঠিক করা শেষে তানভীর উঠে দাঁড়িয়ে বলল: ভাবনা চিন্তা শেষ হলে এইবার রুমে চলেন। না হলে কোলে তুলে নিয়ে যাবো।

কোলে তোলার কথা শুনে বন্যা তাড়াহুড়া করে, রুমের দরজা ধাক্কা দিল ভিতরে যাওয়ার উদ্দেশ্য। কিন্তু একি! হঠাৎ ই বিস্ময়ে বন্যার মুখটি হা হয়ে গেল। বন্যা মুখে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে রুমের ভিতরের দিকে গেলো।

পুরো রুমটা ছোট ছোট প্রদীপ দিয়ে সাজানো। চারদিকে প্রদীপের শিখা গুলো জ্বল জ্বল করছে। রুমের পরিবেশটা কি যে সিগ্ধ লাগছে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

তানভীর পিছন থেকে এসে বন্যাকে জড়িয়ে ধরল। তার হাত দুটো বিচরণ করছে বন্যার কোমল ওদরে। বন্যার পিঠটা তানভীরে বুকের সাথে মিশে আছে। তানভীর বন্যার গালের সাথে গাল ঠেকিয়ে বলল: এত রোমান্টিক পরিবেশেও কি তোমার প্রেম পাচ্ছে না বউ?

বন্যা নিশ্চুপ হয়ে দুচোখ লজ্জায় বন্ধ করে রেখেছে। তানভীর মুখে যত কথাই বলছে না কেন, তার হাত দুটোতো বন্যার পেট কোমর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এতেই বন্যার হাল বেহাল হয়ে যাচ্ছে। বন্যা কাচুমাচু করে বলে উঠলো: ছাড়ুন আমায়। বলেই সামনের দিকে পালাতে চাইলো।

তানভীর খপ করে বন্যার শাড়ির আঁচল টেনে ধরলো। শাড়ির আঁচলটা হাতে পেঁচিয়ে পেচিয়ে বন্যার দিকে এগিয়ে গেল। আস্তে আস্তে তার ঘাড়ে ঠোঁটের স্পর্শ দিল।

বন্যা মূহূর্তেই কেঁপে উঠলো।
বন্যার কাঁপুনি টের পেয়ে তানভীর বন্যার কোমর ধরে টেনে নিজের সাথে আরেকটু মিশিয়ে নিল। বন্যা নিজেকে আর সামলাতে না পেরে পেছনে ফিরে তানভীর কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।
তানভীর ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি টেনে ফিসফিসিয়ে বলল: জান, এত সুন্দর লাগছে তোমাকে; আমি তানভীর নিজেকে সামলাতে ব্যর্থ।
বন্যা লজ্জায় মনে হচ্ছে তানভীরের বুকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। দুজনের মাঝে এখন আর চুল পরিমানও শূন্যতা নেই।
হঠাৎ ই তানভীর বন্যাকে কোলে তুলে নিল। কোলে রেখে ই বন্যার কপালে, গালে, গলায় তানভীর ঠোঁট ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে। বন্যা ও তানভীরের গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। তানভীর বন্যার ঠোঁট দুটো নিজের দখলে নিতেই বন্যা আবেশে চোখ বন্ধ করে নিল।
হারিয়ে গেল দুজন দুজনের মাঝে

সময় চলছে তার নিজ গতিতে। দেখতে দেখতেই তানভীরের ছুটি ফুরিয়ে এলো। গতকাল রাতে তানভীর আর বন্যা বান্দরবান থেকে ফিরে এসেছে।

এখন সকাল আটটা বাজে। খান বাড়ির প্রতিটি সদস্য খাবার টেবিলের উপস্থিত। মালিহা খান , হালিমা খান ও আকলিমা খান সবাইকে খাবার পরিবেশন করে দিচ্ছে। বন্যা ও সাথে টুকটাক সাহায্য করছে। মেঘও হাতে হাতে সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু বন্যা ওকে জোর করে নাস্তার টেবিলে আবিরের পাশে বসিয়ে দিল । আজ থেকে তানভীরের অফিস খোলা। তাই তানভীর ও অফিসের জন্য একেবারে রেডি হয়েই নিচে নেমেছে। আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান ও ইকবাল খান টুকটাক ব্যবসার আলোচনা করছে আর খাচ্ছে।

আবির বারবার আর চোখে লক্ষ্য রাখছে মেঘ ঠিকমতো খাচ্ছে কিনা। যা মেঘের চোখের আড়াল হতে পারল না। মেঘ বুঝতে পেরে মনে না চাওয়া সত্ত্বেও পুরো খাবারটা শেষ করার চেষ্টা করছে।

কারণ সে জানে এখন যদি সে পুরো খাবারটা শেষ না করে, তাহলে আবির রাগ করে নাস্তা না খেয়ে অফিসে চলে যাবে।

মিমের আজ কলেজ আছে। তাই সেও রেডি হয়ে নিচে নেমেছে। বন্যা সবাইকে খাবার দেওয়ার সময় খেয়াল করলো, মিম আর আদি চোখের ইশারায় ঝগড়া করছে।

বন্যা ওদের কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে ঝগড়া বন্ধ করে খেয়ে নিতে বলল। এখানে সকল বয়োজৈষ্ঠরা আছে । বন্যার নিষেধাজ্ঞা শুনে দুজনেই শান্ত হয়ে খাওয়া শুরু করলো।

হঠাৎ ই ইকবাল খান আবিরের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো: আবির ড্রাইভার আজকে অসুস্থ তাই ছুটি নিয়েছে। তুই কি একটু মিম আদি কে তাদের স্কুল আর কলেজে পৌঁছে দিবি। আজ অফিসে একটু লেট করে গেলেও সমস্যা নেই। আমি সব সামলে নেব।

আবির: ইটস ওকে চাচ্চু... এত ফরমালিটি কেন করছ? আমি অফিসে যাওয়ার সময় ওদের নামিয়ে দিয়ে যাব।

ইকবাল খান: তাহলে আজ বাইক নিস না। গাড়ি নিয়ে অফিসে যাস।

আবির: ঠিক আছে চাচ্চু..

বলেই আবির বেছিংয়ে হাত ধুতে চলে গেল। আস্তে আস্তে তানভীর, আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান, ইকবাল খান, আবির, মিম ও আদি সবাই চলে গেল। বাড়িতে এখন শুধু মেঘ, বন্যা , মালিহা খান, হালিমা খান, আকলিমা খান ও দুইজন হেল্পিং হ্যান্ড। বন্যা আর মেঘ বান্দরবানের গল্প করায় ব্যস্ত।

বেলা যখন 11 টার কাটায়। বাড়িতে মেহমান এসেছে শুনেই মেঘ তড়িহড়ি করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে। তা দেখে হালিমা খান চিৎকার করে বলে উঠলো "মেঘ আস্তে" .. মায়ের চিৎকার শুনে মেঘ থেমে গেল। আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসলো । এসে দেখলো সোফায় মাহমুদা খান ও আরিফ বসে আছে। হালিমা খান মেয়েকে ধমকের সুরে বলল: কিরে মেঘ... তোর জ্ঞান বুদ্ধি কবে হবে। তোকে কতবার বলি সিঁড়ি দিয়ে তাড়াহুড়া করে নামবী না। আস্তে ধীরে নামবি। তুই কোন কথাই শুনছিস না । এবার মনে হয় আবিরকে জানাতেই হবে।

মেঘ আবিরের কথা শুনে কিছুটা চুপসে গেল। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল আম্মু ... তুমিও আমায় আবির ভাইয়ের কথা বলে থ্রেট দিচ্ছ। মাহমুদা খান ভাতিজিকে কাছে টেনে সোফায় বসিয়ে আহাল্লাদী কণ্ঠে বলল: ভাবি আমার ভাইজি কে একটুও বকবে না। তাহলে ভাইয়াকে বলে তোমাকে বাপের বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করব।

মাহমুদা খান মেঘকে খুব করে বুঝালো, এই সময় একটু বুঝে শুনে চলাফেরা করতে হয়। মেঘও সব বুঝেছে এমন ভাব করে বলল: ঠিক আছে,,,, ঠিক আছে,,,,

বলেই মাহমুদা খানের কাঁধে মাথা রাখলো। মাহমুদা খান মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বন্যা ও পাশে এসে বসে ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা করছে।

মাহমুদা খানকে পাশে পেয়ে যেন বাড়ির মহিলারা সকলে আড্ডার আসর জমিয়ে বসেছে। সব মেয়েদের মাঝে আরিফ বসে বসে বোরিং ফিল করছিল। তাই সে উঠে ছাদের দিকে যাচ্ছে আর মনে মনে ভাবছে.. মিম কই তাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না তো। সিঁড়িতে দু কদম উঠেই হঠাৎ মালিহা খান কে আরিফ

বলে উঠলো: বড় মামি আদি কি বাড়িতে নেই?
মালিহা খান একটু হেসে জবাব দিল: না বাবা.. মিম আর আদি তাদের নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গেছে।
আরিফ সবাইকে শান্তভাবে এক নজর দেখে ছাদে চলে গেল।
মাহমুদা খান মালিহা খানের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো: ভাবি..
আমি কিন্তু আজ অন্য এক কারণে এসেছি। মালিহা খান জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকালো। তখনই মাহমুদা খান বলল, ভাবি... আগামী শুক্রবার তোমাদের সবাইকে আমার বাড়িতে দাওয়াত। আর মেঘ ,বন্যা , মীমকে আমি আজকেই আমার সাথে নিয়ে যাব। প্লিজ তুমি কোন আপত্তি করো না।
মালিহা খান ,হালিমা খান ও আকলিমা খান মাহমুদা খানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। মালিহা খান বলল, দেখো বোন.... তোমার ভাইজানেরা এখন বাড়িতে নেই। আমি একা তো কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না। আর রইল কথা মেঘ ,বন্যা , মিমের। আমার যতদূর মনে হয় আবির মেঘকে এই সময় কিছুতেই একা ছাড়বে না। বলেই মালিহা খান থামল।

মাহমুদা খান মুখে হাসি টেনে বলল: আবিরের সাথে আমি কথা বলে নেব, প্রয়োজনে আবির সেখান থেকেই কয়েকটা দিন অফিসে যাবে।

হঠাৎই মেঘের ফোনে কল বেজে উঠলো। সবার ধ্যানমগ্ন হয়ে দৃষ্টি গেল মেঘের ফোনের দিকে। দেখল আবির কল দিয়েছে।

মেঘ সবার মাঝখান থেকে উঠে গিয়ে সাইডে দাঁড়িয়ে ফোনটা রিসিভ করল।

মেঘ: হ্যালো

আবির: তোমায় কতবার বলবো.. ফোন ধরে আগে সালাম দিবে।

মেঘ: সরি.. আসসালামুয়ালাইকুম।

আবির: ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি করছো?

মেঘ: বসে আছি সবাই একসাথে..

আবির: এই সময় সবাই একসাথে!!

মেঘ: হুম.. ফুপ্পি আর আরিফ এসেছে।

আবির: ফুপ্পি এসেছে?? কই আমাকে আগে কিছু জানালো না তো, যে আজকে আসবে আমাদের বাড়িতে। কোন সমস্যা? আমি কি আসবো?

মেঘ আবিরের চিন্তিত অবস্থা বুঝতে পেরে । আশ্বাস দিয়ে বলল: চিন্তা করবেন না। কোন সমস্যা নেই। ফুপ্পি আমাদের সবাইকে শুক্রবারের দাওয়াত করতে এসেছে। ফুপ্পি চায় আমি, বন্যা আর মিম আজকেই তার সাথে চলে যাই।

কথাটা শুনে আবির কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল: আম্মু কি বলেছে?

মেঘ বলল: বড়আম্মু বলেছে আপনি আমাকে এই সময় একা ছাড়বেন না।

আবির: ওহ আচ্ছা... ফুপ্পি কে বলো, বিকেলে বাড়ি ফিরতে । আমি তাড়াতাড়ি অফিস থেকে চলে আসব। আর আরিফকে বলবে দুপুরে মিমকে যেন তার কলেজ থেকে আনতে যায়। ড্রাইভার আঙ্কেল বিকেলে ও আসবে না । আর আমি যেহেতু একেবারে ফিরব ,তাই দুপুরে আর বের হতে পারছি না।

মেঘ: ঠিক আছে।

আবির একটু তাড়াহুড়ো করে বলল : শোনো...

মেঘ: হুম।

আবির: শরীর ঠিক আছে এখন?

মেঘ: হুম।

আবির: আচ্ছা ঠিক আছে। আমি রাখছি।

মেঘ: হুম।

মেঘ ফোনটা কেটে মাহমুদা খানের কাছে গিয়ে বসে বলল: ফুপ্পি... আবির ভাই বলেছে তোমাকে সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরতে। উনি আজ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে আসবে।

মাহমুদা খান স্মিত হাসলো, বলল ঠিক আছে। বাঁদরটাকে বলিস যেন একটু তাড়াতাড়ি আসে।

এ পর্যায়ে বন্যা, মালিহা খান, হালিমা খান ও আকলিমা খানও হেসে দিল।

মেঘ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো। আরিফ সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামছে। তাকে দেখেই মেঘের আবিরের বলা কথাটা মনে পড়ল। মেঘ বসা থেকে উঠে আরিফের দিকে তাকিয়ে বলল: আরিফ.. তুমি একটু কষ্ট করে মিমকে কলেজ থেকে আনতে যাবে? ড্রাইভার আঙ্কেল অসুস্থ। তোমার ভাইয়া একটু ব্যস্ত আছে, তাই দুপুরে যেতে পারবে না।

আরিফ ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বলল, ঠিক আছে ভাবি.. আমি যাব।

আরিফ যে মনে মনে কতটা খুশি হয়েছে তা হয়তো মেঘের অজানাই রয়ে গেল। আরিফের মুখে ফুটে উঠলো এক রহস্য ময় হাসি।

ইতিমধ্যেই বাড়ির মেইডরা তাদের সবার সামনে চা নাস্তা দিয়ে গেছে। চা খেতে যেতে আড্ডাটা বেশ জমেছে। তাই মালিহা খান রান্নাঘরের সকল দায়িত্ব মেইডদের বুঝিয়ে দিয়ে বলল: শোনো, যে যা খাবে বলে দিয়েছি । সে অনুযায়ী রান্না করো। আর আবিরের আব্বুর রান্না আমি একটু পর এসে করবো।

দুপুর দুইটা বাজে। মিম কলেজের গেটের সামনে অপেক্ষা করছে। বাড়ির গাড়ি কোথাও সে দেখতে পাচ্ছে না। মনে মনে ভাবছে, ড্রাইভার আংকেল যদি নাও আসে তাহলে ভাইয়া তো অবশ্যই আসবে। আমি আর একটু অপেক্ষা করি। হঠাৎ একটা ইটের কনা এসে মিমের পিছনে কাঁধে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গেই পেছনে তাকিয়ে দেখল তেমন কেউ নেই। স্টুডেন্টরা যার যার মত বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। মিম আবারও সামনের দিকে তাকিয়ে বাড়ির গাড়ির অপেক্ষায় করছে।

কিন্তু একি! আবারো আরেকটা কনা এসে গায়ে লাগলো। এবার মিম একটা রাগী রাগী লুক নিয়ে পেছনে তাকালো। কিন্তু এবারও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎই বুঝতে পারল কেউ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পাশে তাকিয়েই সে বিস্ময়ে হতভম্ব।

মিম কাপা কাপা কণ্ঠে বলে উঠলো: আ.. আ.. আপনি?

আরিফ মুচকি হাসল বলল: হুম.. আমি। ভয় পেয়েছো?

মিম তোতলাতে তোতলাতে বলল: ভ.. ভ.. ভয়ের কি আছে। আপনি এখানে কি করছেন?

আরিফ আবারো হাসলো। বলল: কেন আমাকে দেখে খুশি হওনি?

মিম: না মানে তেমন কিছু না।

আরিফ: তাহলে কেমন কিছু?

মিম বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল: কোন কিছুই না... আপনি আপনার কাজে যান। আমি এখন বাড়িতে যাব।

আরিফ: ওহ.. তাই বুঝি?

মিম : হুম তাই।

আরিফ ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা টেনে বলল: ঠিক আছে যাও তাহলে...

মিম সেখান থেকে একটু সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়ালো । মূলত সে আবির বা তানভীরের অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ আরিফ পিছন থেকে বলে উঠলো, কি হলো বাড়িতে যাবে না?

মিম রাগে কটমট করতে করতে বলল : সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না আপনি যেখানে যাওয়ার সেখানে যান।

আরিফ এবার হ্রাসবারি কণ্ঠে বলে উঠলো, কিন্তু তোমার আর আমার গন্তব্য যে এক।

মিম কিছু বুঝতে না পেরে আরিফের মুখের পানে তাকিয়ে আছে। কি বলছে এসব পাগলটা। আস্ত একটা সাইকো। আল্লাহ এত বড় একটা কাজিন হঠাৎ করে অবতরণ করছো। আমার উপর একটা ভালো কাজিন ও তো ফালাইতে পারতা।

হঠাৎ মীমের ভাবনায় বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আরিফ বলল: ভাবনা চিন্তা রেখে এবার বাইকে ওঠেন।

মিম তাকিয়ে দেখল, আরিফ আবিরের বাইকটিতে বসে আছে।

মিম বলে উঠলো: আপনি আবির ভাইয়ের বাইক কেন এনেছেন?

আরিফের শান্ত জবাব, তোমাকে বাড়ি নিতে।

মিম: আপনাকে কে বলেছে আমাকে নিতে আসতে।

আরিফ: তোমার আবির ভাইয়া।

মিম: আমি আপনার সাথে যাব না।

আরিফ: তাহলে রাস্তায় ই পড়ে থাকো। আমি যাচ্ছি।

হঠাৎ আরিফের ফোনটা বেজে উঠলো। আকলিমা খান ফোনের ওইপাশ থেকে আরিফ কে জিজ্ঞাসা করছে মীমকে পেয়েছে কিনা।

আরিফ বিচারের সুরে বলল: ছোট মামী... তোমার মেয়ে আমার সাথে বাড়ি ফিরবে না। সে দাঁড়িয়ে আছে।

আকলিমা খান: বাবা.. এটা ওর কাছে দাও তো।

আরিফ ফোনটা মিমের দিকে এগিয়ে দিয়ে ফিশফিশিয়ে বলল, শাশুড়ি আম্মা কথা বলবে। মিম রাগী একটা লুক দিয়ে আরিফের হাত থেকে ছো মেরে ফোনটা নিয়ে নিল।

মিম: হ্যালো আম্মু..

আকলিমা খান: কিরে.. তোর সমস্যা কি? আরিফের সাথে বাড়ি কেন ফিরছিস না।

মিম আমতা আমতা করে বলল: না.. মানে.. আম্মু..

আকলিমা খান মীমের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, চুপচাপ আরিফের সাথে বাড়ি ফিরে আয়। আমি রাখছি।

মিম রাগী রাগী দৃষ্টিতে আরিফের হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিয়ে বাইকের পিছনে গিয়ে বসলো।

মিম চুপচাপ গিয়ে আরিফের বাইকের পিছনে বসলো। আরিফ বাইকের লুকিং মিরোরে দেখলো, মিম পিছনে ধরে কোনরকমে বসে আছে। আরিফ মিমকে ধরে বসতে বলল। কিন্তু মিম কি কম ত্যারা। বলল: প্রয়োজন নেই। আপনার কাজ আপনি করেন।

আরিফ মিমের কথাটি শুনে সামনে তাকিয়ে চোখে সানগ্লাস দিল। হঠাৎ বাইকটি স্টার্ট দেওয়ায় মিম তার ব্যালেন্স ঠিক রাখতে না পেরে আরিফের কাঁধে হুমড়ি খেয়ে পরলো। মীম ভয় পেয়ে আরিফের কাঁধে এক হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরেছে। আরিফ লুকিং গ্লাসে মিমকে এক নজর দেখে মুচকি

হাসলো। একটু খোঁচা মেরে বলল: গরিবের কথা বাসি হলেও ফলে।

মিম মুখ বাঁকিয়ে অন্যদিকে ফিরে আছে। আরিফ তা দেখে আরেক দফা হেসে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল। সারা রাস্তা মীম আর কিছুই বলেনি।

মাহমুদা খানের সময়টা আজ বড্ড বেশি ভালো যাচ্ছে। নিজের বাপের বাড়ির পরিবারের সাথে সময় কাটাতে কার না বেশি ভালো লাগে।

দেখতে দেখতে সময় ৩ টার কাটায়। পাঁচ মিনিট হলো ফিরেছে। এসেই টুকটাক সবার সাথে কথা বলে ফ্রেশ হতে উপরে চলে গেছে।

মেঘ রুমে ঢুকেই দেখল আবির মাত্র গোসল করে তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে মুছতে ওয়াশরুম থেকে বের হচ্ছে।

মেঘ আবিরকে দেখে কিছুটা থমকে গেছে। তাকিয়ে আছে এক অদ্ভুত মোহ মায়াময় দৃষ্টিতে। আবিরের গালের হালকা ভেজা ভেজা ছোট চাপ দাড়ি গুলো মেঘকে যেন তার কাছে টানছে। আবিরের সামনের ভেজা চুল থেকে টুপটাপ বৃষ্টিধারার মতো জল গড়াচ্ছে। অদ্ভুত এক মায়া এই শ্যাম কালো পুরুষের

মুখে। যা দেখে চলন্ত হৃদয়টাও হঠাৎ ব্রেক ফেল করে ।

আবির মেঘের মুখের সামনে এক হাত নেড়ে বলে উঠলো: হ্যালো.. ম্যাম.. আপনি একটু হুসে ফিরলে আমার ব্ল্যাক বেল্টের ওয়াচটা খুঁজে দেন প্লিজ। খুঁজে পাচ্ছি না তো।

মেঘ নিশ্চুপ নয়নে তাকিয়ে আছে। আবি র এবার মেঘের কাজ ঝাকিয়ে বলল: মেঘ.. কি হল তোমার?

মেঘ একটু থতমত খেয়ে বলল : কই কিছু নাতো..

আবির মেঘকে পেছন ঘুরিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল: কি হয়েছে? শরীর ঠিক আছে?

মেঘ: হুম।

আবির: তাহলে এত চুপচাপ কেন?

মেঘ আবিরের দিকে ঘুরে গলা জড়িয়ে ধরে বলল: চুপচাপ না আপনাকে দেখছিলাম।

বলেই মেঘ লজ্জায় মাথা নুয়ে নিল। আবির জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তা কি দেখলে?

মেঘ নেশাতুর দৃষ্টি নিয়ে বলল: আপনার ভেজা ভেজা চুল.. খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর....

আবির: আর...

মেঘ লাজুক কণ্ঠে বলল: আর আপনার মায়াবী মুখশ্রী।

আবির হাসলো। মেঘের দু গালে হাত রেখে আবির কপালে চুমু দিয়ে মজার সুরে বলল: যাক.. জীবনে আর যাই করি না কেন... বউকে তো পাগল করতে পেরেছি। ধন্য এ জীবন ধন্য..

মেঘ লজ্জায় আবিরের বুকে মুখ লুকালো। হঠাৎ মেঘের কানে মিমের ডাক আসতেই, মেঘ আবিরের বুক থেকে মাথা তুলে বলল: আমি নিচে যাচ্ছি আপনিও আসুন।

বলেই মেঘ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল। আবির মেঘের যাওয়ার পানে তাকিয়ে আছে। আবির জানে, তার প্রিয়সি মাঝে মাঝেই এমন পাগলামি করে। তাই একটু মুচকি হেসে আলমারি থেকে জামা কাপড় পড়ে রেডি হয়ে নিচ্ছে।

ফুপ্পিদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে , একটু রাকিব আর রাসেলের সাথে দেখা করতে যাবে সে। অনেকদিন হলো অফিসের বাইরে তাদের আড্ডা দেওয়া হয় না। মেঘ নিচে গিয়ে দেখল, আজকে কেউই দুপুরে খাওয়ার পর রুমে রেস্ট করতে যায়নি। সবাই

মাহমুদা খানের সাথে আড্ডায় ব্যস্ত। মেঘও সেখানে গিয়ে শামিল হলো।

মেঘ আর বন্যা মাহমুদা খানের দুই পাশে বসে আছে। মিম এসে বলল: দেখি দেখি একটু সাইট দাও.. আমিও ফুপ্পির কাছে বসতে চাই। সব আদর কি তোমরাই খাবে?

পাশ থেকে আরিফ আস্তে আস্তে বলে উঠলো: আমার বউ হয়ে যাও.. সারা জীবনের মতো আমার কাছে রেখে দিব.. আমার মায়ের আদর খাবে।

কিন্তু মিম মনে হয় তা শুনতে পাইনি। আর শুনতে পাবেই বা কি করে, এত মানুষের ভিড়ে আরিফ তো কথাটা আস্তে আস্তেই বলেছে যেন কেউ শুনতে না পায়।

মেঘের নজর সিঁড়ির দিকে পড়তেই লক্ষ করল আবীর নামছে। ব্ল্যাক প্যান্ট এর সাথে একটা হোয়াইট টি শার্ট। চুলগুলো জেল দিয়ে সেট করা। হাতে একটা ব্লাক ওয়াচ। চোখে সানগ্লাস এটে ফোনে কথা বলতে বলতে নামছে।

মেঘ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার মন আজও পুরনো দিনের মতো একটা গানই গেয়ে ওঠলো,

"দৃষ্টিতে যেন সে রাজপুতিন,
খুন হয়ে যায়, আমি চিরদিন।
নামধাম জানিনা, তার কিছু,
তবুও নিলাম আমি , তার পিছু।
কালো সানগ্লাসটাই কেন এত সুখ?
হেই যুবক....."

মাহমুদা খানের কণ্ঠে মেঘের ঘোর কাটলো। মেঘ নিজের মাথায় নিজেই থাপ্পর দিয়ে বলল: তুই আর মানুষ হবি না..

বন্যা মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল: কিরে তোর আবার কি হলো?

মেঘ: কই কিছু না...

বন্যা: তুই আমার থেকে কথা লুকাচ্ছিস মেঘ? তোকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। সত্যি করে বলতো,, তুই কি আমার ভাসুর কে দেখে আবার ক্রাশ ট্রাশ খাইছোস নাকি??

মেঘ একটু ভাব নিয়ে বলল: আমার জামাইকে দেখে ক্রাশ খাবো না তো তোকে দেখলে ক্রাশ খাব।

ইতিমধ্যেই আবির নিচে নেমে এসেছে। মালিহা খান বলে উঠলো: কিরে কোথাও যাচ্ছিস নাকি?

আবির: জ্বী আম্মু.. রাকিব রাসেলদের সাথে দেখা করতে যাব।

মাহমুদা খান আবির কে বলল: রেডি হয়ে এসেছিস ভালো হয়েছে। মেঘ, বন্যা ও মিম সবাইকে আমি আজকে নিয়ে যেতে চাই । সাথে তুইও চল। কয়েকটা দিন ওই বাড়ি থেকেই অফিস করিস।

আবির কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বলল: ফুপ্পি.. তুমি বন্যা আর মিমকে নিয়ে যাও মেঘকে নিয়ে আমি বৃহস্পতিবার চলে যাব। জানোই তো ও শরীর ভালো থাকে না।

মিম বলে উঠলো: না ভাইয়া.. আমরা মেঘ আপুকে ছাড়া কোথাও যাব না। আমরাও বৃহস্পতিবারই যাব।

এবার মনে হয় বন্যা ও একটু সাহস পেল। বলে উঠলো ফুপি আম্মা.. আমার মেঘের সাথেই একেবারে যাই?

মালিহা খান উঠে গিয়ে আবিরের কান টেনে ধরল। বলল: বাড়ির খুব বড় কর্তা হয়ে গেছিস তাই না? আমার ভাইজানের উপর দিয়ে যাচ্ছিস।

আবির : উফ.. শব্দ করে বলে উঠলেন: আমি আসার সময় আব্বু চাচ্চুর সাথে কথা বলে এসেছি।

আবির মাহমুদা খান কে বলল: ফুপ্পি_ মেঘ আমাকে আগেই জানিয়েছিল যে, তুমি ওদের নিতে এসেছ এবং বাকি সবাইকে শুক্রবার যেতে বলেছো। আমি তাই আসার সময় আব্বু চাচ্চুর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে এসেছি। তারাও আমার সাথে একমত। তারাও চায় ওরা বৃহস্পতিবার যাক আর বাকিরা শুক্রবার পৌঁছে যাবে ইনশাল্লাহ।

মাহমুদা খান কিছুটা মন খারাপ করে বলল: ঠিক আছে তাই হবে।

আবির উঠে গিয়ে মাহমুদা খানের সামনে ফ্লোরে হাঁটু গেড়ে বসে, মাহমুদা খানের হাতটাকে তার নিজের হাতে নিয়ে শীতল কণ্ঠে বললো: প্লিজ ফুপ্পি, মন খারাপ করোনা। বৃহস্পতিবার ওদেরকে নিয়ে আমি সকাল সকাল পৌঁছে যাব। ইদানিং অফিসের কাজে আমি প্রচুর ব্যস্ত থাকি। এই সময় মেঘকে নিয়ে আমি

আর বারতি কোন টেনশন করতে চাই না। প্লিজ একটু বোঝার চেষ্টা করো।

মাহমুদা খান মুখে হাসি এনে বললেন, ঠিক আছে বাবা.. তুই কিন্তু বৃহস্পতিবার ওদেরকে নিয়ে সকাল সকালই চলে যাবি। আমাকে যেন বারবার কল দিতে না হয়।

আবির হাসলো। পেছন থেকে আরিফ মাহমুদা খানের কাঁদে এক হাতে রেখে বলল: আম্মু তুমি একটুও টেনশন করো না। ভাইয়া যদি যেতে লেট করে আমি নিজে এসে ওদেরকে নিয়ে যাবো।

এ পর্যায়ে সকলে ই একটু হাসলেন। আবির ও মাহমুদা খান উঠে দাঁড়ালো। মাহমুদা খান সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবার রওনা হবে। আবিরও যাচ্ছে তাদের পৌঁছে দিতে। অবশ্য মাহমুদা খান অনেকবার আবিরকে মানা করেছে। কিন্তু আবির শুনতে নারাজ ।

আরিফ ও একে একে সবার থেকে বিদায় নিয়ে মিমের কাছে গেল। একটু কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বললো : জান_ আর মাত্র কয়েকটা দিন। আমার বাড়িতে গেলে তোমাকে না রাখতে

পারলেও তোমার মনটাকে ঠিকি রেখে দেবো। মিম মুখ বাঁকিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। আরিফের এসব ফাজলামি কথা শুনে রাগী রাগী লুক নিয়ে আরিফের দিকে তাকাল। আরিফ মিমের দিকে তাকিয়ে চোখ মেরে বলল: লাভ ইউ।

মিম আরিফের কর্মকান্ড দেখে চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে আছে। এক নজর আশেপাশের সবার দিকে তাকিয়ে, আরিফের যাওয়ার পানে দেখলো। নির্লজ্জ লোক একটা , মুখে কিছুই আটকায় না মনে মনে বলে উঠলো মিম।

আবির মাহমুদা খানকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে জান্নাতের সাথে কয়েকটা কথা বলেই বের হয়ে আসলো। রাকিব লিমন,রাসেল, মোবারক তার জন্য অপেক্ষা করছে।

প্রায় সন্ধ্যা ছয়টা বাজে। বন্যার মনটা কিছুটা ছটফট করছে। বিয়ের পর গত এক সপ্তাহে তানভীর তার কাছাকাছি ছিল সব সময়। আজ থেকে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে গেছে তানভীর। তানভীর একটা সরকারি চাকরি করে। প্রতিদিন পাঁচটায় তার অফিস ছুটি হয়ে যায়। এখন সময় সন্ধ্যা ছয়টার কাটায়।

বন্যা যখন এসব ভাবনায় মগ্ন। তখনই একটা শক্ত পুরুষালি হাত তার কোমর পেঁচিয়ে ধরল। মুহূর্তেই বন্যার শরীরটা ভয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। বন্যার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে চাইতেই তার গালে ভেজা ভেজা চুলের শীতল স্পর্শ ঠেকলো। শরীর থেকে ছুটে আসছে অন্যরকম এক গ্রান, যে গ্রান বন্যার অতি পরিচিত। এই গ্রান কোনো দামি পারফিউমের নয়। এই গ্রান তার প্রিয় পুরুষ তানভীর খানের।

বন্যা বুঝতে পেরে আবেশে চোখ বন্ধ করে নিলো। তানভীর তার ভেজা গাল গুলো বন্যার গালের সাথে ঠেকিয়ে বলে উঠলো: মিস ইউ বউ..

বন্যা একটু লাজুক হেসে বলল: মিস ইউ টু।

বন্যা এবার তানভীরের দিকে ঘুরে গলা জড়িয়ে বলল: কখন এসেছেন আমি দেখিনি তো।

তানভীর মুচকি হাসে বলল: তুমি রান্না ঘরে ছিলে।

বন্যা: ওহহহ.. এবার ছাড়েন। চা বা কফি আনব?

তানভীর: না.. আমি বের হবো একটু । আবির ভাইয়া অপেক্ষা করছে।

বন্যা: ওহ.. ঠিক আছে।

তানভীর: বন্যা শুনো..

বন্যা: হুম..

তানভীর: বনু কই?

বন্যা: রুমেই আছে হয়তো।

তানভীর: বনুর একটু খেয়াল রেখো। মেয়েটা একটু বেশিই চঞ্চল। জানি, ভাইয়া একাই এনাফ বনুর জন্য। কিন্তু ভাইয়ার অনুপস্থিতিতে ও সারাক্ষণ তোমার সাথেই থাকে।

বন্যা তানভীরের বাহু জড়িয়ে কাঁধে মাথা রেখে বলল: আপনি নিশ্চিত থাকেন।

তানভীর হেসে বন্যার কপালে গভীর চুমু একে দিয়ে বলল: আমি আসছি।

বন্যা বিদায় জানাল। এবার বন্যা মেঘের রুমে গেল।

বন্যা: ননদিনী আসবো ?

মেঘ : তোকে কতবার বলবো , আমার রুমে আসার জন্য পারমিশনের প্রয়োজন নেই।

বন্যা হেসে বলল: যদি আবির ভাইয়া রুমে থাকতো?

মেঘ বলল: তো কি হয়েছে?

বন্যা : বাদ দে এসব।

মেঘ মিটিমিটি হেসে বলল: বেবি.. হানিমুন কেমন গেল?

বন্যা অন্যদিকে ফিরে মুচকি মুচকি হাসছে।

মেঘ: কিরে বন্যা এদিকে ফির..

বন্যা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। মেঘ আবারো ডাকলো।

এবার বন্যা ফিরে বলল: ভালো।

মেঘ: আমি তাড়াতাড়ি ফুপ্পি হবোতো?

বন্যার মুখ টা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। মেঘ হেসে বলল: হয়েছে আর লজ্জা পেতে হবে না। বন্যা একটু স্বাভাবিক হয়ে বলল: বৃহস্পতিবার নিয়ে তোর কোন প্লান আছে?

মেঘ: হুম আছেতো।

বন্যার আর মেঘ টুকটাক গল্পগুজব করে আবারো নিচে ড্রয়িং রুমে চলে গেল।

এদিকে আবির একটা চায়ের দোকানের সামনে বসে মোবারক, রাসেল, লিমন, রাকিব, তানভীর সবার সাথে আড্ডায় মগ্ন। মোবারক তানভীর কে বলে ওঠলো: কিরে তানভীর.. হানিমুন কেমন কাটলো?

তানভীর একটু হেসে বলল: হানিমুন যেমন কাটে।

রাকিব: এভাবে বলছিস কেন? একটু ডিটেলসে বল..

তানভীর: উফফ.. আর হানিমুন; বউ তো আমাকে দেখলেই পালাই পালাই করে।

তানভীরের মুখ থেকে এমন অসহায় বাক্য শুনে আবিরসহ সকলেই হো হো করে হাসতে থাকলো।

আবির হাসি থামিয়ে বলে উঠলো: বিয়ের আগে তোকে সব সময় সাবধান করেছিলাম, বন্যার সামনে কখনো অতিরিক্ত রাগ দেখাস না। এই রাগের প্রতিক্রিয়া বন্যার মেয়েলি মনেও পড়বে। কিন্তু তুই কথা শুনিসনি। ওর সামনেই বারবার তামিম আর মিনহাজের উপর রাগ দেখিয়েছিস। এবার ঠেলা সামলা শালা..

তানভীর: শালা না আমি তোমার সমন্ধি, সম্মান দিয়ে কথা বল।

আবির চোখ দুটো ছোট ছোট করে তানভীরের দিকে তাকিয়ে বলল: সমন্ধি ভাই আপনাকে তো আগেই বলেছি, পার্সোনালি দেখা করবেন.. আপনাকে সম্মানের চুড়ায় পৌঁছে দিব।

একথা শুনে এবার ও সবাই হেসে দিল।

হঠাৎ আবির বলল: তোরা থাক.. আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। আমার বউ অপেক্ষা করছে।

রাকিব অবাক কণ্ঠে বলল: বাড়িতে কি তোর একাই বউ আছে আমাদের নেই? উফফ.. আবির... তুই বিয়ের আগেও এমন করতি। তখন না হয় বুঝতাম, মেঘকে হারানোর ভয়ে ওর আশেপাশে থাকার চেষ্টা করতি সব সময়। তাছাড়া মেঘ সকলের আড়ালে দাঁড়িয়ে তোর জন্য অপেক্ষা করত। তাই তুই ওর অপেক্ষা আর বাড়াতে চাস নি। কিন্তু এখন কি?

আবির: কিন্তু এখন আমার বউ সদর দরজার দিকে তাকিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করে। তাই আমাকে যেতে হবে।

সময় ছুটে চলে তার নিজ গতিতে। দেখতে দেখতে আজ বৃহস্পতিবার। আবির আজকে অফিসে যায়নি। সকাল থেকেই মাহমুদা খান বারবার ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, আবির কখন মেঘদের নিয়ে আসছে? আবির ও জানালো: দুপুরের আগে পৌঁছে যাবে। তানভীর অফিস ছুটি হওয়ার পর ডিরেক্ট ফুপ্পির বাসায় যাবে। কিছুক্ষণ আগেই মেঘ ,বন্যা, মিম রেডী হয়ে নিচে নেমে এসেছে। আবির সকালে একটু বেরিয়েছিল । কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ফিরেই রুমে গিয়ে তৈরি হয়ে নিচ্ছে।

হঠাৎ সবাই খেয়াল করলো। আবির আর আদি একই রকম পাঞ্জাবি পড়ে গলায় সানগ্লাস ঝুলিয়ে নিচে নেমে আসছে। মেঘ , মিম ,বন্যা তো অবাক। আবির কিভাবে জানলো মেঘদের পূর্ব পরিকল্পনা।

মেঘ, মিম আর বন্যা প্লান করেছিল যে আজকে একই রকম ড্রেস পড়ে সবাইকে অবাক করে দিবে। তাই সকলের অগোচরে অনলাইন থেকে তিনটা ড্রেস অর্ডার করে ও এনেছে। ওরা এখন সেই ড্রেস পরেই অবাক হয়ে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু একি! আবির ভাই তো নিজেই ওদের অবাক করে দিয়েছে। আবির নিচে নেমে এসে মেঘের সামনে দাঁড়িয়ে মেঘের হা হওয়া মুখটা আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে দিল। সকলেই মুখ টিপে হেসে দিল।

ওরা রওনা হলো মাহমুদা খানের বাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছেও গেল। মাহমুদা খান তো ওদের দেখে মহা খুশি। আরিফ মিমের সামনে দাঁড়িয়ে সকালে উদ্দেশ্যে মিমের দিকে তাকিয়ে বলল: ওয়েলকাম ম্যাডাম ..

মিম জানে কথাটা আরিফ ওকে উদ্দেশ্য করেই বলেছে। মিম মুখ বাঁকিয়ে মাহমুদা খানের কাছে চলে

গেল। আরিফের ঠোঁটের কোণে দেখা গেল বাঁকা হাসির রেখা।

জান্নাত এসে একে একে মিম বন্যা মেঘকে জড়িয়ে ধরল। ইতিমধ্যে আইরিন ও রুম থেকে বেরিয়ে দৌড়ে এসেছে। আজ বৃহস্পতিবার হওয়ায় আসিফ বাড়িতে নেই।

মাহমুদা খান ওদের সবাইকে ভিতরে নিয়ে গেল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করার পর সবাই কিছুটা রেস্ট নিয়ে আবার আড্ডায় বসেছে। মেঘতো রেস্ট করতে যেতেই চায়নি। আবির এক প্রকার মেঘকে জোর করেই নিয়ে গেছে। সর্বদা মেঘের প্রতি আবির যত্নশীল। কিন্তু বর্তমানে যত্নের পরিমাণটা যেন আর বেড়ে গেছে। আজকাল কোনো কারণেই আবির মেঘের উপর রাগ দেখায় না।

নিজেকে সর্বদাই শান্ত এবং ধৈর্যশীল রাখার চেষ্টা করে। আবির সব সময় চায় তার অষ্টাদশী হাসিখুশি মুখে থাকুক। কিন্তু বর্তমানে মেঘের এতটাই মুড সুইং হয় যে তার মুড আবির নিজেই বুঝতে পারেনা। মেঘের মুডের অবস্থা এখন এই ভাল এই খারাপ।

এই যে কিছুক্ষণ আগের কথা...

মেঘকে দুপুরে খাওয়ার পর রেস্ট এর জন্য আবির রুমে আসতে বলায় এখন মেঘের মন খারাপ। অন্যদিকে ঘুরে শুয়ে আছে, আবিরের দিকে তাকাচ্ছেই না। আবির জোর করে মেঘকে নিজের দিকে ফিরিয়ে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে।

বন্যা আর মিম এক রুমে আছে। দুজনের গল্পের মাঝেই হঠাৎ ঝংকার তুলে বন্যার ফোনটি বেজে ওঠলো। বন্যা ফোন টি হাতে নিয়েই দেখল তানভীর কল দিয়েছে। তাই ফোন নিয়ে বেলকনির দিকে গেল। বন্যার কাণ্ডে মিম মিটিমিটিয়ে হাসছে।

বন্যা: আসসালামু আলাইকুম।

তানভীর মৃদু হেসে উত্তর দিল, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি করছো?

বন্যা: তেমন কিছু না। মিমের সাথে গল্প করছিলাম।

তানভীর: ওহ.. খেয়েছো?

বন্যা: হুম.. একটু আগে ই। আপনি খেয়েছেন?

তানভীর: হুম..

ওদের কথাপকথনের মাঝখানে মিম বলে উঠলো: বউ মনি.. তুমি কথা বলো আমি একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসছি। বন্যা ইশারায় জানালো ঠিক আছে।

মিম ছাদের দিকে চলে গেল। মাহমুদা খানদের বাগানে নানা ধরনের ফুল। দেখেই মনটা জুড়িয়ে যায়। গোলাপ, গাঁদা, কাঠগোলাপ, হাসনাহেনা, জবা সহ রংবেরঙের ফুল। মিম আলতো আলতো করে ছুঁয়ে দিচ্ছে সকল ফুলগুলোকে।

মেয়ে একটা গোলাপ ছিড়তে যাবে, ঠিক তখনই কেউ করকশ কণ্ঠে বলে উঠলো: এই মেয়ে ফুল ছিড়ছো কেন?

হঠাৎ করে এই দুপুর বেলা ছাদে কারো কণ্ঠ পেয়ে মিম ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত মিমের মুখ চেপে ধরল। মিম ভয়ে চোখ খিচে আছে।

আরিফ মিমের ভয়ার্ত মুখের পানে দৃষ্টি রেখে বলে উঠলো: দিনের বেলায় আমাকে দেখলে তোমার এত ভয় লাগে? তাহলে রাতে.... এটুকু বলেই আরিফ খেয়াল করল মিম পিটপিট করে তাকাচ্ছে। মিম চোখ খুলে দেখলো আরিফ ঘোর লাগা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মিম আরিফের চোখের পানে তাকিয়ে ভয়ার্ত চোখে জিজ্ঞাসা করলো আ_ আ_ আপনি?

আরিফ একটু রহস্যময় হেসে বললো: হুম আমি। ভয় পেয়েছো জান?

মিম নিজেকে একটু সামলে দাঁত খিচিয়ে বলে উঠলো: ভয় পাবো কেন? আর আপনি কোথা থেকে একটু পর পর উদয় হন বলুনতো?

আরিফ: তোমার হৃদয় থেকে... তোমার অন্তর থেকে..

মিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: পাগল লোক...

আরিফ: আমি পাগল না তুমি পাগলি.. কারণ তুমি বুঝতে পারো না যে তোমার ভেতরেই আমি উদয় হই আবার তোমাতেই অস্ত যাই। তুমি কবে তোমার মনের কথা শুনবে বলতো?

মিম এবার রেগে মেগে বলল: এই.. আপনাকে কে বলেছে যে আমি আমার মনের কথা শুনি না?

আরিফ: শুনো বুঝি??

বলতে বলতেই আরিফ কিছুটা মিমের সামনে চলে আসলো। মিম ও আরিফের সাথে তর্ক করতে করতে পিছনে পিছচ্ছে..

হঠাৎ ই আরিফ মিমের পেছনের ছাদের কার্নিশে দুই হাত রেখে বলল: মিম.. আর না..

মিম একটু পেছনে ঘুরে দেখলো: ও আস্তে আস্তে ছাদের একেবারেই কিনারে চলে এসেছে। বুঝতে পেরে ই একটা ভয়ার্ত ঢুক গিললো।

আরিফ মিম কে এক টান দিয়ে সামনের দিকে ঘুরিয়ে বলল: জান.. একবার আমার হয়ে যাও.. সারা জীবন যত্ন সহকারে রেখে দিব। যত খারাপ পরিস্থিতি ই আসুক কখনোই তোমার হাত ছাড়বো না।

মিম সামনের আকাশের দিকে ফিরে তাকিয়ে আছে। আর আরিফ পেছন থেকে তার দুই বাহু ভেতরে মিমকে রেখে ছাদের কার্নিশে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে । মিমের গায়ে আরিফের একটু স্পর্শ ও লাগছে না। তবুও মিমের হাত পা যেন অসাড় হয়ে আসছে। শরীরটা যেন মৃদু মৃদু কাঁপছে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে মিম বলে উঠলো: ছা_ছা_ছাড়ুন আমায় যেতে দিন।

আরিফ একটু নেশালো কণ্ঠে বললো: একবার আমার হয়ে যাও না মিম.. তুমি বিহনে আমার এই একাকীত্ব আমাকে আগুনের চেয়েও মারাত্মক দহনে দহন করে । তোমাকে ছাড়া আমি আর বাঁচতে পারছি না।

মিম নিজেকে ছাড়ানোর উদ্দেশ্যে আরিফের দিকে ফিরে দাঁড়ালো। চোখ পরল আরিফের কামুক নেশালো দৃষ্টিতে..

আজ আরিফকে একটু অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে কোন একটা ঘোর আরিফ কে যেন ঘিরে রেখেছে।

মিম কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁকা করতেই, আরিফ মিমের ঠোঁটে এক আঙ্গুল ছোঁয়ালো..

মিম লক্ষ্য করল, আরিফের চোখ দুটো আজ ঘোলাটে। মনে হচ্ছে সারারাতও ঘুমায়নি। কেমন একটা নেশাক্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে মিমের মুখের পানে।

মিমের হঠাৎ ই মনে হলো: আরিফ তার মুখের দিকে ঝুকে আসছে..

মিম অন্যদিকে ফিরে চোখ খিচে বন্ধ করে রেখেছে..

তারপর কি ভাবলো কে জানে, উত্তেজিত হয়ে আরিফের গালে ঠাস করে কষিয়ে একটা চর বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ই ছুটে পালাতে চাইলো..

কিন্তু আরিফের পুরুশালী একটা হাত মিমের আরেক হাত টেনে ধরলো..

আরিফ মিমের দিকে না তাকিয়েই সামনের দিকে ফিরে বলল: মিম তুমি আমায় চিনতে পারলে না.. যখন তুমি আমাকে বুঝবে, পাওয়ার জন্য বারবার খুঁজবে.. হয়তো তখন আমি আর তোমার জীবনে একজিস্ট ই করবোনা। বলেই মিমের হাতটাকে ছেড়ে দিল। মিম ও ছোটে নিচে চলে গেল।

আরিফ এক নজরে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: তুমি কি করে আমাকে এতটা নিচ ভাবতে পারলে.. আমি তো শুধু তোমার কপালে কপালটা ছোঁয়াতাম...

দুপুরের কড়া রোদের পাশাপাশি মানুষের শরীরের ছায়াটাও যেন বিদায় নিয়েছে। একটা ঘর্মাত্মক দুপুর পার হয়ে ধরনীতে দেখা দিয়েছে এক স্নিগ্ধ বিকেল। দুপুরের ঘটনার পর মীম আর বাহিরে বের হয়নি। যদি চোখে চোখ পড়ে যায় আরিফের সেই ভয়ে।

মিম জানে আরিফ তাকে কিছুই বলবেনা এমনকি বাড়ির কাউকেও এই ব্যাপারে অবগত করবে না। তাও এক অনাকাঙ্ক্ষিত ভয় যেন তাকে ঝাকিয়ে ধরেছে।

মিমের কি এক অদ্ভুত বিশ্বাস আরিফের প্রতি। মিম জানে আরিফের দ্বারা তার কোন ক্ষতি কোন কালেই সম্ভব নয়। দুপুরের এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি মিমকে এখনো তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সেটা কি একমাত্র আরিফের প্রতি ভয়? না.. সেটা কেবলই অপরাধবোধ।

আরিফের প্রতি মিমের আকর্ষিক কর্মকাণ্ড.. আরিফের পাশাপাশি মিমকেও এক অদ্ভুত দহনে পোড়াচ্ছে। আরিফ কি তা জানে? হয়তো না আবার হয়তো হ্যাঁ। সদ্য যৌবনে পা দেওয়া কিশোরী মিম নিজের মনটা অনেক আগেই আরিফের নামে লিখে দিয়েছে.. কিন্তু কি লজ্জা! এই কথা তার মন স্বীকার করলেও তার মস্তিষ্ক মানতে চায় না।

কি করেই বা মানবে? দীর্ঘ ২৭ বছর আগে এই একই প্রেম ঘোরের কারণে এই বাড়ির একমাত্র আদরের মেয়ের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছিল খান বাড়ির। আবির আর মেঘ আপু এই বাড়ির ই ছেলে মেয়ে। তাদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে আলাদা। কিন্তু মিম.. আরিফকে ভালোবাসলে যদি ফুপ্পির সাথে আবারো সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। তাহলে তো ফুপ্পি

ভিতর থেকে এবার শেষ হয়ে যাবে। সেই কলঙ্ক মিম নিজের কাঁধে কখনোই নিতে পারবে না।

মেয়ে মানুষ অল্প বয়সেই যেন নিজের ম্যাচিউরিটির পরিচয় দেয়। এই কিশোরী যেন তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। হয়তো আরিফ তা ভাবছে না, তাই এক গভীর সম্পর্কে নিজেকে আটকাতে চাচ্ছে। আবার এটাও হতে পারে আরিফ ও একই চিন্তায় বিভোর কিন্তু তার মন তা মানতে চায় না।

এত কিছু হিজিবিজি ভাবনার মাঝে বাহিরের ড্রয়িং রুমের শোরগোল শুনে মিমের ধ্যান মগ্ন হলো। সবার কথা একত্রে ড্রয়িং রুমে শোনা যাচ্ছে। মীম ছুটে গেল ড্রয়িং রুমে। দেখলো তানভীর এসেছে। তাকে নিয়েই আদি খুশিতে হইচই করছে। আবির ভাইয়া, মেঘ আপু, বউমনি, আদি, ফুপ্পি, জান্নাত আপু, আইরিন সহ সকলেই সেখানে উপস্থিত। কিন্তু তাও যেন মিমের চোখ অন্য কাউকে খুঁজছে।

মিমের চোখ দুটো ব্যাকুল। অস্থির নয়নে ড্রয়িং রুমের চারদিকে তাকিয়ে আরিফ কে খুজলো।

কিরে মিম এত দূরে কেন দাঁড়িয়ে আছিস? এদিকে আয়.. বলেই হাক ছেড়ে ডেকে উঠলো তানভির। মীম

হকচকিয়ে বলল: আসছি ভাইয়া। বলেই সকলের সামনে গেল মিম।

হঠাৎই মেঘ বলে উঠলো.. মিম... তোর চোখ মুখ এমন ফুল আছে কেন... তোর কি শরীর ঠিক আছে?

মিম কিছুটা থতমত খেয়ে বলল: ইয়ে.. মানে.. হ্যা আপু। আমি ঠিক আছি। পাশ থেকে বন্যা বলে উঠলো: আমার ছোট ননদিনীর মুখটা এত বিষন্ন কেন দেখাচ্ছে? মিম মুখটাকে একটু কাচুমাচু করে বলল: আসলে বউ মনি ঘুমিয়ে ছিলাম তো.. হয়তো তাই একটু অন্যরকম লাগছে।

তোমরা কি শুরু করলে বলতো, এই মিম আমার পাশে এসে বস । বলে উঠলো তানভির।

পড়ন্ত বিকেলের রক্তিম তাপহীন সূর্যকে বিদায় জানিয়ে, অন্তরীক্ষকে রংবেরঙের আবিরে সাজিয়ে ধরণীতে নেমে এলো সন্ধ্যা। মাহমুদা খানদের বাড়িটা সবসময়ই জমজমাট থাকে । আইরিন ,জান্নাত, আসিফ, আরিফ সবাই যেন বাড়িটাকে মাতিয়ে রাখে। এর মাঝে জুটেছে আজ খান বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ ছোট সদস্যরা। তারাও হৈচৈয়ে কোনো দিক থেকে কম

নয়। সকলে একত্রে ড্রয়িং রুমে বসে জমিয়েছে সন্ধ্যার আসর।

মাহমুদা খান তার হেল্পিং হ্যান্ড এর উদ্দেশ্যে বলে উঠলো: সকলের জন্য চা নাস্তা তৈরি করতে।

চায়ের সাথে সাথে সন্ধ্যার আড্ডাটা বেশ ভালোই জমবে মনে হয়। আবির কখন থেকে নিজের ফোনটা হাতে নিয়ে স্ক্রল করে যাচ্ছে। হঠাৎই মেঘ সকলের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো: চলো আমরা সবাই কোন খেলা খেলি।

মেঘের হঠাৎ প্রস্তাব শুনে সকলে সায় দিলেও আবির আর মিম সায় দিল না.. মেঘের এই সময় খেলার কথা শুনে আবির কখন থেকে ভ্রু কুঁচকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে। হঠাৎই তার চেহারা টা যেন বড্ড গুরু গম্বীর হয়ে উঠলো। কিন্তু মেঘ তো তা লক্ষই করেনি।

মেঘ তো মিমের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত। কিরে মিম.. তুই খেলবি না কেন? তোর আজ আবার কি হলো বলতো.. বলেই প্রশ্নের তীর ছুঁড়ে দিল মিমের দিকে। মিম একটু ইতস্তত কণ্ঠে বলে উঠলো: না আপু তেমন কিছুই না।

মেঘ চোখ ছোট ছোট করে মিমের মুখপানে তাকিয়ে আছে। বলল: তোর মতি গতি আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না। এই ভালো তো এই খারাপ। অসুখ টা কোথায় তোর মনে নাকি শরীরে?

মেঘের দুষ্টুমি বুঝতে পেরে মিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এবার মেঘ একটু কটুক্তির সুরে বলে উঠলো: বুঝেছি.. তোর জন্য একটা ডাক্তার জামাই লাগবে। মিমকে বলা মেঘের এরকম কথা শুনে সবাই হুহু করে হেসে দিল

stop it. এখানে কোন খেলা হবে না। তুমি মিমকে কেন জোর করছো ?যেখানে তুমি নিজেই খেলতে পারবে না। বলেই মেঘের মুখপানে কটমট করে তাকালো আবির।

মেঘ মনে হয় একটু ভয় পেল। হ্যাঁ ভয়.. এই জিনিসটা এক সময় সে রোজ পেতো। মাঝখানের দু এক বছরে আবিরের রাগ যেন সে ভুলেই গেছে।

মেঘ একটু কাঁদো কাঁদো মুখ নিয়ে আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে বলল: আপনি কেন এমন করছেন? সবাই মিলে একসাথে খেললে মজা হবে অনেক। বন্যা ,তানভীর, জান্নাত সকলেই যেন নীরব দর্শক।

আবিরের নজর মেঘের কাঁদো কাঁদো মুখের দিকে পড়ায় তার চেহারার গাম্ভীর্য যেন তাৎক্ষণিক সে পাল্টে আন্তরিক অবস্থায় ফিরে এলো। মেঘের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল তুমি কেন এই মুহূর্তে খেলাধুলা এগুলোতে এত আসক্ত হচ্ছ ।তুমি কি জানো না এই সময় তুমি নিজেকে নিয়ে এত লাফালাফি করলে আমাদের বেবি কষ্ট পাবে। আবিরের এবারকার শান্ত কথা শুনে মেঘ চোখ মেলে আবিরের চোখের দিকে তাকালো। আহা.. কি শান্ত সেই দৃষ্টি। একটু আগের রাগী চেহারাটা যেন তার ই নয়।

আসলে একটু আগে যখন আবির ফোন স্ক্রল ছিল তখনই খবর পেল। আজ অফিসে একটা ছোটখাটো ঝামেলা হয়েছে। সেটা নিয়েই মূলত আবিরের মেজাজ গরম। হয়তো অন্য কারোর উপরের রাগটা ভুলে ভুল জায়গায় দেখিয়ে ফেলেছে। আবির মেঘকে শান্ত করতে চাইলো।

শান্ত হওয়ার বিনিময়ে মেঘ আবিরের বাহু জড়িয়ে আবারও বলে উঠল: আপনি কেন এত রাগ করছেন?

আমরা তো ট্রুথ এন্ড ডেয়ারও খেলতে পারি। আবির একটু চুপ করে থেকে বলল: ঠিক আছে খেলো বাট আমাকে ডাকবে না এসবে। তানভীর আবিরের হাত জড়িয়ে বলল ভাইয়া তুমি না থাকলে খেলায় কোন মজা আসবে না। বলেই জোর করে মেঘের পাশে বসিয়ে দিল আবিরকে।

আবির মেঘের পাশে বসেই লক্ষ্য করল মেঘের মন খারাপ হয়ে গেছে। সকলের অগোচরে আবির মেঘের এক হাত শক্ত করে ধরে আছে এখনো।।

আবির আস্তে আস্তে মেঘকে বুঝালো। জানালো যে অফিসের কাজে ডিস্টার্ব থাকার কারণে মেজাজটা হঠাৎই চরে গিয়েছিল। এবার মেঘের মুখটা একটু শিথিল হয়ে আসলো।

পাশ থেকে জান্নাত বলে উঠলো: এইযে ভাইয়া আর ভাবি.. আপনাদের প্রেম করা শেষ হলে খেলায় মনোযোগ দিন..

আবির আর মেঘ একটু হাসলো। মনোযোগ দিল খেলায়। কিন্তু মিমের মন যেন আজ তার কাছেই নেই। যদিও থাকে তার মন আজকাল তার কথা না শুনে যেন অন্য পুরুষের কথা শুনছে। এই যে এখন

মস্তিষ্ক বলছে তাকে আর খুঁজবো না। কিন্তু মন বারবার বলে উঠছে কোথায় সে ... ড্রয়িং রুমে এত মানুষের ভিড়ে কেন সে নেই।

ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ মিমের কানে সকলের চিৎকার ভেসে আসলো; চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল বোতলটা ঘুরে আবিরের দিকে ফিরে আছে। জান্নাত বলে উঠলো: প্রশ্ন আমি করব? ভাইয়া ট্রুথ নাকি ডেয়ার?

আবির: ট্রুথ...

জান্নাতের প্রশ্নে আবির ট্রুথ বেছে নেওয়ায় সবাই অ....অ.... বলে চিৎকার দিয়ে উঠলো। থাম এবার তোরা। কি বলতে হবে সেটা বল.. শান্ত মুখে বলে উঠলো আবির।

জান্নাত বলে উঠলো: আমি বলব.. আমি বলব..

আইরিন বলল: উফফসস.. ভাইয়া.. ট্রুথ কেন নিলা ডেয়ার নিতে পারলে না।

আবির কপাল কুঁচকে আইরিনের দিকে তাকিয়ে বলল : কেনো??

আইরিন মিন মিনিয়ে বলল: তাহলে তো তোমাকে দিয়ে অন্য একটা টাস্ক কমপ্লিট করাতাম।

আইরিনের কথাটা ঢাকা পড়ে গেল তানভীরের স্বরে: হয়েছে.. হয়েছে.. ভাইয়ার পছন্দ হয়েছে তাই ট্রুথ নিয়েছে, তাতে এত প্রশ্ন কিসের?

আবির জান্নাতের দিকে তাকিয়ে বলল: জান্নাত.. কি প্রশ্ন করতে চাও করো..

আবিরের কথায় এবার যেন সবাই একটু স্বাভাবিক হয়ে আসলো। জান্নাত বলল: আচ্ছা ভাইয়া... আপনি যখন আমাদের মেঘবতিকে প্রপোজ করেছেন তখন তো আমরা মেয়েরা ছিলাম না। তো.. এখন মেঘবতীকে নিয়ে কিছু অপ্রকাশিত কথা আজকে প্রকাশ করে দিন।

আমি একটু হাসলো। তারপর তাকালো মেঘের মুখের পানে। মেঘ একটু লাজুক হেসে মাথা নুইয়ে বসে আছে।

আবির কিছুক্ষণ থেমে তারপর বলা শুরু করল:

মেঘ.. তোমাদের সকলের কাছে এই নামটা ছোট একটা শব্দ হলেও আমার কাছে এটার বিশালতা অনেক। এই মেঘ নামক মূল্যবান মানুষটিকে আমি বহু যত্নে গত ১৬টি বছর, হৃদয়ের মাঝে একটু একটু করে যত্নে পুষেছি। আমার সারা জীবনের সকল

পূর্ণতার মাঝে শ্রেষ্ঠ পূর্ণতা আমার কাদম্বিনী.. আমার সকল অপূর্ণতার মাঝেও শ্রেষ্ঠ পূর্ণতা আমার স্পেরু..
মেঘ একটু কাঁদো কাঁদো মুখ নিয়ে আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে আছে। আবির মেঘের দিকে পাশ ঘুরে মেঘের দুই হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল: মেঘ. আমার দিকে তাকাও..
ততক্ষণে মেঘের চোখ দিয়ে নোনা জল গড়িয়ে পড়ছে। আবির মেঘের চোখটা মুছে দিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে বুঝালো "না"
তারপর আবির মেঘের চোখে চোখ রেখে বলে উঠলো: আগেই তো বলেছি তোমার চোখে তাকিয়ে মিথ্যে বলার সাদ্য আমার নেই.. মেঘ সুস্থীর নয়নে তাকিয়ে আছে। ভালোবাসি ... ভীষণ ভালবাসি আহিয়ার আম্মু.. আমৃত্যু ভালোবাসে যাবো...
হঠাৎ ই মেঘ ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। আবির ও মেঘকে কাছে টেনে বুকে জড়িয়ে নিল।
সবাই একটা নিরব দৃষ্টি থেকে বেরিয়ে জোরে জোরে হাততালি দেওয়া শুরু করলো। আসিফ তো ঠোটে আঙ্গুল দিয়ে মূহূর্তেই সিটি বাজানো শুরু করলো। এসব দেখে মেঘ কিছুটা লজ্জায় পড়ে গেল।

আবির পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য তানভির কে বলল: হা করে তাকিয়ে না থেকে বোতলটাকে ঘুরা বেয়াদব..

আবিরের কথায় যেন তানভীরের টনক নরলো। এবার বোতল ঘুরাতে ই বোতল গিয়ে পরলো মিমের দিকে..

তানভীর একটু হেসে আইরিন এর উদ্দেশ্যে বলে উঠলো:

ছোট বোনকে আমরা আর কি প্রশ্ন করব ? আইরিন তুই ই প্রশ্ন কর।

আইরিন খুশিতে গদোমদো হয়ে মিমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, মিম কি নিবে? ট্রুথ নাকি ডেয়ার...

মিম অন্যমনস্ক হয়ে উওর জানালো ডেয়ার..

এবার আইরিন বলল: ওকে ফাইন,, একটা গান শোনাও..

সকলেই মিমের দিকে তাকিয়ে আছে.. হঠাৎই মিম গানের সুর তুলল..

বোঝাতে পারিনা তোমায় আমি, কতোটা ভালোবাসি।।

বোঝাতে পারিনা তোমায় আমি, কতটা ভালোবাসি।।

তুমি আমার অবুজ আদলে, গল্পে সাজানো বায়না...
আমি জানি, তুমিও জানো..
এ মায়া আর কেউ বোঝেনা..
আমার কাছে তুমি অন্যরকম..
ভালোবাসি বেশি, প্রকাশ করি কম
আমার কাছে তুমি অন্যরকম..
ভালোবাসি বেশি, প্রকাশ করি কম..

এত সুন্দর একটি গান শোনে যেন করতালির প্রতিযোগিতা চলছে। সবাই মিমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মাহমুদা খানের ড্রয়িং রুম করতালিতে মুখরিত। ঠিক তখনই বাহির থেকে আরিফ বড় বড় পা ফেলে তার নিজের রুমের দিকে চলে গেল। দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে, সে এইমাত্র বাড়ি ফিরেছে। মিম মনে মনে বলল: আমার উপরে এত রাগ। একবার ফিরেও তাকালেন না।

মিম উদাস নয়নে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আরিফের কোন হেল দোল নেই। চুপচাপ নিজের রুমের দিকে চলে গেল।

ঠাস..... শব্দটা শুনতেই সকলেই হক চকিয়ে আরিফের রুমের দিকে তাকালো। দেখল আরিফ

দরজা টাকে ইচ্ছে করেই অনেক জোরে বন্ধ করেছে। মাহমুদা খান বলে উঠলো : কিরে আরিফ.. কি হয়েছে তোর? এত রেগে আছিস কেন? বাহিরে কারো সঙ্গে কিছু হয়েছে? কিন্তু আরিফের রুম থেকে কোন সারা শব্দ এলোনা। মিমের শরীরটা যেন ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। আর কেউ না জানুক মিম তো জানে এই রাগ কার উপর।

ফুপ্পি.. আরিফকে নিয়ে তুমি টেনশন করো না। আমি পরে ওর সাথে কথা বলে নিব। দুপুর থেকেই দেখছি ও কোন কারনে অস্থির । ওর মাথাটা একটু ঠান্ডা হোক। তারপর ওর সাথে আমি নিজে কথা বলব। আবিরের কথা শুনে মাহমুদা খান একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: আমার এই ছেলেটা সহজে রাগে না, কিন্তু একবার রেগে গেলে তাকে সামলাতে অনেক কষ্ট হয় আমার।

তানভীর ফুপ্পিকে আশ্বাস দিয়ে বলল: কিছু হবে না .. তুমি টেনশন করো না। আমরা তো আজ সকলেই এখানে আছি।ও কেন রাগ করেছে সেটা জেনে ওকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ।

মিমের মুখটা যেন ভয়ে শিটিয়ে আছে। সকলের কথাবার্তা শুনে মীমকে যেন ভয় ঝাকিয়ে ধরল। এই ভয়টাই তো সে পেয়েছিল। মূলত মিম কিছুতেই চায় না আবির আর তানভীর এই সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু জানুক। কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘামের ফোটা পড়ছে। মিম ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে আওরালো, কি করবো এবার আমি... সবাই কি সব জেনে যাবে? কি উত্তর দিবো ভাইয়াদের? তাছাড়া আরিফ ভাইয়াকেই বা কি বলে সামলাবো?

সকলের কথা বার্তার মাঝে হঠাৎই আসিফ বলল: তোমরা সবাই এত প্যানিক করোনা তো। আমি ওকে খুব ভালো করেই চিনি। ফাজিলটা হয়তো ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে বন্ধুদের সাথে রাগারাগি করেছে। আসিফের কথা শুনে সকলেই এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

হঠাৎ ই মেঘের শরীর খারাপ লাগায়, সে রুমের দিকে চলে গেল। সঙ্গে গেল আবির। ওদের দেখাদেখি তানভীর-বন্যা, আসিফ-জান্নাত, আইরিন-মিম সকলেই যার যার রুমের দিকে গেল।

কিগো আবীর কল দিয়েছিল? মালিহা খান এর প্রশ্নে কপাল কুচকালো আলী আহমেদ খান। রাগী গম্ভীর কণ্ঠে বলল: তোমার গুনোদর ছেলে আমাকে কেন কল দিবে? দিলে তো তোমার ফোনেই দিত।

মালিহা খান: এভাবে বলছ কেন? তুমিও তো একটা কল দিতে পারো।

আলী আহমেদ খান হ্রাসবাড়ী কণ্ঠে বলল: তুমি গিয়ে দাও। আর তাকে বলে দিও আমার বৌমার যেন খেয়াল রাখে।

মূলত গতকাল অফিসে একটা প্রজেক্ট নিয়ে আবিরের সাথে আলি আহমেদ খানের মতের অমিল হয়েছিল। মোজাম্মেল খান ও ইকবাল খান পুরো ঘটনা শুনে আবিরের পক্ষই নিয়েছিল। সেই থেকেই আলি আহমেদ খান আবিরের উপর বেজায় চটে আছে।

রাত দশটা বাজে। মাহমুদা খান দের বাড়িতে সকলে একত্রে রাতের খাবার খেতে বসেছে। বন্যা বলল: মিম কই? আইরিনের দিকে তাকিয়ে মেঘ ও এবার বলে উঠলো: আইরিন.. মিম তো তোর সাথেই ছিল। খেতে কেন আসলো না।

আইরিন: আসলে আপু আমি মিমকে ডেকে ছিলাম। কিন্তু ও বলছে , ওর খেতে ইচ্ছে করছে না এখন।
আবির তানভীরের দিকে তাকিয়ে বলল: তানভীর একটু যা তো.. দেখ কি হয়েছে... মীমকে নিয়ে আয়।
তানভীর উঠে যেতে যেতে বলল: ঠিক আছে ভাইয়া।
সবাই খাওয়া শুরু করল। হঠাৎই তানভীরের ধমক শোনা যাচ্ছে। সবাই ওদিকে ফিরে তাকাতেই দেখল: তানভীর মিমকে নিয়ে আসছে। ওরা সামনে আসতেই আবির প্রশ্ন করল, কি হয়েছে মীমকে বকেছিস কেন?
তানভীর: ভাইয়া ও শুধু শুধুই বলছে ওর নাকি খিদে নেই। রাতে খাবে না।
আইরিন একটু সন্দেহ দৃষ্টি নিয়ে মিমের দিকে তাকালো। তারপর আবার মনে মনে ভাবলো, নাহ.. আমি মনে হয় একটু বেশিই ভাবছি। সবাই খাওয়ায় মনোযোগ দিল।
এবার আবারো শোনা গেল মাহমুদা খানের আওয়াজ। আরিফ.. এই আরিফ.. দরজা খুল.. খেতে আয় বলছি। একটু পর তোর আব্বু আসবে যদি শুনে তুই বাহিরে ঝগড়া করে এসে বাড়িতে খাবার খাচ্ছিস না। তাহলে কিন্তু খুব বকবে।

দীর্ঘ সময় পর এবার আরিফের রুম থেকে শব্দ শোনা গেল। আমি এখন খাব না আম্মু .. আমার খিদে পাচ্ছে না। তুমি প্লিজ যাও। মাহমুদা খান হতাশ হয়ে ফিরে আসলো।

চলবে...

আরিফের মুখে "আমার খিদে নেই, প্লিজ আম্মু যাও" কথাটা শুনেই যেন আইরিনের টনক নড়লো। এই কথাটা সে যেন আরো কোথাও শুনেছে। আরে হ্যাঁ.. একটু আগে তো মিমও একই কথাই বলেছে যে ওর খিদে নেই। এবার যেন আইরিনের সন্দেহটা আরেকটু গাঢ় হলো।

কি চলছে এদের দুজনের মাঝে। দুপুরে মিমের চোখ মুখ ফুলা, আরিফের সারা বিকেল বাড়িতে না ফিরা, রাতে মিমের খিদে না পাওয়া, এখন আরিফেরও খিদে না পাওয়া সবই যেন এক সুতোয় গাঁথা।

কিরে তোর আবার কি হলো? প্লেটে আঙ্গুল ঘুরাচ্ছিস কেন? আবিরের ধমকের সুর শুনে মিমের সাথে সাথে আইরিন ও ভয় পেয়ে গেল। মিম মিনমিনিয়ে বলল: কিছু হয়নি ভাইয়া .. এইতো খাচ্ছি.. আইরিন যেন এখন মিমকে জহুরী চোখে পরখ করছে।

মিম তাড়াতাড়ি খেয়ে রুমের দিকে চলে গেল। ওর দেখাদেখি আইরিনও তাড়াতাড়ি খেয়ে রুমে গেল। আইরিন রুমে গিয়েই ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল। মীম ভয় পেয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখল আইরিন। আইরিনকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করল দরজা কেন বন্ধ করেছিস?

আইরিন: তোকে আজ পেটাবো..

মিম: কেন?

আইরিন মিমের চোখ মুখের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। এভাবে কি দেখছিস আমায়? বলেই মিম বিছানায় উঠে শুয়ে পড়তে চাইলো। ঠিক তখনই আইরিন মিমের বাহু ধরে আটকে বলল: আমার দিকে তাকা মিম..

মিম অন্যদিকে ফিরে শুতে শুতে বলল: কিছু বলবি? বলার হলে বলে দে.. তাকানোর প্রয়োজন নেই..

আইরিন: পালাচ্ছিস কেন?

মিম: পালানোর কি আছে? আমার ঘুম পাচ্ছে আমি ঘুমাবো..

বলেই মিম অন্যদিকে ফিরে শুয়ে পড়লো। হঠাৎই আইরিন বলে উঠলো: ভালবাসিস আমার ভাইয়াকে?

মিম যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। বারবার তার কানে একই কথা বাজছে "ভালবাসিস আমার ভাইয়াকে"।

মিম তৎক্ষণাৎ উঠে বসলো। এবার আইরিন মিমের দুই কাঁধ জাঁকিয়ে বলল। কিরে কিছু বলছিস না কেন? ভালোবাসিস?

আইরিনের এমন সরাসরি প্রশ্নে মিম কিছু না বলেই নিচের দিকে তাকিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। কেঁদে কেঁদে বলল: আ..আ..মি.. জানিনা। আমি কিছুই জানিনা.. শুধু জানি, ওর রাগ করে থাকায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি আর শক্ত হয়ে থাকতে পারছি না আইরিন.. বলেই আবারো হুহু করে কেঁদে ওঠলো মিম।

মিমের এমন অবাধ কান্না দেখে আইরিন মিমকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। বলল : কাদিস না প্লিজ.. সব ঠিক হয়ে যাবে। আইরিন আবারও বলল: তুই তো ভাইয়াকে ভালোবাসিস বুঝলাম কিন্তু ভাইয়া??

মিম: ওনি আমাকে প্রপোজ করেছিল কিন্তু আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

আইরিন কপালে হাত দিয়ে বলল: হায়রে আমার কপাল.. এ কেমন ভালোবাসা তুমি আমায় দেখাইলা

আল্লাহ.. আমার ভাইয়াকে এতটা ভালোবেসেও কেন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিস মীম?

মিম: আমি কি করবো বলো? আমি চাইনা ফুপ্পির মত আমিও খান বাড়ি থেকে দীর্ঘ সময় বিচ্ছেদ থাকি।

আইরিন মিমের থুটনিতে হাত দিয়ে মুখটাকে উপরে তুলে বললো: তাহলে কি ভাইয়াকে ছাড়া থাকতে পারবি।

মিম এবার ঝরঝর করে কেঁদে দিল। বলল: আমি পারবো না। মনে হচ্ছে দম আটকে মরে যাব।

আইরিন হাসলো। রসিয়ে রসিয়ে বলল: এতো ভালো আমার ভাইকে কবে বাসলি মিম?

মিম: জানিনা আমি। কিন্তু তার দূরত্ব আমার সত্তা কে যেন নাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি আর পারছি না।

এবার আইরিন ঠান্ডা কণ্ঠে বলল: মিম শান্ত হ.. ভাইয়াকে তুই গ্রহণ করে নে। পরে যা হবে পরেরটা পরে দেখা যাবে। মিম চোখ তুলে আইরিনের মুখের পানে তাকালো।

মিমের চোখ দুটো কান্নায় রক্ত লাল হয়ে আছে। চোখের কোঠোর গুলো ফুলে চোখটাকে ছোট দেখাচ্ছে।

রাতের আকাশ যেন অনুভূতির ক্যানভাস। যেখানে তারা গুলো স্মৃতির আঁচড় কাটে । রাতের নীরবতা কারো মনে শান্তি নিয়ে আসে। আবার কারো মনে প্রবল অশান্তি। এ সময় আমাদের অনুভূতিগুলো আরো গভীর হয়ে ওঠে। রাতের আকাশে যে চাঁদ দেখা যায় তা দিনে সূর্যের আলোর মতোই মূল্যবান। রাতের নিস্তব্ধতায় আত্মার কথা শোনা যায়। নিস্তব্ধ রাত অনেকের কাছে আবেগ প্রকাশের এক বিশেষ মুহূর্ত।

তেমনই একটা রাত আজকে। আকাশে রুপোর থালার মত মস্ত বড় একটা চাঁদ উঠেছে। আরিফ ছাদের কার্নিশে হাত দিয়ে সেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো সে চাঁদের মধ্যেই খুঁজছে তার প্রিয়সির মুখ। সে কি করে বোঝাবে, মীম কে সে কতটা ভালোবাসে..

আরিফের কাছে সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার হলো: সে জানে মিম ও তাকে ভালোবাসে, তবুও কেন মিম সায় দিচ্ছে না আরিফের ডাকে। যদি মিম আরিফকে ভালো না বাসতো, তাহলে হয়তো আরিফ মীমকে কখনোই কোনভাবে জোর করতো না। মিমের প্রতি

আরিফের ভালোবাসা টাকে হৃদয়ের এক কোণে যত্নে গুছিয়ে রাখতো। ভালোবাসার দহনে আরিফ নিজেকে একা পুরাতো। কখনো মিমের গায়ে আচরও পরতে দিত না। কিন্তু মিম ওযে আরিফকে ভালোবাসে। সেটা বোঝার পরেও আরিফ কিভাবে চুপ করে থাকবে। আরিফ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবারো আকাশের পানে তাকালো।

মেঘ.... আবিরের ডাকে মেঘ আবিরের বুক থেকে মাথা তুলে তাকিয়ে বলল: হুম..

আবির: ঘুমিয়ে গেছো?

মেঘ ঘুমো ঘুমো কণ্ঠে বলল: না..

আবির: কাল আমাদের একবার নার্সিংহোমে যেতে হবে।

মেঘ নাক ছিটকে বলে উঠলো: উফফফ.. আমি নার্সিংহোমে যেতে পারবো না।

আবির ব্রু কুঁচকে মেঘের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল: কেন যাবেনা?

মেঘ: নার্সিংহোমে গেলে আমার বমি হয়। হেক্সিসোল আর মেডিসিনের গন্ধে আমার গা গুলায়।

আবির একটু প্রসারিত হেসে মেঘের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল: বউ... কালকের দিনটা একটু কষ্ট যে করতেই হবে। কালকে না গেলে তোমাকে আবার নিয়ে যেতে যেতে নেক্সট ফ্রাইডে হবে। এর মাঝে আমি আর ফ্রি হবো না। তাছাড়া তোমার ইমিডিয়েটলি ব্লাড গ্রুপ টেস্ট করাটা প্রয়োজন। যাতে আমি সঠিক সময়ে রক্তের যোগান দিতে পারি।

মেঘ ঠোঁট বাঁকিয়ে উত্তর জানালো: ঠিক আছে যাবো..

আবির মেঘের ললাটে শব্দ করে শক্ত একটা চুমু খেলো। বলল: আমার লক্ষী বউ..

বন্যা বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। তার খোলা চুল গুলো অবাধে উড়ছে। সে এতক্ষণ মূলত এখানে দাঁড়িয়ে তার বড় আপুর সাথে ফোনে কথা বলেছে।

তানভীর ঘুমানোর আগে ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে দেখল বন্যা রুমে নেই। চারদিকে একবার চোখ বুলাতেই দেখল বন্যা বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।

বন্যা হঠাৎ ই বুঝতে পারল একটা পুরুষালী হাত তার লতানো কোমরে বিচরণ করছে। বন্যা পিছন ফিরে তানভীরের দিকে তাকালো। এবার তানভীর বন্যার খোলা চুলের ঘ্রান নিতে নিতে বলল: কি এক

অদ্ভুত মাদকতা আছে তোমার কাছে, তোমাকে দেখলেই সেটার নেশায় মত্ত হতে ইচ্ছে করে।

বন্যা একটু মুচকি হাসলো। তানভীরের গায়ের পুরুষালি সু গ্রান টা যেন বন্যা কে ও নেশাতুর করে তোলে। বন্যা নিজে নিজে ভেবেই লজ্জায় তানভীরের বুকে মাথা ঘুজলো।

আরিফ এখনো ছাদে দাঁড়িয়ে চাঁদের পানে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ একটা মেয়েলি সুগ্রান তার নাকে এসে ঠেকতেই পাশে তাকালো। চাঁদের রুপোলি আলোয় দেখা যাচ্ছে। একটি মেয়েলি অবয়ব তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের হালকা সিগ্ধ আলোয় আরিফ খেয়াল করল: মেয়েটির পরনের শাড়ির আঁচলটি বাতাসে অবাধে উড়ছে। কোমরের নিচ পর্যন্ত পড়া চুলগুলো বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে। মেয়েটির চাদের পানে তাকিয়ে থাকা দেখে আরিফের মনে হচ্ছে মেয়েটি যেন চাঁদ দেখা নিয়ে কোন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। পাশের আরিফের দিকে তার কোন খেয়াল ই নেই।

পাশে থাকা অবয়বের দিকে তাকিয়ে আরিফের দৃষ্টি যেন থমকে গেছে। মুহূর্তেই গতি হারিয়েছে হৃদ

স্পন্দন । মনের ভেতরের নিষিদ্ধ চাওয়া গুলো যেন এলোমেলো ছুটছে। এক মুহূর্তেই যেন নিজের চোখকে আরিফের অবিশ্বাস্য লাগছে। তার মনে হচ্ছে তার পাশের অভয়বটি তার অতি কাছের, অতি চেনা কেউ। কিন্তু তার ভাবনার মানুষটি যে এ সময়, এই রূপে, এইখানে আসার কথা না ।

কে? বলেই প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালো আরিফ....

ভালোবাসি হয়নি বলা, তবুও ভালোবাসি
পাশাপাশি হয়নি চলা, তবুও পাশাপাশি

বলেই আরিফের দিকে ফিরে তাকালো মিম। এক মুহূর্তেই যেন থমকে গেছে আরিফের হৃদস্পন্দন। বুকের ভেতরের ধুকপুকানী ক্রমশ বাড়ছে। কিছুটা মিনমিনিয়ে বলল: তুমি!!!

মিম তাকিয়ে আছে আরিফের দিকে। কি স্বচ্ছ তার চোখের দৃষ্টি। আরিফের হঠাৎ করেই মনে হলো আকাশের রুপালি চাঁদটা যেন নিচে নেমে এসেছে। চাঁদের মৃদু আলোতে হালকা পিংক কালারের শাড়ি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে মিম। তার খোলা চুল গুলো কোমর ছাড়িয়ে নিচ পর্যন্ত গড়িয়েছে। যা বাতাসে মৃদু

মৃদু দুলছে । শাড়ির আঁচলটা এই মুহূর্তে অবাধ্যের ন্যায় উড়ছে।

কি মোহনীয় সেই দৃষ্টি। আরিফ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ সরিয়ে নিল। এই নারীর দিকে তাকালে আরিফ তার মনকে আর কিছুতেই আটকে রাখতে পারবে না। হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করবে এই রমণীর মাঝে।

হঠাৎই মৃদু ধাক্কায় কেঁপে উঠল আরিফ। দু কদম পিছনের দিকে সরে গেল । আকস্মিক ঘটনায় আরিফ হতভম্ব, নিস্তব্ধ। কি ঘটল এই মুহূর্তে তার সাথে!!!

তাল সামলাতে না পেরে ছাদের কার্নিশটি চেপে ধরলো। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই মিমের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মিম এখানে অনেকক্ষণ আগে এসেছে। কিন্তু আরিফের কোন ভাবান্তর না দেখে বুঝতে পারলো আরিফ তাকে এখনো ক্ষমা করতে পারেনি। সেই কষ্টে ফুপিয়ে কেদে উঠল মিম। নিজের ভয় জরতাকে সাইডে রেখে আঁছড়ে পড়ল আরিফের শক্তপুক্ত ঢেউ খেলানো বুকে।

আমাকে প্লিজ ক্ষমা করে দিন। দুপুরের ঘটনাটি সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। প্রচন্ড ভয়ের কারণে ভুল করে ফেলেছি। আপনাকে থাপ্পড় মারার মতো কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। আপনি প্লিজ রাগ করে থাকবেন না। আপনার এই অভিমান আমার নিঃশ্বাস থমকে দিচ্ছে বারংবার। কেঁদে কেঁদে একদমে পুরো কথাটা বলে থামল মিম।

শরীরটা যেন তার কেঁপে কেঁপে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে। যার প্রভাব বিস্তার করছে আরিফের অশান্ত মনে। কিছুক্ষণের মধ্যে ভিজে উঠেছে আরিফের টি শার্টের বুকের পাশটা।

হঠাৎ করেই মিম কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠলো: ভা-লো-বা-সি

আরিফ নিরন্তর নিথর দেহের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা শুনতেই যেন তার বুকটা কেঁপে উঠল। আস্তে আস্তে আওরালো: once more....

মিম: ভী-ভী-ষ-ন ভা-লো-বা-সি

আরিফ আবারো বলল : A-g-a-i-n...

এবার যেন তার কণ্ঠ টাও কাঁপা কাঁপা শুনা যাচ্ছে।

মিম এবার কিছুটা সাহসের সাথেই বলে উঠলো: ভালোবাসি.. ভীষণ ভালোবাসি... অনেক অনেক ভালোবাসি প্লিজ পরিস্থিতি যেমনই হোক কখনো আমাকে ছেড়ে যাবেন না

পরিস্থিতির কথাটা ভাবতেই মীমের বুকটা যেন ভয়ে দুরু দুরু কাঁপছে। আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল আরিফকে।

এবার আরিফও সকল রাগ অভিমান ভুলে শক্ত করে বাহু ডোরে আলিঙ্গন করলো নিজের প্রেয়সিকে। আকাশের চাঁদের দিকে ফিরে তাকিয়ে আরিফ একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। আজ অনেকগুলো দিন পর তার মনে বয়ে চলেছে প্রশান্তির হাওয়া।

আকাশের চাঁদটা যেন আজ ভিন্ন উদ্দেশ্যে উদয় হয়েছে।

চাঁদের যেনো একান্ত অবিলাস আরিফ ও তার প্রেয়সীর ব্যাকুল প্রেমের সাক্ষী হওয়া।

ঘড়ির কাটায় সকাল দশটা। কিন্তু মিম আর আইরিন এখনো ঘুমিয়ে। সচরাচর তারা এত ঘুমায় না কখনো। তাছাড়া খান বাড়ির একটা বহু পুরনো রীতি হলো বাড়ির সকল সদস্যরা ভোরে ওঠে ফজরের

নামাজ পড়বে। মিমও বাড়িতে প্রতিদিন ওঠে। কিন্তু গতকাল রাতে আরিফের চিন্তায় ঘুম না আসা এবং গভীর রাতে ছাদে আরিফের সাথে দেখা করতে যাওয়ায় , মিম ও আইরিনের ঘুমোতে প্রায় মধ্যরাত হয়ে যায়। যার ফলস্বরূপ সকালে এখন পর্যন্ত ঘুম ভাঙ্গেনি দুজনে।

মিম.. এই মিম.. বলেই দরজা ধাক্কাচ্ছে মেঘ। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। মেঘের দরজা ধাক্কানো শুনে এবার বন্যা আর জান্নাতও এলো। বাহিরের এত শোরগোল শুনে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠল মিম। উঠে ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো সকাল ১০ টা বাজে। মিম তো অবাকের চরম পর্যায়ে। আল্লাহ... বলেই মিম হা করে বসে আছে।

হঠাৎ আবার বাহির থেকে ডাক শোনা যাচ্ছে। আইরিন... এই আইরিন... ওঠ..। এবার মিমও আইরিনকে ডাকতে শুরু করল। কিন্তু আইরিন মিমের ডাকে কোনরকম সারা না দিয়ে অন্য পাশে ঘুরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

মিম এবার রাগে আইরিনের গায়ে জোরে একটা চিমটি কাটলো। আ-উ-চ... বলেই আইরিন লাফিয়ে

উঠলো। মিমের হঠাৎ চিমটি এবং বাহিরের দরজা ধাক্কানো শুনে আইরিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে? মিম দুষ্টুমির সুরে বলল: ডাকাত পড়েছে বাহিরে...

ও.. মা..গো..

মিম.. আমায় বাঁচা.. আমি এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না..

আমার যে এখনো প্রেম, বিয়ে, সংসার , দুই হালি বাচ্চা জন্ম দেওয়া বাকি। মিম হতবার চোখে তাকিয়ে থেকে আইরিনের মাথায় একটা থাপ্পড় দিয়ে বলল: তোর এই শখ মনে হয় এই জনমে আর পূরণ হবে না। আইরিন ভয়ে ভয়ে বলল: কে..নো.. ডাকাত কি আমাদের এখনি মেরে দিবে?

মিম একটু রাগী কণ্ঠে বলল: নাহ.. তবে ডাকাত না মারলেও একটু পর বাড়ির লোকের মার খেয়ে অবশ্যই মরবো।

আইরিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাঁত কেলিয়ে বলল: যাহ দুষ্টু ভাবি.. বাড়ির লোক আমাদের কেন মারবে? তারা তো আমাদের ভালোবাসে। বলেই আইরিন আবার শুয়ে পড়লো।

কিরে তোরা কি এবার ঘুম থেকে উঠবি নাকি তোদের ভাইদের ডাকবো? মাহমুদা খানের কণ্ঠে এবার মিমের টনক নড়তেই মিম জোরে বলল: আসছি ফুপ্পি.. বলেই আইরিনকে আবারো ডাকলো। বলল: এই আইরিনের বাচ্চা জলদি ওঠ.. ভুলে গেছিস রাতের কথা?

তোর বুদ্ধিতে তোর ভাইকে ইমপ্রেস করতে গিয়ে শাড়ি পরে এখন আমি ফাঁসির আসামী হয়ে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ওঠ হারামি। এগুলা গুছাতে হবে, নাহলে আজ আর রক্ষা নেই।

মনে হচ্ছে পিঠের হাড় আজ আর একটাও আস্ত থাকবে না। রাতে মিমকে পরিয়ে দেওয়া আইরিন এর শাড়ি ব্লাউজ গুলো এখনো রুমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কথাটা মাথায় আসতেই আইরিন লাফিয়ে উঠে বসলো।

মিম... জলদি সব গোছা... বলেই আইরিন তাড়াহুড়া করে গোছাতে থাকলো সব। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো অন্য জায়গায়। মধ্যরাতে অতিরিক্ত পাকনামি করতে গিয়ে তাড়াহুড়ায় আলমারির চাবি টা যে কোথায় রেখেছে দুজনের একজনের ও মনে নেই।

আলমারি ছাড়া এসব অন্য কোথাও তুলে রাখাও যাবে না। মিম আইরিন বাহিরে বের হওয়ার পরেই হয়তো জান্নাত এসে পুরা রুমটা গুছাবে। অন্য কোথাও রাখলে ধরা খাবে নিশ্চিত। দুজন হন্য হয়ে খুঁজতে লাগলো চাবির গোছা। এলোমেলো ছোটাছুটির ধরুন মিমের সাথে আইরিন এর মাথা খেলো জোরে এক ধাক্কা। মিম আ... বলে চিৎকার দিয়ে উঠলো। কিন্তু আইরিন সেখানে মনস্থির না করে তার মনোযোগ দিল মিমের পিছনে চুলে লেগে থাকা চাবির গোছার দিকে।

মধ্যরাতে রুমে ফিরে চাবির গোছা টা হয়তো বিছানা থেকে কোথাও তুলে রাখেনি। বিছানায় রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল দুজন। যার ফলে এখন মিমের লম্বা এলোমেলো চুলে চাবিগুলো পেচিয়ে আটকে আছে।

আইরিন তাড়াহুড়া করে সেই চাবি খুলতে গিয়ে মিমের কত চুল ছিড়লো কে জানে। মিম তো একটু কাঁদো কাঁদো মুখে বলে ই দিল যে, মাত্র এক রাত হয়েছে ভাবি বানিয়েছিস এখনই ভাবির চুল ধরে মারছিস?

অবশেষে মিম আর আইরিন নাস্তার টেবিলে এসে বসলো। কিরে এত ক্ষণ লাগলো রুম থেকে বের হতে.. রাগী কণ্ঠে বলে উঠলেন মাহমুদা খান।
আইরিন আমতা আমতা করে বলে উঠলো: ইয়ে.. মানে আম্মু..
মাহমুদা খান: থাক তোকে আর মানে মানে করতে হবে না। কতক্ষণ থেকে সবাই বসে আছে তোদের অপেক্ষায়। এবার নাস্তা সেরে নে।
আইরিন মিন মিনিয়ে বলল: মিম আমরা এই যাত্রায় বেঁচে গেছি।
মিম: হুম।
কিরে এমনিতেই এত লেট করে বের হলি। এখন আবার দুজন কি ফিসফিস করছিস? মিমের বরাবর সামনের চেয়ারে বসে বলে উঠলো মেঘ।
মীম : না আপু কিছু না।
এবার সকলেই খাওয়া শুরু করল। তানভীর দেখে দেখে বন্যার প্রয়োজনীয় খাবার তার প্লেটে দিচ্ছে। পাশ থেকে আদি বলে উঠলো: ভাইয়া আমাকেও একটু দাও.. আমিও তো বউ মনির মত ছোট।

আদির কথা শুনে সকলেই হেসে দিল। তানভীর কিছু না বলে আদির প্লেটে ও খাবার তুলে দিল।

মেঘ একটু খেয়েই বারবার আবিরকে বলছে সে আর খাবে না। কিন্তু আবির তো ছাড়ার পাত্র নয়। সে কিছুতেই মেঘকে পুরো খাবার শেষ না করে উঠতে দিবে না। জোর করে, নানান কথা বলে খাওয়াচ্ছে মেঘকে।

আসিফ ,আরিফ, মিম, আইরিন তারা যার যার মত খাচ্ছে। মাহমুদা খান ও জান্নাত সবাইকে নাস্তা পরিবেশন করছে।

হঠাৎই মিমের কানে বাজলো এক অন্যরকম সুর। মিম হকচকিয়ে গেল। কি ম্যাডাম, ঘুম হয়েছে? মিম পাশে তাকিয়েই দেখল তার পাশের চেয়ারে আরিফ বসে আছে।

আরিফকে দেখে মিম বিশাল এক চমক পেল। দুরুদুরু বুক নিয়ে মিম বুঝতে পারছে না খাবে নাকি উঠে যাবে বা এই মুহূর্তে তার কি করা উচিত..

কোন কিছু বুঝতে না পেরে মিম উঠে যাওয়ার সিদ্ধান্তটাই নিল। কিন্তু আরিফ মনে হয় তা আগে

থেকেই জানতো। আর জানবে নাইবা কেন? সে তো জানে তার মিম কতটা লাজুক।

মিম যেই না উঠে যাবে.. ঠিক সেই সময় ই আরিফ টেবিলের নিচ দিয়ে মিমের হাতটি চেপে ধরল। মিম পড়লো আরো বিপাকে। যে মানুষটি পাশে থাকলেই ভেতরের দুকপুকানি বেড়ে যায়। সেই মানুষটি যদি তার হাত ধরে রাখে তাহলে মিম কিভাবে স্থির থাকবে..

এত ভাবনার ভিতরে হঠাৎই খেয়াল করল মাহমুদা খান তার প্লেটে আরো খাবার দিচ্ছে। মিম বাধা দিল কিন্তু মাহমুদা খান কিছুই শুনলো না।

একদিকে মা খাবার দিচ্ছে আর অন্যদিকে ছেলে হাতের আঙ্গুলের ভেতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে বসে আছে। মিম পরলো চরম বিপাকে। আরিফকে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না সে টেবিলের নিচে মিম কে এতো জ্বালাচ্ছে। সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ পর্যায়ে। মিম আস্তে আস্তে বলল: ছাড়ুন.. আমি উঠবো..

কিন্তু আরিফের চেহারায় কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সে না শোনার ভান করে খাবার খেয়ে যাচ্ছে।

আইরিনের খাবার খাওয়া শেষ হওয়ায় মিমের অন্য হাত ধরে টান দিয়ে বলল: কিরে খাওয়া শেষ বসে আছিস কেন? চল..

এবার আরিফ মিমের হাতটি আলগা করে দিল। মিমও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ছুটে ত্যাগ করলো ডাইনিং রুম।

দুপুরে কড়া রোদকে বিদায় জানিয়ে প্রকৃতিতে ধরা দিল পড়ন্ত বিকেল। খান বাড়ির বাকি সদস্যরা দুপুরবেলা এসেছে। আলী আহমেদ খান একটু পরেই সবাইকে নিয়ে খান বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

মাহমুদা খান অনেক করে বলল: ভাইজান ... আজকের রাতটা আপনারা সবাই থেকে যান।

কিন্তু আলি আহমেদ খান ও মোজাম্মেল খান কাজের বাহানায় থাকতে নারাজ। তারা মাহমুদা খানকে জানালো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলেই রওনা হবে ।

আবির আলী আহমেদ খানের সামনে এসে বলল: আব্বু তোমরা সবাইকে নিয়ে বাসায় যাও..

আলী আহমেদ খান: কেন? তুমি কোথায় যাবে?

আবির: আমি মেঘকে নিয়ে একটু নার্সিংহোমে যাবো।

আবিরের কথা শুনে মালিহা খান, হালিমা খান ও আকলিমা খান এগিয়ে আসলো। জানতে চাইলো মেঘের শরীর ঠিক আছে কিনা..

মেঘ: হুম.. আমি ঠিক আছি।

পাশ থেকে আবির বলে উঠলো: তোমরা এত টেনশন করো না প্লিজ। আমি ওকে নিয়ে ব্লাড গ্রুপ টেস্ট করাতে যাব। ওর রক্তের গ্রুপটা জানা থাকা আমাদের প্রয়োজন।

মোজাম্মেল খান: ঠিক আছে.. তোমরা সাবধানে যেও। আমরাও আর কিছুক্ষণ পর বের হব।

আবির মোজাম্মেল খানকে সম্মতি জানিয়ে মেঘের কাছে গিয়ে বলল রেডি হয়ে নিতে।

মেঘ চলে গেল রেডি হতে। বন্যাও গেল মেঘের পিছু পিছু ।

আলী আহমেদ খান সকলের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো: তোমরাও যাও.. সবাই রেডি হয়ে নাও। আবির মেঘ বের হওয়ার পর আমরাও বেরিয়ে যাব।

এ কথা শুনে সকলেই নিজস্ব জিনিসগুলো গুছিয়ে নেওয়ার জন্য রুমের দিকে চলে গেল।

যথারীতি মিমও যাচ্ছিল আইরিনের রুমের দিকে। কিন্তু হঠাৎই মিমের ১ হাত টান দিয়ে অন্য এক রুমে নিয়ে গেল কেউ।

রুমের এত অন্ধকার পরিবেশ দেখে মিম ভয়ে যেইনা চিৎকার দিবে, আরিফ মিমের মুখ এক হাতে চেপে ধরে কানের সামনে এসে ফিসফিসিয়ে বলল: ভয় পেয়ো না আমি...

আরিফের কণ্ঠ কর্ণ কুহুরে পৌঁছাতেই মিম কিছুটা অবাক হয়ে গেল। আবছা আলোয় মিলন ঘটল দুই জোড়া চোখের। আরিফ এখনো মিমের মুখে হাত চেপে আছে। আরিফ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করছে যে মিমের ওষ্ঠাদর তীর তীর করে কাঁপছে।

আরিফ মিমের ঠোঁটে এক আঙ্গুল ছুঁয়ে বলল: শিসসস...

এভাবে কাঁপছো কেন? আমি কি তোমায় কিছু করেছি।

মিম কাঁপাকাঁপির কারণে নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। নিজের ব্যালেন্স কন্ট্রোল না রাখতে পেরে খামছে ধরল আরিফের শার্ট। আরিফ কিছুটা বাঁকা হাসলো।

আরিফ তো এটাই চায় তার প্রিয়সি সর্বক্ষণ সকল কাজে তার উপর ভরসা করুক। তার মনে যে এক সুখের মহাপ্রলয় বইছে তা সে এই মেয়েকে কি করে বোঝাবে। আজ তো আরিফের ব্যাকুল হৃদয় শান্ত হওয়ার দিন।

কি..কি...কি করছেন? ছাড়ুন আমায়। মিমের কাপা কণ্ঠে ধ্যান ভাঙল আরিফের। আরিফ নেশাতুর দৃষ্টিতে মিমের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটো মিমের সারা মুখে যেন বিচরণ করছে। হঠাৎই আরিফ মিমের মুখের দিকে কিছুটা ঝুঁকে আসলো।

মিম ভয়ে লজ্জায় চোখ খিচে বন্ধ করে রেখেছে। আরিফ মিমের ললাটে একটা চুমু দিলো । তারপর কানের সামনে ঠোঁট নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল:

I love you jaan

I can't think without you

I can't live without you

Trust me, I can handle any situation. just hold my hand until my last breath. I say again, you are only mine...

আরিফের নেশাতুর কণ্ঠে এতগুলো গোটা ইংরেজি শব্দ শোনার পর মিম আস্তে আস্তে চোখ খুলল। চোখ মিলল আরিফের চোখে.. মিম এবার ভায়ার্ত কণ্ঠে বলল: ছাড়ুন আমায়... কেউ চলে আসবে...

আরিফ এবার খানিকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মিমের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল: চলে যাচ্ছ??

মিম: হুম..

আরিফ: আবার কবে দেখা হবে?

মিম: জানিনা..

আরিফ: বাড়িতে গেলে কি আর আমার কথা মনে থাকবে?

মিমের সহজ স্বীকারোক্তি: জানিনা..

আরিফ এবার খানিকটা ভ্রু কুঁচকে বলল: তাহলে কি জানেন ম্যাডাম??

মিম লজ্জায় মাথা নুইয়ে বলল : তাও জানিনা।

আরিফ বুকের পাশে এক হাত রেখে খানিকটা ব্যথাতুর সুরে বলল: ইসসস... আপনার কণ্ঠ ভান্ডারে কি জানিনা ছাড়া আর কোন শব্দ নেই?

মিম কোন কিছুই না বলে মাথা নুইয়ে রাখলো।

আরিফ তার পুরুষালী হাতে মিমের মুখের সামনে

উড়ে আসা ছোট ছোট চুলগুলোকে সরিয়ে দিল। আরিফের আলতো ছোঁয়ায় যেন মীম কেঁপে কেঁপে উঠছে।

মিম.. এই মিম.. কোথায় তুই..

বাহির থেকে আইরিনের গলা ফাটানো শব্দ শুনে মিম আরিফের কাছ থেকে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই আরিফ মিমের এক হাত চেপে ধরল। হাতে একটা মুঠো ফোন ধরিয়ে দিয়ে বলল: এটা সযত্নে লুকিয়ে রাখবে। প্রতি রাতে আমায় কল করবে, বাড়িতে গিয়ে যদি আমাকে ভুলে যাও। তাহলে লেখাপড়ার জন্য আর সময় দিব না, ডিরেক্ট বিয়ে করে নিয়ে আসবো আমার কাছে । তখন দেখবো কোথায় পালাও..

খাপছাড়া কথায় মিম কিছুটা হাঁসফাঁস করে উঠলো। বাহির থেকে আইরিন এর আবারো ডাক ভেসে আসায় এবার আরিফ মিমের হাতটা ছেড়ে দিল। মিম ছুটে পালালো।

সময় যাচ্ছে সময়ের গতিতে। সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, তারপর গোটা একটা দিন, তারপর সপ্তাহ, তারপর মাস। সময়ের কাটা তার নিজস্ব গতিতে চলছে।

মেঘের এখন ৭ মাস..
পেটটা বেশ উঁচু হয়েছে। আবির তো মাঝে মাঝেই মেঘের পেটে মাথা রেখে বেবির সাথে কথা বলে। আবিরের পাগলামো দেখে মেঘ শুধুই হাসে..
একেক সময়ে একেকটা খাবার নিয়ে আসে। এসে মেঘের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, এ খাবার কিন্তু তোমার জন্য না। মেঘ যদি প্রশ্ন করে, কার? আবির সুন্দর মসৃণ হেসে জবাব দেয়, আমার আহিয়ার। যদিও খাবারটা এখন তোমাকেই খেতে হবে কারণ তোমার মাধ্যমেই তো আহিয়া খাবে।
আবিরের এই অদ্ভুত পাগলামো গুলো বিগত কয়েক মাস ধরে মেঘ দেখে আসছে। বারবার ই মুখে বলে সকল খাবার আহিয়ার। কিন্তু তা আবার যত্ন সহকারে মেঘ কেই খাইয়ে দেয়।
মেঘ তখন বাধা দিয়ে বলে , আমি খাব না তোমার মেয়ের খাবার। আবির তখন আবারও হেসে জবাব দেয়: আমি তো তোমাকে খাওয়াচ্ছি না.. তোমার মাধ্যমে আমার মামুনিকে খাওয়াচ্ছি। মেঘ তখন আবারো হতাশ চোখে আবিরের দিকে তাকায়।

সময়ের তালে তালে আরিফ আর মিমের ভালোবাসাটাও যেন মনের গভীর থেকে গভীরে ছুঁয়ে যাচ্ছে। রোজ রাত জেগে কথা হয় দুজনের। মাঝে মাঝে আরিফ তো মিমের কলেজের সামনে এসেও দেখা করে।

আরিফ আজকাল চেষ্টা করছে বাবার ছোটখাটো বিজনেসটাকে আরেকটু বড় করার। বড় ভাই আসিফের কখনোই ব্যবসায় মনোযোগ ছিল না। তাই সে চাকরি জীবনটাকেই বেছে নিয়েছে। কিন্তু আরিফ মূলত ব্যবসায় ই নিজের ক্যারিয়ার টাকে গোছাতে যায়। তাছাড়া মিমের জন্য যোগ্য হওয়াটাও অতি জরুরী।

এদিকে বন্যা আর তানভীর খুব সুখে শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছে। সারাদিন পর অফিস থেকে এসে তানভীর যখন বন্যার হাসি মুখটা দেখে। তখন তার মনে হয় সারা রাজ্যের সুখ শান্তি যেন তার ঘরে উকি দিয়েছে। এই মেয়েটা তানভীরের সকল প্রশান্তির কারণ। তানভীর বন্যাকে ছেড়ে এক রাতও থাকতে নারাজ। তাই বন্যা ও তেমন একটা বাপের বাড়িতে যায় না।

মাঝে মাঝে তানভীর বন্যাকে নিয়ে যায় এবং সাথে করেই নিয়ে আসে।

কিন্তু এত সুখ শান্তির মাঝেই হঠাৎ ঘটে গেল এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। যা এলোমেলো করে দিল খান বাড়ির সকল সুখ।

আজ মেঘের সাত মাসের সাধের অনুষ্ঠান ছিল। বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা অনুষ্ঠানের কোথাও কমতি রাখেনি। তাছাড়া আবিরতো আছেই.. পুরুষদের কাজগুলো যথাসম্ভব সে নিজেই দায়িত্ব নিয়ে করেছে। সাথে ছিল তানভীর, আরিফ ,রাকিব, রাসেল, সাকিব সহ আরো অনেক ছেলেরা।

আবির এত মহাব্যস্ততার মাঝেও মেঘের খেয়াল রাখতে একটুও ভুলেনি। কিন্তু মেঘ সে কি শান্ত হয়ে এক জায়গায় বসার মত মেয়ে। সারাক্ষণ নিচতলা উপর তলা করে বেরিয়েছে। ভাড়ি শরীর নিয়েও সে দৌড়াদৌড়ি থেকে একটুও পিছু পা হয়নি। সবার এত সাবধানতার পরেও কে শোনে কার কথা..

সন্ধ্যার একটু পর মেঘকে টুকটুকে একটা লাল শাড়ি পরিয়ে বন্যা নিচে নিয়ে আসলো। বসিয়ে দিল

সকলের দোয়া নেওয়ার জন্য। তারপর তার পছন্দের সকল খবারও তাকে খাওয়ানো হলো।

সাধের আনুষ্ঠানিকতার পর্ব শেষ হতেই মেঘের কি মনে পরল কে জানে সে ছুটে চলল তার রুমের দিকে। হালিমা খান পিছন থেকে বারবার ডেকে বলল: মেঘ আস্তে যা..

কিন্তু মেঘ কি সে কথা শোনার পাত্রী।

কিছু দূর সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পরেই পায়ের সাথে শাড়ি পেচিয়ে মেঘ হোঁচট খেয়ে পড়ল। ঠিক তখনই নিজের রুম থেকে নিচে আসছিল আবির। মেঘের অনাকাঙ্ক্ষিত পড়ে যাওয়া দেখেই আবির ছুটে এসে মেঘকে ধরল। কিন্তু এতক্ষণে মেঘ সিঁড়িতে বসে পড়েছে। হয়তো আবির আসতে আরেকটু দেরী হলে মেঘ সিঁড়ি থেকে নিচেই পড়ে যেত।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত আবির এসে মেঘকে আঁকড়ে ধরে। নিচের থেকে সবাই এই ঘটনা দেখে ভয়ে দৌড়ে আসলো মেঘের দিকে।

আবির তৎক্ষণাৎ মেঘকে পাজা কোলে তোলে নিজের রুমে নিয়ে শুইয়ে দিল। মেঘকে বারবার চেক করে জিজ্ঞাসা করছে কোথায় কোথায় ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু

মেঘ জানালো সে কোথাও ব্যথা পায়নি। শুধু কোমরে একটু ঝাকুনি লেগেছে।

আবির একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এতক্ষণে বাড়ির সকলেই জমা হয়ে গেছে, মেঘের রুমে। তানভীর বন্যা সহ বাড়ির সকলেই বারবার জিজ্ঞাসা করছে যে ডক্টর ডাকবে কিনা, মেঘ কোথায় ব্যথা পেয়েছে।

কিন্তু মেঘের বারবার একই জবাব সে ঠিক আছে। আবির গম্ভীর মুখে পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পর সকলে চলে যেতেই আবির খাটের অন্যদিকে ফিরে শুয়ে পড়লো। মেঘ বুঝতে পারলো আবিরের এত বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও মেঘের এত অবাধ্য চলাফেরার কারণেই আবির রাগ করেছে। মেঘ আর কিছুই বলল না। সে নিজেও চুপচাপ শুয়ে পড়লো। কোমর টা হালকা চিনচিন ব্যথা করছে। ঘুমিয়ে যাওয়াটাই শ্রেয়।

কিন্তু বিপত্তি ঘটল মধ্য রাতের দিকে...

মেঘ আর আবির দুজনেই ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎই মেঘ পেট ও কোমরের হালকা চিনচিন ব্যথায় হালকা নড়েচড়ে উঠলো। এক পাশ হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায়

কোমরে ব্যথা করছে। হয়তো সেটা ভেবেই মেঘ ঘুমের মধ্যে খানিকটা সোজা হলো। কিন্তু সেই সময়েই ঘটলো এক অপার্থিব ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। মেঘ খানিকটা সোজা হওয়ার পরেই বুঝতে পারলো মেঘের গর্ভ পথ থেকে তরল কিছু গড়িয়ে পড়ছে। মুহূর্তের মধ্যেই তরল পদার্থটার পরিমাণ যেন বাড়ছে।

মেঘ ঘুমের মধ্যেই খানিকটা ভ্রু কুঁচকে খাটের পাশে থাকা ল্যাম্প লাইট টি জ্বালিয়ে উঠে বসলো।

বিছানায় তরল কিছুর অবস্থান চোখে পড়তেই মেঘ খানিকটা ভয়ে বিছানা থেকে নেমে রুমের লাইট জ্বালিয়ে রুমটাকে আলোকিত করল। একি... মেঘের চোখ তো আশ্চর্যে কোঠা থেকে বেরিয়ে আসছে। মুখের বাক শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে। মেঘ কিছু বুঝতে না পেরে তাড়াহুড়া করে আবির কে ডাকলো। আবির ঘুমো ঘুমো চোখে মেঘ থেকে জানতে চাইলো কি হয়েছে? কিন্তু মেঘ যেন কথা বলার শক্তি হারিয়েছে। আঙ্গুল দিয়ে বিছানার দিকে দেখালো। মেঘের আঙ্গুলের ইশারা বুঝতে পেরে আবির ও বিছানার দিকে লক্ষ্য করল।

আবির মুহূর্তেই ঘুম ছেড়ে সোজা হয়ে বসলো। মেঘের কাছে গিয়ে বলল : তুমি ঠিক আছো? মেঘ কাঁদো কাঁদো হয়ে উত্তর দিল: হুম কিন্তু হঠাৎ করে এত ব্লাড কেন বের হলো? আমাদের বেবি ঠিক আছে তো?

আবির চিন্তিত মুখ নিয়ে মালিহা খানের দরজায় গিয়ে টোকা দিল। মালিহা খান

এত রাতে আবিরকে দরজার বাইরে দেখে চিন্তিত মুখে শুধালো: কি হয়েছে?

আবিরের মুখে মেঘের কথা শুনেই মালিহা খান হালিমা খানকে ডেকে নিয়ে উপরে মেঘের রুমে চলে গেল।

মালিহা খান ও হালিমা খান মেঘ আবিরের রুমে ঢুকে দেখলো মেঘ যুবু থুবু হয়ে ফ্লোরে বসে আছে। দুজনেই চিন্তিত মুখ নিয়ে মেঘের নিকটে পৌঁছালো।

মালিহা খান চিন্তিত মুখে শুধালো: কি হয়েছে মেঘ তোর? কেমন লাগছে আমাকে একটু খুলে বলতো...

মেঘ কাঁদো কাঁদো মুখ নিয়ে আম্মু আর বড় আম্মুর দিকে তাকিয়ে আছে। পাশেই চিন্তিত ও অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে আছে আবির।

হালিমা খান তো চিন্তায় হাউমাউ করে কেঁদেই দিল। আর কাঁদবে নাইবা কেন... কি হচ্ছে তার ছোট্ট মেয়েটার সাথে।

আল্লাহ না করুক, যেভাবে ব্লাড গিয়েছে বাচ্চাটার যদি কিছু হয় তাহলে মেয়েকে কিভাবে সামলাবে সে।

মায়ের কান্না দেখে এবার মেঘ ও হাউ মাউ করে কেঁদে দিল।

মালিহা খান হালিমা খানের উদ্দেশ্যে বলল: হালিমা.. কি করছিস তুই? তুই যদি এভাবে কান্নাকাটি করিস তাহলে মেঘকে কিভাবে সামলাবো।

এবার হালিমা খান মনে হয় কিছু বুঝলো.. চুপ করে মেঘের পানে তাকিয়ে আছে।

মালিহা খান মেঘকে ফ্লোর থেকে তুলে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসিয়ে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি এগিয়ে দিল। বলল: এটা খা ভালো লাগবে..

ভয়ে মেঘের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। পানির গ্লাসটা সামনে পেয়েই মেঘ সাথে সাথে সেটা নিয়ে এক চুমুকে পুরো গ্লাসের পানি খেয়ে নিল।

এবার আবির ও রুমের বাইরে চলে গেল। হয়তো প্রাইভেসি দিল মামুনি ও আম্মুকে। চিন্তায় তার মাথার

ভিতরে ধব ধব করছে। মনে মনে আল্লাহকে হাজার বার বলছে মেঘের যেন কিছু না হয়।

মেঘ.. তোর শরীরে কি কোন অস্বস্তি বা দুর্বলতা লাগছে? মালিহা খানের প্রশ্নে মাথা তুলে তাকালো মেঘ। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে আওরালো: না বর আম্মু..

মালিহা খান: পেটেও ব্যথা করছে না?

মেঘ: না ..

মালিহা খান: শরীরে কি কোন অসুস্থতা লাগছে না?

মেঘের এবারও শান্ত জবাব: না.. আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি.. শুধু সন্ধ্যায় কোমরে ব্যথা পেয়েছি বলে কোমরে হালকা চিনচিনে একটু ব্যথা আছে..

মালিহা খান কিছুক্ষণ ভেবে তারপর জবাব দিল, যেহেতু এখনো পেটে ব্যথা বা কোন সমস্যা দেখা দেয়নি তার মানে ইনশাল্লাহ বেবি হয়ত ভালো আছে তুই চিন্তা করিস না। রুমের বেডশীট টা চেঞ্জ করে দিয়ে যাচ্ছি তুইও চেঞ্জ করে নে..

মেঘ: কিন্তু বড় আম্মু..

মেঘের কথা শেষ না হতেই বাদ সাধলো মালিহা খান। আর কোন কথা না যেহেতু শরীর সুস্থ আছে

সেহেতু শুয়ে পর .. আর আগামীকাল সকালে তোকে নিয়ে ডক্টরের কাছে যাব চেকআপ করাতে।

মেঘ মালিহা খানের দুহাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল: বড় আম্মু.. আমার বেবি টার কিছু হবে না তো?

মালিহা খান: আমার এত বছরের অভিজ্ঞতা বলছে কিছুই হবে না হয়তো। তাও আগামীকাল ডক্টরের কাছে গিয়ে চেকআপ করিয়ে নিব।

মেঘ আর হালিমা খান এবার যেন একটু স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললো। দুই জা মিলে মেঘের বিছানা পরিবর্তন করে মেঘকে চেঞ্জ করিয়ে তারপর বিছানায় শুয়ে দিয়ে গেল।

মালিহা খান হালিমা খান রুম থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আবির রুমে ঢুকলো। মেঘ আবিরের পানে তাকিয়ে হঠাৎ যেন থমকে গেল, কি বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তার আবির ভাইকে। এলোমেলো কতগুলো চুল ঘামে মাখা কপালে পড়ে আছে। অসহনীয় চিন্তার কারণে আবিরকে আজকে মেঘে দুই নয়নে অনেক এলোমেলো লাগছে। সব সময় গুছিয়ে থাকা ছেলেটা

ও আজ নিজের ভালোবাসার মানুষের চিন্তায় অগোছালো হয়ে গেছে।

মেঘ আবিরের অতিরিক্ত চিন্তা বুঝতে পেরে ইশারা দিয়ে আবিরকে তার সামনে র ডাকলো। আবিরও ছুটে গিয়ে ছোট বাচ্চাদের মত মেঘকে জাপটে ধরল। মেঘ আবিরের মাথার আবিরের চুলের ফাঁকে তার চিকন চিকন আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে বলল: এমন বাচ্চাদের মত কেন করছেন বলুন তো.. এইতো আমি ঠিক আছি।

আবির এবার মেঘকে আরো শক্ত করে ধরল মনে হচ্ছে সে ছেড়ে দিলেই বুঝি কেউ নিয়ে যাবে।

মেঘ বুঝিয়ে শুনিয়ে আবিরকে শান্ত করল কিন্তু আবিরের মন যেন কিছুতেই মানছে না তাই বারবার জিজ্ঞাসা করছে সব ঠিক আছে কিনা..

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেঘ মুচকি হাসলো। জানালো সে সুস্থ আছে তার পরেও আগামীকাল সকালে ডাক্তারের কাছে গিয়ে চেকআপ করিয়ে নিবে। আর এটাও বলল মালিহা খান যে বলেছে বাচ্চার ক্ষতি হওয়ার মতো কোনো সম্ভাবনা এই মুহূর্তে দেখছে না। ইনশাল্লাহ বাচ্চা হয়তো ভালো আছে।

আবির একটু স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলল। মেঘকে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

আবিরের বুকে মাথা রেখেও অন্ধকারে মেঘ তাকিয়ে আছে। তার দু চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। কেন জানি মনে হচ্ছে কিছু যেন ঠিক নেই। মনটা বারবার কূ ডাকছে। তখন আবিরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অনেক কিছুই তো বলল মেঘ। কিন্তু এখন সে নিজেকে বোঝাতেই অক্ষম।

দু চোখের পাতা আজ কিছুতেই এক হচ্ছে না। কেন জানি মেঘের বারবার মনে হচ্ছে এই রাত ই কি আবির ভাইয়ের সাথে আমার শেষ রাত। কথা টা ভাবতেই যেন সারা শরীর কাটা দিয়ে উঠলো।

আবির একটু স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলল। মেঘকে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

আবিরের বুকে মাথা রেখেও অন্ধকারে মেঘ তাকিয়ে আছে। তার দু চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। কেন জানি মনে হচ্ছে কিছু যেন ঠিক নেই। মনটা বারবার কূ ডাকছে। তখন আবিরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অনেক কিছুই তো বলল মেঘ। কিন্তু এখন সে নিজেকে বোঝাতেই অক্ষম।

দু চোখের পাতা আজ কিছুতেই এক হচ্ছে না। কেন জানি মেঘের বারবার মনে হচ্ছে এই রাত ই কি আবির ভাইয়ের সাথে আমার শেষ রাত। কথা টা ভাবতেই যেন সারা শরীর কাটা দিয়ে উঠলো।

দীর্ঘ একটা চিন্তিত আধার রাতের পর ধরণীতে আবারো দেখা দিল সোনালী রুদ্র উজ্জ্বল সকাল। আবির আর মেঘের জীবনেও কি আধার কাটিয়ে উজ্জল রোদের সোনালী আলো দেখা দিবে?

এখন শুধু এটাই দেখার পালা;;;;;

মেঘের অসুস্থতার কথা শুনে, সকাল সকাল মেঘের রুমে হাজির হলো বন্যা আর মিম। দুজনে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টোকা দিল।

দরজা খোলা আছে, ভেতরে এসো। ভেতর থেকে আবিরের শব্দ পেয়ে মীম আগে রুমে ঢুকলো। পিছু পিছু বন্যাও এসে দাঁড়ালো মিমের পাশে।

আবির ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছে। মূলত সে রাকিব ও রাসেলকে অফিসের কিছু জরুরী ডিটেইলস ইমেইল করছিল। আজ আবির অফিসে যাবে না। তাই সে রাকিব ও রাসেলকে সব কাজ সামলে নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছে।

মেঘ পাশেই চুপচাপ শুয়ে আছে।
মেঘ সকাল থেকেই নিচে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে। কিন্তু আবিরের ধমকের কারণে নিচে যেতে পারছে না। আবিরের একটাই কথা "রেস্ট নাও"
আবির বন্যা ও মিমকে দেখে রুম থেকে বের হয়ে গেল। এবার যেন বন্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এতক্ষণ যাবৎ আবিরকে দেখে বন্যা ভেতরে নিঃশ্বাস আটকে রেখেছিল। এ বাড়িতে এসেছে বন্যার প্রায় সাত মাস হলো। কিন্তু এখনো আবিরের সামনে বন্যা মিম আদির মতো মিশতে পারে না। যতই হোক বড় ভাসুর তো...
মেঘ, বন্যা ও মিমকে দেখে উঠে বসতে চাইলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বন্যা আটকে দিল। বলল: শুয়ে থাক.. মোটেও উঠবি না..
বন্যার ধমকের সুরে শাসন শুনে মেঘ কিছুটা ভেবা চ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর রসিয়ে রসিয়ে বলল: এই বন্যা.. আমাকে মোটেও অর্ডার করবি না... তুই কি ভুলে গেছিস আমি তোর বড় জা হই... বলেই মেঘ মিটিমিটিয়ে হাসলো।

হুম.. তুই আমার বড় জা .. কিন্তু এই মুহূর্তে তুই আমার ছোট্ট ননদ আর আমি তোর বড় ভাবি। তাই বলছি চুপচাপ শুয়ে পড়। বলেই মেঘের গায়ে কাঁথাটা দিয়ে দিল। মিম পাশ থেকে ঠোট টিপে হাসছে।

আর হাসবে নাইবা কেন??? মেঘকে কাবু করার মতো বন্যা একটা শক্ত ও সঠিক যুক্তি দেখিয়েছে।

মেঘ পরলো বিপাকে। নিজের কথার জালে নিজেই পেচিয়ে গেছে। তাই নিজের মুখটাকে এখন বন্ধ রাখাটাই উত্তম বলে মনে করলো মেঘ।

বন্যা : কেমন আছিস এখন?

মেঘ: আমি তো পুরোই সুস্থ আছি। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছিনা রাতে কেন এমন হলো?

বন্যা: দোয়া করি সুস্থ থাক.. মেঘ... এখন থেকে তোর নিজের যত্নটা আরো একটু বাড়াতে হবে।

মেঘ: তুইও এবার শুরু করলি আবির ভাইয়ের মতো।

বন্যা মেঘের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল: আবির ভাই তোকে খুব ভালোবাসে মেঘ। তুই নিজেও সেটা ভালোভাবে জানিস। তাও কেন চিন্তা দিস ভাইয়াকে?

মেঘ এবার মাথাটা বন্যার কোলে নিয়ে শুয়ে পড়লো। বন্যার হাতটা মেঘের হাতে নিয়ে মেঘ বলল: বেবি জানিস.. এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবতী নারী মনে হয় আমি... যার আবির ভাইয়ের মতো একটা হ্যান্ডবেন্ড আছে, তোর মত একটা বেষ্টু আছে আর খান বাড়ির মত একটা সুখী পরিবার আছে।

বন্যা মেঘের মাথায় হাত রাখলো। দুই বান্ধবী ই একসঙ্গে খিলখিল করে হেসে দিল।

মিম পাশে দাঁড়িয়ে দুই বান্ধবীর মুক্ত ঝরা হাসি দেখছে। কি অমায়িক সেই হাসি।

মিমের প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। বর্তমান জামানায় এমন নিঃস্বার্থ বান্ধবী পাওয়া আকাশের চাঁদ পাওয়ার নেয়। মিম অপলক দৃষ্টিতে দুই বান্ধবীর অকৃত্রিম হাসি দেখছে।

তখন ই ঘরে এলো হালিমা খান। হাতে তার নাস্তার প্লেট। মূলত মেঘকে নাস্তা খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ডক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। আবির তার পরিচিত এক বন্ধুর সাহায্যে মধ্যরাতেই ডক্টরের সিরিয়াল নিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর মেঘকে সেখানেই নিয়ে যাওয়া হবে।

ইতিমধ্যে আবির ও নিচে এসে নাস্তা করে নিয়েছে। মালিহা খান কে জানালো, সে অফিসে যাবে না এবং মেঘকে নিয়ে আবির ই ডক্টরের কাছে যাবে।

মালিহা খান এতে সম্মতি জানালো। তানভির সাথে যেতে চাইলে, আবির জানালো সে একাই পারবে।

ঘড়ির কাঁটায় বেলা ১১ টা... মেঘ আর আবির কিছুক্ষণ আগেই নার্সিংহোমে এসেছে। ডক্টর কে সকল কিছু খুলে বলার পর, ডক্টর কিছু টেস্ট করাতে দিল।

এখন আবির আর মেঘ ডক্টরের চেম্বার এর বাহিরে সেই রিপোর্টের অপেক্ষা ই বসে আছে।

দুজন খুবই চিন্তিত.. কিন্তু মেঘের থেকেও আবিরকে আজ একটু বেশি ই এলোমেলো দেখাচ্ছে। মেঘ একবার আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে আবার নিচে ফ্লোরের দিকে তাকালো। মনে অসংখ্য প্রশ্ন.. কি হয়েছে? কেন হয়েছে? কবে হয়েছে? কিভাবে হয়েছে?

কি করলে সমাধান হবে এই সমস্যার?

ভাবনার মাঝেই হঠাৎ আবিরের চিন্তিত মুখটা ভেসে উঠলো। মেঘ সঙ্গে সঙ্গেই পাশে বসে থাকা আবিরের

দিকে তাকালো। চুপচাপ নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে। হয়তো গভীর কিছু ভাবছে।

মেঘ এবার নিজেকে একটু সামলে আবিরের দিকে ফিরে বসলো। মেঘের নাড়াচাড়া বুঝতে পেরে আবিরও মেঘের দিকে তাকালো। মেঘ আবিরের দুই হাত মুঠোবন্দি করে বলল: আহিয়ার আব্বু.. প্লিজ আপনি টেনশন করবেন না। আমার কিছুই হয়নি। আমি সুস্থ হয়ে যাবো ইনশাল্লাহ দেইখেন । আর আমাদের বেবিরও কিছু হবে না। আমরা হতে দিব না...

আবির মেঘের কথা শুনে, একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এই মুহূর্তে আবিরের চোখ দুটো যেন মেঘের সারামুখেই বিচরণ করছে। "মেয়েটা কত বড় হয়ে গেছে, এইতো সেদিনই থাপ্পর দিয়েছিলাম বলে আমার সাথে কথা বলেনি। কিন্তু আজ সেই মেয়ে কিনা আমাকে বুঝদারের মত বোঝাচ্ছে" আবিরের এসব ভাবনার মধ্যেই একটা নার্স এসে বলল আপনাদের রিপোর্ট এসে পড়েছে। আপনারা প্লিজ

ম্যামের চেম্বারে যান। আমি রিপোর্টটা সেখানে পৌঁছে দেওয়া ব্যবস্থা করছি।

আবির ছোট করে উত্তর দিল: হুম।

সঙ্গে সঙ্গেই মহিলা নার্সটি জায়গাটি ত্যাগ করল। আবির মেঘের হাত ধরে কাঁপা কাঁপা পায়ে ডক্টরের চেম্বারের দিকে গেল।

আবির: আসবো?

ডক্টর: হুম আসুন।

ডক্টরের সামনে এসে দাঁড়াতেই ডঃ ওদের দুজনকে বসতে বলল। আবির আর মেঘ পাশাপাশি দুইটা চেয়ারে বসে পড়লো। দুইজনের চেহারায় ই চিন্তার ছাপ দেখে ডক্টর এবার বলা শুরু করল।

ডঃ: মিস্টার খান... প্লিজ এতটা টেনশন করবেন না। মহান আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে যত সমস্যা সৃষ্টি করেছেন, তার সমাধান ও সৃষ্টি করেছেন।

আবির এবার মাথা তুলে ডক্টরের দিকে তাকালো। আস্তে আস্তে বলল: ডক্টর কি হয়েছে মেঘের? সিরিয়াস কিছু?

আবিরের আগ্রহ উদ্দীপনা দেখে ডক্টর কিছুটা মুচকি হাসলো। মেঘ আর আবির সে দিকেই তাকিয়ে আছে।

ডঃ: দেখুন মিস্টার খান.. আপনার ওয়াইফের সমস্যাটা অতি জটিল আবার অতি সহজ।

আবির খানিকটা ভ্রু কুঁচকে ডক্টরের মুখে পানে তাকালো।

ডঃ: আপনার স্ত্রীর "প্লাসেন্টা প্রিভিয়া" দেখা দিয়েছে। ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী চললে এই রূগকে ধ্বংস করে, বাচ্চার ফুটফুকে আদল দেখার সৌভাগ্য হবে। কিন্তু কেউ যদি ডক্টরের পরামর্শ অবহেলা করে, তাহলে মা ও শিশু উভয়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

আপনার স্ত্রীকে রুটিন মাফিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করান। বাকি আর কয়েকটা মাস সম্পূর্ণ বেড রেস্টে রাখুন।

ডক্টরের কথার মাঝে মেঘ হঠাৎ ফূরণ কেটে বলল: ডক্টর... প্লাসেন্টা প্রিভিয়া কি?

ডক্টর আবারো খানিকটা হাসলেন। বলল: মিসেস খান.. আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে অনেক প্রেগন্যান্ট মাদারের ই প্লাসেন্টা প্রিভিয়া নামক

রোগের সম্মুখীন হতে হয়। "প্লাসেন্টা প্রিভিয়া " যাকে বাংলায় বলে গর্ভ ফুল নিচে থাকা। গর্ভধারণের পর নারীর দেহের গর্ভফুলের সৃষ্টি হয় যেটা জরায়ুর দেয়ালে লেগে থাকে। গর্ভাবস্থার দ্বিতীয়ার্ধে যোনি থেকে রক্তপাত এই অসুবিধার উপসর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই সময়ে উজ্জ্বল লাল রঙের রক্তপাত ঘটে। কিন্তু শারীরিক কোন ব্যথা বা অসস্তি নাও হতে পারে। কিন্তু এটা মা ও শিশু উভয়ের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ।

ডক্টরের দীর্ঘ কথা শোনা শেষ করে এবার আবির প্রশ্ন করলো: ডঃ এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি?

ডঃ: এই সমস্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ওষুধ হল সম্পূর্ণ বেড রেস্ট। যদি কোন রোগির ওয়াশরুম ঘরের বাহিরে হয়। তাহলে তার ওয়াশরুম ঘরে ব্যবস্থা করে দিতে হবে । যাতে তাকে ওয়াশরুমের জন্য হলেও বাইরে না যেতে হয়। হাঁটাচলা একেবারেই করা যাবে না। ভাড়ি কোন বস্তু তোলা যাবে না। আর হ্যাঁ... স্বামী স্ত্রীর মিলন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এই সময়ে। অবশ্যই এসব শর্ত মেইনটেইন করতে

হবে। তাছাড়া আমি কিছু ওষুধ লিখে দিচ্ছি সেটা নিয়মমাফিক খেতে হবে।

আবির: ওকে..

আবির মেঘকে নিয়ে বাড়িতে এলো। এসে আম্মু বড় আম্মু ও কাকিয়াকে দায়িত্ব দিল মেঘকে যেন খাট থেকে একটু ও না নামতে দেওয়া হয়।

কিছুক্ষণ আগে গাড়ি থেকে নেমে মেঘকে কোলে করে ড্রয়িং রুমে নিয়ে এসেছে আবির। সোফাতে বসিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছে চুপচাপ বসে থাকতে। আবির মালিহা খানকে ডেকে বলল: আম্মু.. নিচের একটা রুম আমাদের জন্য খালি করে দাও। আমরা এখন থেকে নিচেই থাকবো।

মালিহা খান: ঠিক আছে, বাবা। আমি সব গুছিয়ে দিচ্ছি এখনি।

মেঘ ঠোঁট ফুলিয়ে মালিহা খানের দিকে তাকিয়ে আদুরে কণ্ঠে বলল: বড় আম্মু.. তোমার ছেলেকে একটু বোঝাও না প্লিজ। আমার তেমন কিছুই হয়নি যার জন্য রুম পাল্টাতে হবে। আমি ঠিক আছি ,সুস্থ আছি। তাছাড়া ডক্টর তো বলেছে, রেস্টে থাকলেই আর কোন ভয় নেই।

আবির এবার রাগী রাগী চোখে মেঘের পানে তাকালো। মনে মনে বলছে, এই মেয়ে বলে কি? ওর টেনসনে গতকাল সারা রাত আমি ঘুমাইনি। চিন্তায় চিন্তায় আমার পাগল পাগল অবস্থা। মেঘ কেন আমার মনের অবস্থা কখনো বুঝতে চায়

না.. ভাবতে ভাবতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো আবির।

রাগে চোখ মুখ লাল করে মেঘের পানে তাকিয়ে বলল : তুই চুপ কর.. তোর থেকে আমি কিছু জানতে চেয়েছি?

মেঘ সহ সকলেই হতবম্ভ দৃষ্টিতে আবিরের রাগান্বিত মুখের পানে তাকিয়ে আছে।

রাগে চোখ দুটো রক্ত লাল হয়ে আছে।

মেঘ এবার চুপ হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছে আবির অনেক রেগে গেছে। কারণ খুব বেশি রাগ না হলে, আবির কখনোই সকলের সামনে মেঘকে তুই করে কথা বলত না। যদিও বিয়ের আগে সব সময় তুই ই বলতো। কিন্তু বিয়ের পর থেকে রুমের বাইরে কখনোই আবির মেঘকে তুই করে কথা বলে না।

মেঘের কথা শুনে অতিরিক্ত রাগে মেজাজের কন্ট্রোল হারিয়েছে আবির।

তখনই মেঘ আবিরের শব্দ পেয়ে দোতলার সিঁড়িতে এসেছে বন্যা। আস্তে আস্তে নিচে এসে মেঘের পাশে বসলো। মালিহা খান ,হালিমা খান ও আকলিমা খান আবিরের কাছে এসে আবিরকে শান্ত করার চেষ্টা করল।

মেঘ হতবিহ্বল চোখে আবিরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভেবেই পাচ্ছে না যে কি এমন বলেছে যার জন্য এত রেগে গেছে আবির।

মালিহা খান: আবির বাবা শান্ত হ.. মেঘ হয়তো কথাটা না বুঝেই বলে ফেলেছে।

ওকে বুঝিয়ে বল , অবশ্যই বুঝবে।

আবির রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল: হুম .. তোমাদের মেয়ে কোন কথাটা বুঝে বলে। ও সবই তো না বুঝেই বলে। ওকি বুঝতে পারছে না ওর উপরে থাকাটা ঝুঁকিপূর্ণ। নাকি বুঝেও আমাকে টেনশন দিতে চায়। উপরের রুমে দুই দিন একটানা থাকার পরই ওর আবার ইচ্ছে হবে নিচে এসে সবার সাথে কথা বলার। তখন ও আবার এই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে

চলে আসবে। আমি কি অফিস রেখে সারাক্ষণ ওকে পাহারা দিব। কিন্তু ও যদি নিচে থাকে, তাহলে একেক সময় একেক জন ওর খেয়াল রাখতে পারবে। মেঘ নিজেও গল্প করার জন্য সবাইকে নিচে পাবে। সামান্য জিনিসটুকু মেঘ কেন বুঝতে পারে না বলতো?

সবাই আবিরের মুখের দিকে তাকিয়ে রাগী রাগী ভাবে বলা কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল। আবির কে দেখে মনে হচ্ছে মনের এতগুলো কথা বলার পরে ওর রাগটা যেন কিছুটা পড়ে এসেছে।

আবির ধপাস করে সোফায় বসে পড়লো। দুহাতে নিজের মাথা টা চেপে ধরে বলল: আমি মেঘকে নিয়ে আর এত টেনশন নিতে পারছি না আম্মু.. টেনশনে আমার মাথা ছিড়ে যাচ্ছে। যেখানে আমি ওকে সুস্থ রাখতে এত টেনশন করছি। সেখানে ও বারবার এক ঘেয়ামি করছে।

এবার মেঘ উঠে এসে আবিরের পাশে বসলো. মেঘ হেটে এসে আবিরের পাশে বসায় আবিরের রাগটা যেন তরতর করে বাড়ছে। তখনই আবির তার নিজের হাতের উপর একটা শীতল স্পর্শ পেল। হুম..

আবিরের ভাবনা ই ঠিক মেঘ পাশে বসে তার হাতটাকে মেঘের হাতে মুঠোবন্দি করেছে।

টলমল চোখ নিয়ে আবিরের পানে তাকিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলল: প্লিজ আপনি রাগ করবেন না। আপনার মত এত কিছু ভাবনা চিন্তা আমার মাথায় আসেনা। আমরা আজ থেকে দুইজন নিচতলায় ই থাকবো। মেঘের শান্ত কণ্ঠ শুনে আবিরের মস্তিষ্ক যেন সতেজতা ফিরে পেল।

তৎক্ষণাৎ বোধ হলো: একি.. রাগের কণ্ঠে একটু বেশিই বলে ফেলেছি। এতটা না বললেও হয়তবা পারতাম। সঙ্গে সঙ্গেই মেঘের দিকে তাকালো।

মেঘের হাত দুটো নিজের হাতে চেপে ধরে বলল: স্পেরো.. প্লিজ কষ্ট পাস না.. আমি এত কিছু বলতে চাইনি। রাগের মাথায় বলে ফেলেছি।

মেঘ আবিরের পানে তাকিয়ে দুচোখের এতক্ষণে জমে থাকা টলমলে জল গুলো মুহূর্তে ই ছেড়ে দিল। যা গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে আবিরের উরুতে।

আবির অশান্তভাবে মেঘের চোখ দুটো মুছতে মুছতে বলল: প্লিজ আর কান্না করিস না। কাঁদলে তোর মাথা

ব্যথা হবে। আবিরের অসহায় মুখ দেখে মেঘ কান্নার মাঝেই হঠাৎ ফিক করে হেসে দিল।

বলল: আবির ভাই... আই এম সরি.. আমি কোন কিছু না ভেবেই জেদ করেছিলাম ওপরে থাকার জন্য। কিন্তু আমার জন্য আপনার সিদ্ধান্তটাই বেস্ট।

আবির এবার মেঘের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিসিয়ে বলল: এই আমি কি তোর এখনো ভাই হই? মেঘ তোকে নিয়ে আমি আর পারিনা.. তুই কি আমাকে তোর বাচ্চার মামা বানানোর প্লান করছিস ?

আবিরের কথা শুনে মেঘ কিছুটা ভরকে গেল। তারপর আবারও ফিক করে হেসে দিল। মেঘের মুখে হাসি দেখে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা পর আবিরও একটু হাসলো।

ওদের হাসি দেখে, এতক্ষণ যারা ওদের ঝগড়া ,মনোমালিন্য দেখছিল। তারাও হাসলো।

বিকেল ৫ টা বেজে ৩০ মিনিট... মেঘের রুম থেকে শোনা যাচ্ছে ড্রয়িং রুমে সকলের কথাবার্তার আওয়াজ। মেঘের মন চাওয়া সত্ত্বেও সেখানে আজ যেতে পারছে না। তানভীর ও মনে হয় এইমাত্রই বাড়িতে ফিরলো। মেঘ রুমে বসে ভাইয়ার শব্দ ও

পেলো। কিন্তু বাহিরে বের হওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। আবির যে আজ সারাদিন একজন দক্ষ পাহারাদারের মত পাহারা দিয়ে যাচ্ছে মেঘ কে।

এই যে এখন, মেঘ বিছানায় বিরক্তি নিয়ে শুয়ে আছে। আর আবির পাশে বসেই ল্যাপটপে কাজ করছে। মূলত নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফেরার পর মেঘ আর রুম থেকে বের হয়নি। বের হয়নি বললে ভুল হবে, আবির বের হতে দেয়নি। দুপুরের খাবারটা রুমে এনে আবির নিজের হাতেই খাইয়ে দিয়েছে।

খাওয়ার পর থেকে মেঘ একাধারে বিছানায় শুয়ে আছে। কখনো এ পাস আবার কখনও ওপাস, এভাবেই কাটছে সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা। আবির এবার খানিকটা বিরক্তি চোখে তাকালো।

আবির: কি হয়েছে? এমন করছো কেনো?

মেঘের নির্লিপ্ত জবাব: এমনি..

আবির আবারও তার কাজে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করল । কিন্তু মনোযোগ দিতে সে কিছুতেই পারছে না। মেঘ সারাক্ষণ অস্বস্তিভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে। আবির খানিকটা ভ্রু কুঁচকে তাকালো।

তারপর বিছানার সাইড টেবিলে ল্যাপটপটা রেখে, মেঘকে পাজাকোলে তুলে নিল। মেঘ চোখ গোল গোল করে আবিরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল, আবির ওকে ড্রয়িং রুমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সোফাতে বসিয়ে আবির গম গমে কণ্ঠে বলল: যদি সোফা থেকে নেমে এক পা ও হাটিস, আমি তোর পা ভেঙে বিছানায় বসিয়ে রাখবো।

মেঘ ঠোঁট ফুলিয়ে আবিরের মুখের দিকে ফিরে তাকালো। আবির এবার শক্ত কণ্ঠে বললো: এভাবে তাকিয়ে লাভ নাই, যা বলেছি তাই করব । আমার কথা নড়চড় হবে না।

কি হয়েছে আমার বনুর? তানভীর এর কণ্ঠ পেয়ে মেঘ ও আবির দুজনেই সিঁড়ির দিকে তাকালো। দেখলো তানভীর সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

আবার বলল : ভাইয়া,,, তুমি আমার বনুকে কি বলেছ, ও এমন মুখটাকে ফুলিয়ে গোল আলুর মতো করে রেখেছে কেন?

আবির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বলল: পুরান পাগলে ভাত পায় না , আবার নতুন পাগলের আমদানি।

তানভীর এবার কিছুটা তাড়াহুড়া পায়ে আবিরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভাইয়া..

কি হয়েছে? তুমি কি বনুর উপর রাগ করেছ ?

আবির ঠোঁট গোল করে একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেললো। তারপর বলল: তোর বোন আমার কোনো কথা শোনে না তানভীর... তোর বোনকে তুই নিয়ে যা.. যে বউ কথা শোনে না তার শ্বশুরবাড়িতে থাকার প্রয়োজন নেই, তার জন্য বাপের বাড়ি ই বেস্ট।

আবিরের এমন হেঁয়ালি পূর্ণ কথা শুনে উপস্থিত সকলের ভেবাচেকা খেয়ে গেল।

সবচেয়ে বেশি হতবাক হয়েছে বন্যা.. কারণ বিয়ের এই কয়েক মাসে আবিরকে কখনো দেখিনি এমন দুষ্টুমির সুরে কথা বলতে, সারাক্ষণ দেখেছে আবির বাড়িতে

গম্ভীর মুখ নিয়েই চলাফেরা করে। তবে এটাও শুনেছে তানভীদের সাথে আবিরের ব্যবহারটা সম্পূর্ণই অন্যরকম।

তানভীর এবার মেঘের সামনে গেল। পাশে বসে মেঘের মাথায় হাত রেখে বলল: বনু... তুই কি এখনো ছোট বাচ্চা আছিস? তুই জানিস না, ভাইয়া তোকে নিয়ে কত টেনশন করে। তবুও কেন ভাইয়ার কথা শুনিস না?

মেঘ: শুনি তো ভাইয়া.. তুমি জানো, সেই দুপুর থেকে বিছানায় শুয়ে আছি। এখন এইমাত্র এখানে এসে বসলাম।

তানভীর বোনের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল: আমি জানি বনু.. দুপুরে বন্যার কাছে তোর কথা জানতে চাওয়ায়, বন্যা সবই বলেছে। আমি এখন তোর রুমেই যাচ্ছিলাম। তো এখন কেমন আছিস তুই??

মেঘ : হুম.. ভালো।

আবির তানভীরের উদ্দেশ্যে বলল: তানভীর... তুই তোর বোনকে বলে দে, আগামীকাল থেকে আমি যখন অফিসে থাকব। তখনও যেন আমার কথার কোন নরচর না হয়।

আবিরের ব্যাকুল হৃদয়ের অভিমানটা তানভীর বন্যা সহ সকলেই বুঝতে পারলো। কিন্তু মেঘকি বুঝতে পেরেছে? বুঝলেও বা কতটুকু বুঝেছে???

আবিরের কথা শুনে তানভীর মুচকি হেসে মেঘের দিকে তাকাল। ঠান্ডা কণ্ঠে মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল: আর কয়েকটা দিন বনু... একটু কষ্ট করে নে... জানিস তো, সবুরের ফল সর্বদাই মিষ্টি হয়।

মেঘ ছোট করে উত্তর দিল: হুম.. তানভীর প্রশান্তি ময় হাসি হাসলো। হাসলো উপস্থিত সকলেও।

আবির হালিমা খান কে ডেকে বলল: মামুনি দুই কাপ কফি দিও তো।

রান্নাঘর থেকে হালিমা খানের তৎক্ষণাৎ জবাব: তোরা বস , নিয়ে আসছি...

আদি দৌড়ে ছুটে এসে, মেঘের পাশে বসলো। মেঘ সহ সকলেই খানিকটা ভয় পেয়ে গেল। আকলিমা খান সঙ্গে সঙ্গেই আদিকে দিল এক ধমক। বলল: তোকে না কতবার বলেছি, মেঘের কাছে হুটহাট ছুটে দৌড়ে আসবি না। যদি মেঘ ব্যথা পেত...

আদি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল: পাবে না আম্মু.. আমি খেয়াল করেই এসে বসেছি।

এবার আবির সুন্দর মিহি কণ্ঠে আদিকে ডাকল।

আবির: আদি শোন...

আবিরের ডাক কানে আসা মাত্রই আদি ছুটে গেল আবিরের কাছে।

আদি: বলো ভাইয়া..

আবির আদির হাত টেনে তানভীর আর আবিরের মাঝখানে সোফাতে বসালো।

আবির: এভাবে ছুটে এসে তোর মেঘ আপুর কাছে গিয়েছিলি কেন?

আদি খানিকটা চমকালো। চমকানো কণ্ঠে বলল: আসলে ভাইয়া এমনি.. নিজের হাতের চিপসটাকে দেখিয়ে বলল: এই চিপসটা আমি বাবুর জন্য এনেছি.. শুনেছি মেঘ আপু খেলেই বাবুর খাওয়া হবে। তাই আপুকে দিতে আসলাম

হঠাৎ তানভির কান টেনে ধরল আদির। বলল: তুই তো বেশ পাকা হয়েছিস।

উফফফফ ভাইয়া ... ব্যথা পাচ্ছি... কান ছাড়ো... বলেই চিৎকার করে উঠলো আদি।

আকলিমা খান পাশে দাঁড়িয়ে মিটমিট করে হেসে বলল: এবার ঠিক আছে.. আরো বল পাকা কথা। বলেই ওনি রান্না ঘরের দিকে হাটলেন।

সন্ধ্যার আড্ডার পর সবাই যার যার মত রুমে চলে গেছে। পরবর্তীতে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য সকলে নিচে আসলেও। মেঘকে আবির আর রুম থেকে বের হতে দেয়নি।

আবির নিজেই মালিহা খানকে বলে মেঘের খাবার ঘরে আনিয়েছে। এবং তা নিজে হাতেই খাইয়ে দিয়েছে।

এই যে শুনছেন..... আবিরের টি-শার্ট ধরে টানতে টানতে বলল মেঘ। মেঘ শুয়ে আছে। পাশেই আদ শোয়া হয়ে বসে ফোন টিপছে আবির।

আবির: হুম বলো...

আবিরের মুখে সেই চিরচেনা " হুম " শব্দটা শুনতেই মেঘের মনটা যেন প্রশান্তিতে ভরে গেল।

মেঘ : আপনি কি এখন ও আমার উপর রেগে আছেন?

আবির এবার ফোনটা বালিশের পাশে রেখে মেঘের দিকে ঘুরে শুয়ে পড়লো। মেঘের মুখটা দুহাতের

আজলায় নিয়ে ললাটে চুমু আঁকলো। তারপর মেঘকে আস্তে করে নিজের দিকে আরেকটু চাপিয়ে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলল:

মেঘ... আমার ক্লান্ত হৃদয়ের প্রশান্তি তুই... সারা দিনের সকল ক্লান্তি গোধূলি লগ্নে তোর কাছে ফিরলে শান্তিতে রূপ নেয়। তুই আর আমাদের বাবু দুইটাই আমার বড্ড শখের। তোদের কাউকেই আমি কোন পরিস্থিতিতেই হারাতে চাই না। trust me , তোদের ছাড়া সত্যিই আমি বাঁচতে পারব না।

মেঘ আবিরের বুকে মাথা রেখে ঢুকরে কেঁদে উঠলো। ভাঙা কণ্ঠে বলল: আমায় এত কেন ভালবাসেন? কি আছে আমার মাঝে?

আবির মুচকি হাসলো। তারপর মেঘকে আরেকটু শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল: তোর ভেতরে যা আছে হয়তো তা পৃথিবীর অন্য কারো ভিতরে নেই।

বেলা সকাল ৭ টা। বন্যা ভোরের তাপহীন মিষ্টি সূর্যের আলোতে আধো আধো চোখ মেলে তাকালো। শরীরটা একটু বেশিই ভাড়ি লাগছে। ভালোভাবে তাকাতেই দেখলো একজোড়া হাত তার কোমর পেচিয়ে ধরে আছে।

গলার মাঝেও গরম কিছুর আভাস পেতে ই ভালোভাবে চোখ খুলে তাকালো।

দেখলো প্রতিদিনের ন্যায়, তানভীর আজও বন্যার গলায় মুখ ডুবিয়ে তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলছে। বন্যা মায়া ভরা দৃষ্টিতে তানভীরের ঘুমন্ত মুখ অবয়বের দিকে তাকালো। এই মানুষটা বড্ড অদ্ভুত, এত বছর ধরে তানভীর কে দেখে আসছে বন্যা। কিন্তু কখনো বুঝতেই পারেনি, তানভীরের শক্ত খোলসের ভিতরে বাচ্চা একটা মন আছে। আর বুঝবেই বা কি করে.... কখনো তো বুঝার চেষ্টাই করেনি।

বন্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু একি, সে তো নড়াচড়া ই করতে পারছে না। তানভীর যেন আরো শক্ত করে পেচিয়ে ধরেছে বন্যার আঁকাবাঁকা লতানো কোমর। বন্যা একবার তানভীরের মুখের পানে তাকালো। দেখলো তানভীর ঘুমিয়ে আছে। বন্যা খানিকটা কপাল কুঁচকে বিড়বিড় করে বলল: উফফ.. একটা মানুষ ঘুমের মাঝেও এতটা শক্ত করে কিভাবে ধরতে পারে??

ভালোবাসার মানুষকে আর একটু বেশি সময় কাছে রাখার জন্য এই ভিলেন সব পারে ম্যাডাম....

তানভীরের কণ্ঠ শুনে বন্যা হতবম্ভ। বন্যার ভাবনার মাঝেই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। বন্যা কে তানভীর এক হেচকা টানে নিজের বুকের নিচে চাপা দিয়ে বন্যার মুখোমুখি হয়ে বলল: এখন আপনাকে কোথাও যেতে দিচ্ছি না ম্যাডাম..

মুহূর্তেই যেন বন্যার শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। তানভীরের তপ্ত নিঃশ্বাসগুলো আছড়ে পড়ছে বন্যার চোখে, মুখে, গলায়। দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বন্যা খানিকটা মিন মিনিয়ে বলল: প্লিজ এখন ছাড়ুন.. আপনার লেট হয়ে যাবে। আমাকে নিচে যেতে হবে।

কিন্তু তানভীর যেন বন্যার কোন কথা শুনতেই পায়নি। মুখ ডুবালো বন্যার গলায়, কাঁধে। ছোট ছোট চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছে বন্যার চোখ, মুখ ,ঠোঁট ,গলা ,কাধ পেট।

বন্যার শরীরটা যেন শিহরণে বারবার ঝাকুনি দিয়ে উঠছে।

বন্যাও বুঝতে পেরেছে, তানভীর কে হাজার বললেও আর থামানো সম্ভব না। তাই নিজেও সাই দিল তানভীরের পাগলামিতে। মেতে উঠল দুই প্রেমাতাল তাদের প্রেমলীলায়।

ঘড়ির কাঁটা সকাল ৭ টা ৩০ মিনিটে। তানভীর বন্যা দুজনেই ছুটে গেল ওয়াশরুমে। বন্যা ঝটপট ফরজ গোসল সেরে

নিচে চলে আসলো তানভীরের ব্রেকফাস্ট গোছাতে। এসে দেখে ইতিমধ্যে সকলেই ডাইনিং টেবিলে উপস্থিত। তানভীরও তাড়াহুড়া করে হাতে ঘড়ি পড়তে পড়তে নিচে নেমে আসলো।

বন্যা নাস্তা খেতে বলায়, জানালো সে অফিসে গিয়ে খেয়ে নেবে। হালিমা খান ও মালিহা খান ও ছেলেকে জোর করল। কিন্তু তানভীর বরাবরের মতোই মানা করে। লেট হচ্ছে বলেই বের হয়ে গেল। আবির খানিকটা হাসলো। যা হয়তো সকলের চোখের আড়ালেই রয়ে গেল।

আবির খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে বলল: মামুনি, মেঘের খাবারটা আমাদের রুমে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।

হালিমা খান হাতের ঝটপট কাজগুলো শেষ করতে করতে বলল: তুই ভেতরে যা আমি নিয়ে আসছি

আবির রুমে প্রবেশ করে দেখলো, মেঘ... ফোনে কাকে যেন টেক্সট করছে। আবির ধীর পায়ে এগিয়ে

গেল মেঘের দিকে। মেঘের পাশে বসে বলল: সকাল সকাল এত মনোযোগ দিয়ে ফোনে কি করছিস?

আবিরের কণ্ঠ পেয়ে মেঘ মুখ তুলে তাকালো। বলল: তামিমের সাথে চ্যাটিং করছি। জানেন...

আবির সঙ্গে সঙ্গেই বলল : না, জানিনা... বলো।

মেঘ এবার খানিকটা আবিরের দিকে চেপে এসে বসে বলল: আগামী শুক্রবার তামিমের বাগদান সম্পন্ন করা হবে। দুই থেকে তিন মাস পর বউ উঠিয়ে আনা হবে।

আবির খানিকটা হেসে বলল: ওহ...

মেঘ: তামিম বলছে আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি আসতে চায় নিমন্ত্রণের জন্য।

আবিরের শক্ত তমাটে মুখোয়ব যেন আরো শক্ত হয়ে উঠেছে। বুঝতে পেরে মেঘ সঙ্গে সঙ্গে বলল: আরে আপনি রাগ করছেন কেন? আমাকে আগে তো পুরো কথাটা বলতে দিন।

মেঘ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বলল: আমি ওকে বলেছি, বিকালে এসে আমাদের বাড়ি ঘুরে যেতে। কিন্তু বিয়ের দাওয়াতের কোন প্রয়োজন নেই। এখন আমার শরীরের যে অবস্থা আমি যেতে পারব না।

আমরা বরং ওর আনুষ্ঠানিক বিয়েতে যাব কয়েক মাস পরে।

এবার যেন আবিরের কুঁচকানো ভ্রু যোগোল খানিকটা শিথিল হলো। আবির মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল: আমার সাথে থাকতে থাকতে তোর মাথার বুদ্ধি একটু বেড়েছে বলতে হবে।

মেঘ হতভম্ভ ও স্তব্ধ।।

মেঘ যেন স্তম্ভিত, হতবম্ব। কি বলে এই লোক।

টুক.. টুক.. টুক.. দরজায় টোকার শব্দ পেতেই আবির আর মেঘ সে দিকে তাকালো। দেখলো হালিমা খান খাবার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভিতরে এসো মামুনি.. বলেই আবির বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো।

হালিমা খান ভেতরে ঢুকে মেঘের খাবার টা টেবিলে রেখে, মেঘের ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করেই আবার চলে গেল। আবির রুমে থাকায় আর বেশিক্ষণ দেরি করল না।

হালিমা খান যাওয়ার পরেই আবির খাবারের প্লেটটা হাত তুলে নিল। নিজ হাতে মেঘের মুখে খাবার দিতে দিতে বলল: মেঘ..

মেঘ: হুম।

আবির: আমাকে অফিসে আজ যেতেই হবে। তুমি নিজের খেয়াল রাখবে। সঠিক সময়ে লাঞ্চ করবে। তাছাড়া আমার অবর্তমানে তুমি রুম থেকে একটুও বের হবে না।

আগের সব কথাগুলোই মোটামুটি ঠিক ছিল। কিন্তু আবিরের মুখে রুম থেকে না বের হওয়ার আদেশ শুনে মেঘের মুখটা সহসাই অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

আবির তা বুঝতে পেরেই মেঘের মাথায় হাত রাখল। হাত বুলাতে বুলাতে বলল: আমার মেঘ নিশ্চয়ই আমাদের সন্তানের ভালো চায় তাই না?

মেঘের মুখে খাবার থাকা অবস্থায় ই সঙ্গে সঙ্গে মেঘ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো। হ্যাঁ সে চায় তাদের সন্তান ভালো থাকুন।

আবির সন্তুষ্টি চোখে তাকিয়ে মেঘকে দৃঢ় কণ্ঠে আবারো বুঝালো: রুম থেকে বের হয়ে হাটাহাটি করলে ওর.. সমস্যা হতে পারে মেঘ। তুমি নিশ্চয়ই চাও না আমাদের বেবি কষ্ট পাক।

মেঘ আবারও মাথা নাড়িয়ে জানালো সে চায় না।

তুমি সারাদিন রুমেই থাকবে। তোমার যা প্রয়োজন হবে, তা সঙ্গে সঙ্গেই আনিয়ে দেওয়া হবে। প্রয়োজনে আমি তোমার জন্য আরও একটা হেল্পিং হ্যান্ড রাখবো। যে সর্বক্ষণ শুধু তোমাকেই সঙ্গ দিবে। তারপরও তুমি হাটাহাটি করবে না। আমি যদি পারতাম তোমাকে রেখে কখনোই অফিসে যেতাম না। আশা করি তুমি এমন কিছু করবে না যার জন্য আমাকে অফিসে থেকেও টেনশন করতে হয়।

আবিরের দীর্ঘ কথা শুনে মেঘ এবার কিছুটা সিরিয়াস কণ্ঠে বললো: আহিয়ার আব্বু.. আপনি কেন এত টেনশন করছেন। আমি আপনাকে টেনশন দেওয়ার মতো কোন কিছুই করবো না। আপনার সকল কথা মেনে চলবো। আপনি কাজে মনোযোগ দিন ভালোভাবে।

মেঘের প্রতিশ্রুতি শুনে আবির কিছুটা স্বস্তি পেল। মেঘের কপালে দীর্ঘ একটা চুমু দিয়ে বলল: আমি জানি আমার মেঘ আমার সকল কথাই শুনবে। বলেই আবীর যাওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালো।

আহিয়ার আব্বু..

মেঘের কণ্ঠ শুনে আবির মেঘের দিকে তাকালো। ঠিক তখনই মেঘ বিছানায় বসেই আবিরের কোমর জড়িয়ে ধরে, পেটে মুখ ঘুজে দিয়ে বলল: আপনি যখনই ফ্রি হবেন, তখনই আমাকে টেক্সট করবেন। রুমে আমার একা একা ভালো লাগবে না। যদিও বন্যা এসে বসে থাকে। তারপরও আপনি টেক্সট করবেন। আর হ্যাঁ.. আসার সময় আমার জন্য কয়েকটা উপন্যাসের বই নিয়ে আসবেন।

আবির মৃদু হেসে মেঘের মুখটা তুলে, মেঘের কপালে আরেকটা চুমু দিয়ে বলল: আপনি যা হুকুম করবেন তাই হবে ম্যাম। আপনার জন্য এই বান্দা সর্বদাই হাজির।

মেঘ এবার খিলখিলিয়ে হেসে দিল।

গতকাল থেকে আবির যতটা ডিপ্রেশনে ছিল। মেঘ যেন আজ এক মুহূর্তেই তার হাসির ঝলকে সব ডিপ্রেশন কাটিয়ে দিল। মূলত আবিরের এটাই প্রয়োজন ছিল। অফিসে যাওয়ার আগে মাইন্ড ফ্রেশ হওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আজ ইম্পরট্যান্ট একটা মিটিং আছে।

শুনুন..

মেঘের ডাকে আবিরের হুশ ফিরলো।
সেই চিরচেনা কণ্ঠে বলল: হুম
মেঘ আবিরকে আগের মতই জড়িয়ে ধরে রেখে পেটে একটা চুমু খেয়ে বলল: তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন ।
আমির খানিকটা ঠোঁট প্রসারিত করে হেসে বলল: হুম.. ফিরবো।
বেলা প্রায় আড়াইটা। ধরণীতে আজ যেন তাপ প্রবাহের পরিমাণটা অতীবো পরিমাণে বেশি। তাছাড়া ব্যস্ত ঢাকা শহরের ট্রাফিক যানজট তো আছেই। ঘেমে নেয়ে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেছে মিম। এসেই কোন দিকে না তাকিয়ে ই সোজা উপরে চলে গেল নিজের রুমে। উদ্দেশ্য দীর্ঘ একটা শাওয়ার নেওয়া।
৪০ মিনিটের দীর্ঘ একটা শাওয়ারের পর ওয়াশরুম থেকে বেরিয়েই মিম ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হাতে হেয়ার ড্রায়ার টা নিয়ে যেইনা চুলগুলোকে
শুকাতে যাবে তখনই চোখ পরল সামনের মিরোরে।
মিমের তো চক্ষু চড়কগাছ। মুহূর্তেই পিছনে ঘুরে তাকালো। নাহ.. এটা তো কোন চোখের ভ্রম নয় .. জলজ্যান্ত একটা ছেলে মানুষ। তারই বিছানায় এক

পায়ের উপর আরেক পা রেখে চোখ ও কপাল বরাবর এক হাত তুলে শুয়ে আছে। মিম খানিকটা সামনে এগিয়ে গেল।

কে আপনি? আমার রুমে কি করছেন? এই যে হ্যালো...

বিপরীত পাশ থেকে কোন সারা শব্দ না পেয়ে, মীম আবারো ডেকে উঠলো। এই যে মিস্টার.. আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন...

সামনে থাকা অবয়ব টি এবার চোখের পলকেই উঠে বসে পড়লো। ছেলেটির হঠাৎ কর্মকান্ডে মিম খানিকটা ভয় পেয়ে দুই কদম পিছিয়ে গেল। ভয়ে চোখ জোড়া খিচে বন্ধ করে স্থির হয়ে রইলো।

কি ম্যাডাম ভয় পেয়েছেন?

পরিচিত কণ্ঠস্বর পেয়ে, মিম পিটপিট করে চোখ খুলল।

চোখ মেলে তো মীম আরও অবাক।

মিম যেন বাকরূদ্ধ।

চমকিত কণ্ঠে মিম কিছু বলতে না পারলেও আশ্চর্য একটা কাজ করে ফেলল। মূহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়লো আরিফের বুকে।

আরিফও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো তার প্রিয়সিকে। দীর্ঘ পাঁচ মাস পর তাদের দেখা। আরিফ বাবার ব্যবসার কাজে নতুন নতুন জড়িত হওয়ায়, খুব বেশি একটা সময় পায় না খান বাড়িতে আসার। গত পাঁচ মাস আগে একবার মিমের কলেজের পাশে র কফি শপে তাদের দেখা হয়েছিল।

দীর্ঘ পাঁচ মাসের তৃষ্ণা যেন মিটলো আজ।

ছাড়ো এবার.. আরিফের নিশাতুর কণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে মিম আস্তে করে বলল: য়ু.. হুম..

আরিফ খানিকটা মুচকি হাসলো। তারপর আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো তার লাজুক লতাকে।

আরিফ ধীরে ধীরে তার হাতের বাঁধন আরো শক্ত করল। মিমের এবার মনে হচ্ছে তার শরীরের হাড়গোড় গুলো যেন ভেঙে যাবে। হঠাৎই কি মনে করে যেন মিম মোচড়ামুচড়ি করে নিজেকে ছাড়াতে চাইল।

আরিফ একটু বিরক্ত কণ্ঠে বলল: এতক্ষণ তো ছাড়তে চাইলে না, এখন আবার মোচড়া মুচড়ি কেনো করছো?

মীমের মস্তিষ্কে যেন হঠাৎ ই টনক নরলো.. এভাবে যদি ওদেরকে কেউ দেখে নেয়, তাহলে পরিণতি কি হবে তা ভেবেই মিমের হাত-পা কাঁপুনি দিয়ে উঠলো। এবার আরিফ মিমকে বাহু থেকে আলগা করে, মিমের মুখটা দুহাতে আজলায় নিয়ে নেশাক্ত কণ্ঠে বলল: কি হয়েছে জান.. এভাবে কাঁপছো কেন? আমার ছোঁয়া কি তোমার অনেক খারাপ লাগছে?

মিম মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালো। না তার খারাপ লাগেনা। মিম আরিফের চোখের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আওরালো: কেউ চলে আসবে..

মিমের মুখে অনার্থক ভয়ের কথা শুনে আরিফ কিছুটা বাঁকা হাসলো। যা মিমের চোখের অগোচরেই রয়ে গেল।

আরিফ মুখটাকে একটু কঠিন করে মিমের দিকে তাকিয়ে বলল: আসুক.. তাতে আমার কি?

মিম একটু কাচুমাচু হয়ে দাঁড়ালো। কি বলছেন এসব? এখনো সঠিক সময় আসেনি। আপনার কথা জানতে পারলে তখন সবাই মিলে আমাকে ঘাড় ধরে

বিয়ে দিয়ে দেবে.. তখন দেখবো কি করেন আপনি.. আর এত সাহস ই বা কোথায় যায়...

মিমের কথা শুনে আরিফ আবারো এক হেচকা টানে মিমকে বুকে এনে ফেলে বলল: জান.. এই হাতটা তো তোমাকে ছাড়ার জন্য ধরিনি। জীবনে যত বাধাই আসুক কখনো কোন পরিস্থিতিতেই আমি তোমাকে ছাড়বো না।

আরিফ মিমের মাথা টা কে বুকের মাঝে আরেকটু চেপে ধরে বলল : তুমি কি শুনতে পাচ্ছ এই বুকের ধুকপুকানি? গত পাঁচ মাসে এই মনটা অস্থির হয়ে আছে, কখন তোমায় এক নজর দেখতে পারব সেই আশায়।

আরিফের মুখে ভালোবাসা মেশানো ধ্বনি গুলো শুনতে পেয়ে , মিম আরো শক্ত করে আরিফকে জড়িয়ে ধরলো..

পারলে আরিফের বুকের মাঝেই ঢুকে যেতো মিম। কিন্তু আফসোস!!! তা তো আর সম্ভব না...

পূর্বের ন্যায় মিমের মাথাটা নিজের বলিষ্ঠ ঢেউ খেলানো বুকে রেখে ই আরিফ আবারো বলতে শুরু

করল... জান... গত পাঁচ মাসে আমি তোমাকে অনেক মিস করেছি...

এবার মিমও বলে উঠলো: আমিও আপনাকে মিস করেছি। আপনাকে ভিডিও কলে দেখে আমার মন ভরে না।

আরিফ একটু দুষ্টুমির কণ্ঠে বলল: ওহ.. তাই??

মিম: হুম...

আরিফ: কতটা মিস করেছো?

মিম এবার হাতের কর গুলো গুনতে গুনতে বলল: গত পাঁচ মাসে আমি আপনাকে ১৫০ দিনে ১৫০ বার মিস করেছি। ৩৬০০ ঘন্টায় ৩৬০০ বার মিস করেছি। ২১৬০০০ মিনিটে ২১৬০০০ বার মিস করেছি। ১২৯৬০০০০ সেকেন্ডে ১২৯৬০০০০ বার মিস করেছি।

মিমের দীর্ঘ কথা শুনে আরিফ শুধুই হাসলো। তারপর মিমকে জানালো, আর মাত্র কয়েকটা বছর ধৈর্য ধরো। তারপর ই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাবো আমার বউ করে।

আরিফের মুখে বউ কথাটা শুনেই মিম লজ্জায় আরো গুটিসুটি হয়ে দাঁড়ালো।

আরিফ আবারো বলল: মন দিয়ে নিজের লেখাপড়াটা শেষ করো। তাছাড়া তোমার আব্বু ভাইয়াদের কাছে যোগ্য পাত্র হওয়ার জন্য আমার নিজেকেও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন। এই কয়েক বছরে আমি নিজেও সবটা গুছিয়ে নিতে পারবো। এই পাঁচ মাসে আমি চাইলেই হয়তো তোমার সাথে বারবার দেখা করতে পারতাম। কিন্তু করিনি। আমি চাই, তুমি মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করো। আমাদের সম্পর্ক যেন কোনভাবেই তোমার ক্যারিয়ারে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া আমি নিজেও ব্যবসায় সময় ও শ্রম বাড়িয়ে দিয়ে নিজেকে তোমার যোগ্য করে তুলতে চাই। তাই আমাদের কম দেখা হওয়াই উত্তম। অতিরিক্ত দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশার ফলে যদি কারো নজরে পড়ি, তাহলে দুজনের স্বপ্নই ভেঙ্গে যাবে। হয়তো তোমাকে জোর করে অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দিবে। তুমি কি তা চাও???

আরিফের দীর্ঘ কথা শুনে মিম মাথা তুলে তাকিয়ে জানালো , না সে চায় না।

আরিফ মুচকি হেসে মিমের কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল: তাহলে আরো ধৈর্য ধরতে শেখো। আমাদের

দেখা এবারের মতোই দীর্ঘ সময় পর পর হবে। হতে পারে পরবর্তী সাক্ষাৎ আরো দেরিতে হবে।

এতক্ষণ চুপ করে থাকলেও এবার মিম ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। পরবর্তী সাক্ষাৎ আরো দীর্ঘ সময় পর হবে কথাটা ভাবতেই মিমের দু চোখ ভরে গেল নোনা পানিতে।

আরিফ মিমের চোখের পানি মুছতে মুছতে একটু রাগী কণ্ঠে বলল: তুমি এমন কান্নাকাটি করলে, তোমার সাথে বিয়ের আগে আর দেখাই করবো না। হোক সেটা দুই তিন বছর বা তার বেশি সময়, তখন কি তোমার ভালো লাগবে??

কথাটা কর্নকুহরে পৌছানো মাত্রই মিম মাথা নাড়িয়ে বারবার অসম্মতি জানিয়ে বলল: না..না.. আমি চাইনা।

আরিফ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে চাইলো, গুড গার্ল... আমি জানি আমার মিম পরবর্তী দীর্ঘ সুখের জন্য, বর্তমানের এই সামান্য বিচ্ছেদ টুকু মেনে নিতে পারবে ইনশাল্লাহ।

মিম এবার মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতির কণ্ঠে বললো: হুম.. কয়েকটা বছর কেন.. আমি আপনার জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করতে পারব।

হঠাৎই অদূর থেকে আদির শব্দ ভেসে আসলো। মেঘের রুমে র দিকে গিয়ে হয়তো আরিফকে খুঁজছে। বারবার আরিফ ভাইয়া আরিফ ভাইয়া বলে চিৎকার করছে।

আরিফ শুনতে পেয়েই, মিম কে একান্তভাবে বিদায় জানিয়ে চুপচাপ রুম থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে শুধু আস্তে করে বলল: নিচে এসো।

ঘড়ির কাঁটা যখন বিকেল ৫টায়। তখনই তানভীর আর আবির একসাথে বাড়িতে ঢুকলো। দুই ভাইকে অনেকদিন পর একসাথে বাড়িতে ঢুকতে দেখে মালিহা খান, হালিমা খান এবং আকলিমা খান একটু অবাকই হয়েছিল। পরবর্তীতে তানভীর জানালো: বাড়িতে মাহমুদা খান ও আরিফ আসার ব্যাপারটা আবির নিজেই তানভীর কে ফোন করে জানায়। তাই তানভীর আজ অফিস থেকে সামান্য একটু আগে বেরিয়ে একেবারে আবিরকে নিয়েই বাড়ি ফিরেছে।

দুই ভাই মাহমুদা খানের সাথে কুশলাদি বিনিময় করে ফ্রেশ হতে যার যার রুমের দিকে চলে গেল।

একটা পড়ন্ত বিকেল। চারিদিকে পাখির কলকাকলি শোনা যাচ্ছে। হয়তো তারা নিজ নিজ নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। সারাদিনের প্রখর রোদে শুকিয়ে থাকা গাছগুলো ও যেন বিকেলের স্নিগ্ধতায় সতেজতা ফিরে পেয়েছে।

বন্যা দাঁড়িয়ে আছে তার ব্যালকনিতে। বিকেল পাঁচটা বাজে। হয়তো তানভীরের এখন ছুটি হয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে চলেই আসবে ভেবে বন্যা এই মাত্র ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে। বিকেলের স্নিগ্ধ বাতাস

মন প্রাণ জুড়িয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎই কারো ঠান্ডা হাত কোমর ও পেটে স্পর্শ করায় ,বন্যা ধ্যান ভেঙ্গে সে দিকে তাকালো। মুহূর্তেই মেরুদন্ড বেয়ে যেন শীতল স্রোত বয়ে গেল।

বন্যা অবাক নয়নে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে বলল: আপনি.. এত তাড়াতাড়ি..

তানভীর: হুম... ভাবলাম বউটা অপেক্ষা করছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাই।

ওহ... তাই বুঝি... বলেই তানভীরের গলা জরিয়ে ধরল বন্যা।

তানভীর কোমর চেপে ধরে বন্যাকে আরেকটু নিজের সাথে মিশিয়ে নিল। কপালে কপাল ঠেকিয়ে নেশাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল: বউ ভালোবাসি... অনেক ভালোবাসি

হুম আমিও ভালোবাসি

কালো চুরিদার, এক পায়ে কালো পাথরের একটা পায়েল, কালো ঝলমলে সিল্কি চুল গুলো সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মৃদু বাতাসে দুলছে, কাজল কালো চোখে কি অপলক সেই দৃষ্টি....

যেই দৃষ্টি তীরের ফলার মতো এফোর ওফোর করে দিচ্ছে এক প্রেমিক পুরুষের হৃদয়।

আরিফ বুকের বা পাশে নিজের এক হাত চেপে ধরে তাকিয়ে আছে সিঁড়ি দিয়ে নামা তার প্রিয়শীর পানে। আজ কেন জানি মনে হচ্ছে, হাত দিয়ে চেপে না ধরলে রিদপিন্ডটা লাফিয়ে বক্ষ দেশ থেকে বেরিয়ে পড়বে।

মাশাল্লাহ... মিম তোকে তো অনেক সুন্দর লাগছে.. মিমকে উদ্দেশ্য করে মেঘের কথা শুনে আরিফের

কিছুটা ধ্যান ফিরলো। তাকিয়ে দেখলো এতক্ষণে মিম নিচে নেমে এসে মেঘের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই মাহমুদা খান সহ বাড়ির তিন কর্তি গল্প করায় ব্যস্ত।
আরিফের ধ্যান ফিরতেই সাথে সাথেই বুকের বা পাশ থেকে হাতটা সরিয়ে দিল। আস্তে আস্তে আওরালো...
আরিফ তুই শেষ... এই বাড়িতে আর আসা যাবেনা...
এই মেয়ে তোকে উন্মাদ না বানিয়ে ছাড়বে না..
কিরে.. একা একা কি বিড়বিড় করছিস? আমাদেরও একটু বল শুনি..
আরিফ চোখ ঘুরিয়ে দেখল পাশেই এসে বসেছে তানভীর..
আরিফ: কই ভাইয়া.. কিছু বলিনি তো..
তানভীর: তাই বল... কিছু না বললেই ভালো.. আমি তো আবার ভাবলাম কোনো শাকচুন্নি এসে ভর করল নাকি তোর ঘাড়ে...
আরিফ: ধুর ভাইয়া.. তুমি যে কি বল...
আরিফ মুখে এ কথা বললেও মনে মনে বলল: হুম ভর করেছে তো.. তবে কোন শাকচুন্নি নয়, মিষ্টি একটা কালো পরী... যেই পরীটা এই মুহূর্তে তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

দুধে আলতা গায়ের রঙে কালো চুড়িদারটা বেশ মানিয়েছে মিমকে । কেন যে এই ছোট্ট পরীটা বারংবার বহু বেশে আরিফের সামনে আসে? পরীটা কি জানে না... তাকে দেখলে আরেকটা হৃদয় মুহূর্তেই থমকে যায়... এলোমেলো হয়ে যায় তার সবকিছু ....
উফফসস.. আরিফ আর কিছুই ভাবতে পারছে না.. কথা ঘুরাতে মেঘের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল: ভাবি... ভাইয়া কই?
সঙ্গে সঙ্গেই মেঘ কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল: আমি কি তোর ভাবি আগে নাকি বোন আগে? সবাই আপু বলে তুই কেন আমাকে ভাবি বলিস?
আরিফের তৎক্ষণাৎ জবাব: ভাবি আগে...
মেঘ একটু রাগে কিরমির চোখে তাকিয়ে অভিযোগের কণ্ঠে বলল: আরিফ তুই তোর বোনকে ভুলে গেলি? শুধু ভাইয়াকে সাপোর্ট করছিস যে.. আমি তোর ভাবি আগে হয়েছি নাকি মামাতো বোন আগে হয়েছি...
এবারো আরিফের নিরলস জবাব: ভাবি...
মেঘ এবার কাঁদো কাঁদো দৃষ্টি নিয়ে মাহমুদা খানের দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বলল: দেখেছো

ফুপ্পি... আমাকে কেউ ভালবাসে না, শুধু আবির ভাইকে ভালোবাসে...

মাহমুদা খান এইবার বাড়ির ছোট সদস্যদের কথায় মনোযোগ দিলেন.. আরিফ এর কান টেনে ধরে বলল : কে বলেছে আম্মু.. তাকে কেউ ভালোবাসে না? এই বাঁদর বলেছে?

আরিফের কান তার মায়ের হাতে ধরা দেখে মিম খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো.. যা মুহূর্তেই ঝংকার তুলল আরিফের বক্ষ পিঞ্জরে।

নিজের কান থেকে মায়ের হাতটা সরিয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে রসাত্মক কণ্ঠে বলল: আমি তো ঠিকই বলেছি.. যেদিন থেকে মেঘ আপুকে চিনেছি, সেদিন থেকেই আবির ভাইয়ের বউ হিসেবে তাকে ভাবি বলে সম্বোধন করেছি। আপুকে তো আমি ছোটবেলা থেকে মামাতো বোন হিসেবে চিনতাম না। প্রথমেই চিনেছি ভাবি হিসেবে। তাই আমার ভাবিই আগে।।

সাব্বাস... বলেই কেউ কাঁদে হাত রাখল। আরিফ তাকিয়ে দেখল আবির দাঁড়িয়ে আছে।

এবার আমার বোনটাকে দুইটা মিলে হেনস্থা করবে, ভেবেই মুখ টিপে হাসলো তানভীর.. মনে মনে বলল: আমি কিন্তু আমার বোনের পক্ষেই আছি।

মেঘ তো এবার খানিকটা কেদেই দিল.. আস্তে আস্তে বলল: তোমরা সবাই দেখলে তো আমাকে যে কেউ ভালোবাসে না.. যদি ভালোইবাসতো তাহলে তো আমার ভাই বোন সবাই আবির ভাইকে দুলাভাই বলে ডাকতো।

এই কথা শুনে আবিরের তো চক্ষু চড়ক গাছ। কি বলে এই মেয়ে...

মেঘ তো এবার খানিকটা কেদেই দিল.. আস্তে আস্তে বলল: তোমরা সবাই দেখলে তো আমাকে যে কেউ ভালোবাসে না.. যদি ভালোইবাসতো তাহলে তো আমার ভাই বোন সবাই আবির ভাইকে দুলাভাই বলে ডাকতো।

এই কথা শুনে আবিরের তো চক্ষু চড়ক গাছ। কি বলে এই মেয়ে... শেষ পর্যন্ত আমি নাকি আমার ভাই বোনদের দুলাভাই হবো... এতক্ষণ মনে মনে ভাবনার মাঝেই হঠাৎ আবির একটু জোরেই বলে ফেলল: It's impossible

impossible কথাটা শুনেই যেন তানভীর আবিরের মনের কথা বুঝে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো: আমি কিন্তু আমার বোনের পক্ষে। আবির কে টিটকুনি কেটে বলল: আমি কিন্তু কারো সমন্ধি হই, এটা যেন সে মনে রাখে।

এবার আবির তানভীর এর উদ্দেশ্যে হাস্যকর কণ্ঠে বলল: ভাইজান... আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, একান্তে দেখা করবেন... আমি আপনাকে সম্মানের চুড়ায় নিয়ে যাবো.. কিন্তু আপনি তো আর দেখা করলেন না।

আবিরের হেসে এসে দেওয়া হুমকিটা আর কেউ না বুঝলেও তানভীর বুঝে এবার চুপ হয়ে গেল।

কেটে গেল খান বাড়িতে আরও একটা হাস্য উজ্জ্বল দিন।

সময় চলছে সময়ের গতিতে। সেদিন আরিফ আর মাহমুদা খান চলে যাওয়ার পর কেটে গেছে আরো সাতটা দিন।

আজ শুক্রবার... খান বাড়ির ছেলেদের আজ পাঞ্জাবি পরার দিন। মেঘ বারবার চেষ্টা করছে আবির কে পাঞ্জাবি, পাজামা, টুপি সহ সকল যাবতীয় জিনিস

গুছিয়ে সামনে দিতে। কিন্তু আবিরের কড়া নিষেধাজ্ঞার জন্য সে কিছুই করতে পারছে না। মেঘের ছটফটানি বুঝতে পেরে আবির পাঞ্জাবি আর টুপিটা নিয়ে বিছানায় এসে বসলো। মেঘের হাতে পাঞ্জাবি ও টুপিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল: নাও... এগুলো আমাকে পরিয়ে দিয়ে নিজের মনের ছটফটানি কমিয়ে মনটাকে একটু স্বস্তি দাও।

মেঘ বহু দিন পর একটা কাজ পেয়ে তো মহা খুশি। অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আবি র এমনিতেই কোন কাজ করা পছন্দ করে না, আর এখন কয়েকদিন ধরে তো বিছানা থেকে নামতেও দিচ্ছে না।

মেঘ হাসি হাসি মুখে পাঞ্জাবি টা আবির কে পরিয়ে দিল। টুপিটা মাথায় দিয়েই মেঘ বলে উঠলো, মাশাল্লাহ... আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে ,আহিয়ার আব্বু...

মেঘের কথা শুনে আবির একটু মুচকি হেসে মেঘের কপালে চুমু দিলো।

আদি... এই আদি... তাড়াতাড়ি আয়... এবার মসজিদে খুতবা শেষ হয়ে, নামাজ আরম্ভ হয়ে যাবে

মনে হয়। একটা শুক্রবারও তোর জন্য তাড়াতাড়ি নামাজে যেতে পারি না...

বাহির থেকে তানভীরের আওয়াজ শুনে, এবার আবির ও বের হয়ে গেল নামাজের উদ্দেশ্য। এখন শুধু তিন ভাই ই নামাজে যাবে। বাড়ির তিন কর্তা অনেক আগেই মসজিদে চলে গেছে।

ছেলেরা সবাই চলে যাওয়ার পর বাড়ির মেয়ে বউরাও জুম্মার নামাজ আদায় করে নিল। হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরে আসবে। তাই বাড়ির তিন কর্তি টেবিলে খাবার গোছানোয় ব্যস্ত। বন্যা ও সাথে সাথে এগিয়ে দিচ্ছে সবকিছু।

বন্যার মতে এই বাড়ির মানুষদের কথা যত বলা হবে ততই যেন কম হয়ে যাবে। এক কথায় এই বাড়ির সকল সদস্য গুলো অসাধারণ ও চমৎকার ব্যক্তিত্বের অধিকারি।

বাড়ির কর্তারা বন্যাকে নিজেদের বাড়ির মেয়ের মতো আদর করে। আর হালিমা খান, মালিহা খান ও আকলিমা খানের কথা তো বলে শেষ করা যাবে না। মেঘ ও মিমের স্থানটা এই বাড়ির যে জায়গায়। বন্যা

কেউ তারা সেই জায়গায় রেখেছে। মূলত এই বাড়ির কর্তিরা চায় , বন্যা, মেঘ আর মিমের মত কোন কাজকর্ম না করুক। তাদের পরবর্তীতে তো এই ঘর এই সংসার মেঘ, বন্যা ও আদির বউকেই সামলাতে হবে। তখন না হয় তারা করবে।

কিন্তু বন্যা এসব মানতে নারাজ। তাই মাঝে মাঝেই জোর করে ঢুকে পড়ে কিচেনে। হালিমা খান ও মালিহা খানের হাতে হাতে রান্নার সরঞ্জাম গুলো এগিয়ে দেয়। আজকাল নিজের মা দূরে থাকার কষ্টটা এই তিন মহীয়সী নারীকে দেখলেই বন্যা ভুলে যায়।

হুম মহীয়সী...

মহীয়সী নাহলে কেউ ছেলের বউকে নিজের মেয়ের মত রানী করে রাখতে পারে?

তাছাড়া মেঘ ,মিম, আদির কথা আর কি বলবে বন্যা। ওরাতো অসম্ভব ভালোবাসে বন্যাকে।

বন্যা মনে মনে এসব ভেবে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করল। এমন একটা পরিবার পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। যেই পরিবারে আবির ভাইয়ের মত

একটা বড় ভাই আছে, সেখানে তো স্নেহের কোন অভাবই নেই।

বন্যার এসব ভাবনার মাঝে ই বাড়ির মেইন গেট পেরিয়ে ঢুকলো বাড়ির সকল ছোট বড় পুরুষ সদস্য। আবির এসেই রুমে চলে গেল মেঘকে খাওয়ার উদ্দেশ্যে ড্রয়িং রুমে আনতে। ৫ মিনিটের ভেতর নিয়েও আসলো।

চলমান...

আবির মেঘকে নিয়ে এসে চেয়ারে বসিয়ে দিল। তারপর নিজেও নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলো।

আজ শুক্রবার বলে খান বাড়ির প্রতিটা চেয়ার ই পরিপূর্ণ। তানভীর বন্যার বিয়ের পর থেকে খান বাড়ির ডাইনিং টেবিলে যোগ হয়েছে আরেকটা চেয়ার, যা তানভীর এর পাশে বন্যার জন্য অবস্থিত। বন্যা সচরাচর সবার সাথে বসতে চায় না। ও সব সময় চায় নিজের মা তুল্য শাশুড়িদের সাথে বসেই খেতে। কিন্তু শুক্রবার দিন আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান ও ইকবাল খান সহ সকলের জুড়াজুড়িতে একসাথে বসতেই হয়।

খানবাড়ির সকল সদস্য দুপুরের খাবার খেতে ব্যস্ত। বাড়ির তিন কর্তি সবাইকে খাবার সার্ভ করে দিচ্ছে।

হঠাৎই আলী আহমেদ খান আবিরের উদ্দেশ্যে বললেন: আবির... তুমি যদি একদিনের জন্য আমাদের রাজশাহী অফিসে যেতে তাহলে অনেক ভালো হতো। শুনলাম সেখানে কিছু প্রবলেম হয়েছে ।

আলী আহমেদের কথা শুনে মেঘ আবিরসহ সকলেই মাথা তুলে তাকাল।

আবির: কিন্তু আব্বু, মেঘ এখন অসুস্থ ওকে এই অবস্থায় রেখে আমি এত দূরে, শহরের বাহিরে কি করে যাই?

আলী আহমেদ খান: আমি বুঝতে পারছি তোমার ব্যাপারটা। কিন্তু আজ রাতের গাড়িতে ইকবাল সিলেটে যাবে। আর মোজাম্মেলের শরীরটাও ভালো না ওকে কি করে বলি এতদূর যেতে।

ভাইজানের কথার পরপরই কথা বললেন মোজাম্মেল খান: ভাইজান..... থাক না, আবির যেহেতু যেতে চাচ্ছে না আমিই যাই।

মোজাম্মেল খানের কথা শুনে এবার আবির উত্তর দিল: আচ্ছা ঠিক আছে। আমিই যাবো... কবে যেতে হবে?

মুখে হাসির রেখা টেনে আলি আহমেদ খান জানালেন: আজ রাতের গাড়িতেই চলে যাও। কাল সারাদিনে সকল সমস্যার সমাধান করে, আবার না হয় কাল রাতের গাড়িতে ফেরত এসো।

আবির: ঠিক আছে আব্বু...

বলেই আবির খাওয়া শেষ করে ব্যাছিং এ হাত ধুতে চলে গেল।

এবার মোজাম্মেল খান তানভীরের উদ্দেশ্যে বললেন: তোমার কি খবর? চাকরি জীবন কেমন চলছে? ভালো লাগছে তো?

তানভীর খানিকটা হেসে জবাব দিল: এইতো আব্বু, আলহামদুলিল্লাহ ভালো যাচ্ছে।

এতক্ষণ যাবৎ মেঘ , আদি ও মিম ফিসফিসিয়ে কথা বলে দুষ্টুমি করলেও এখন আব্বু ও বড় আব্বুর কথায় সবাই চুপ হয়ে গেছে। আবিরের রাজশাহী যাওয়ার কথা শুনে বন্যা তো বারবার মেঘের মুখের

পানে তাকাচ্ছে। এতক্ষণ হাসিখুশি থাকা মেয়েটা যেন এখন কেঁদেই দিবে।

আবির এসে যথারীতি মেঘকে আবার রুমে নিয়ে গেল। মেঘের এখন প্রায় আট মাস চলে। সময়ের তুলনায় পেটটা যেন একটু বেশিই উঁচু হয়েছে। মেঘের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন পরলে বেশিরভাগ আবির নিজেই ধরে ধরে নিয়ে যায়। আর আবিরের অনুপস্থিতিতে হালিমা খান , মালিহা খান, আকলিমা খান ও বন্যা তো আছেই।

এখন সন্ধ্যা সাতটা। মেঘ একাই রুমে শুয়ে আছে। তার

মনটা আজ ভালো নেই। একটু পর তার আবির ভাই রাত দশটার গাড়িতে রাজশাহী চলে যাবে। ভেবেই যেন মেঘের দুই চোখ নোনা জলে ভরে যাচ্ছে।

আবির গিয়েছে দ্বিতীয় তলায় তাদের আগের রুমে। এই তো কিছুক্ষণ আগে, রাকিব আর রাসেল এসেছে। মূলত আবির নিজেই ওদের ডাকিয়েছে। যেহেতু আজ হঠাৎ করেই রাজশাহী যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই আবির আগামীকালের সকল কাজকর্ম রাকিব আর রাসেলকে বুঝিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু রাকিব আর রাসেল তা মানতে নারাজ। তাদের একটাই কথা: বন্ধু.. এতকিছু কেন বোঝাচ্ছিস মাত্র একটা দিনের ব্যাপারই তো। তারপর তুই ফিরে এসেই সবকিছু নিজের মতো সামলে নিস।

ওদের কথা শুনে আবির কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। ওদের কি করে বোঝাবো,, আজ মনটা কেমন জানি কু গাইছে.... যদিও কখনো এরকম কিছু আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমার মেঘ তো করে, ওর সাথে থাকতে থাকতে দিন দিন ওর মতোই হয়ে যাচ্ছি। আজ কেন জানি মনে হচ্ছে, আমার মেঘের সাথে এই দেখাই যেন শেষ দেখা।

রাসেল আবিরকে ডেকে বলল: কিরে, আবার কি ভাবতে বসলি। রাসেলের ডাকে আবিরের ভাবনাচূত হলো। তারপর খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে রাকিব ও রাসেলকে সবটা বুঝিয়ে দিল।

রাকিব আবিরের কাঁদে হাত রেখে বলল: কিরে বন্ধু.... কোন সমস্যা? কি নিয়ে এত টেনশন করছিস?

আবির এবার রাকিবের উদ্দেশ্যে বলল: জানিনা রে..

তারপর আবির খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবারো বলল: রাকিব শোন.. আমি যেটুকু সময় বাড়ির

বাহিরে আছি। সেটুকু সময় তোরা কেউ ফোন বন্ধ রাখবি না। আমি বাড়িতে না থাকা অবস্থায় (আল্লাহ তায়ালা না করুক) মেঘের যদি কোন সমস্যা হয়, তাহলে তানভীর যেনো সাথে সাথে তোদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

আর তুই তো জানিসই, ওর জন্য আমি কাদেরকে রক্ত দেওয়ার কথা বলেছি।

রাসেল স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল: তুই এত টেনশন করিস না।

মেঘের তো এখনো ডেলিভারির সময়ই হয়নি। তাছাড়া যে কোন সময় আমরা তোর ফ্যামিলির পাশে আছি। তুই নিশ্চিন্তে যা...

আবির: হুম...

রাত ১১টা বেজে ২২ মিনিট। আকাশে রুপালি থালার মত মস্ত বড় একটা চাঁদ উঠেছে। ঝনঝন শব্দে ট্রেন চলছে। সাথে চলছে আকাশের চাঁদটাও। কিন্তু আবিরের চাঁদ তার পাশে নেই, কাছে নেই। নিস্তব্ধ আবির ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে দূর ঐ আকাশের চাঁদের পানে।

দু চোখের পাতায় ঘুম নেই। মনটা কেন জানি অস্থির ভঙ্গিতে ছটফট করছে। বারবার চোখে ভাসছে আসার সময় মেঘের কান্না ভেজা চোখ দুটো।

এইতো দুই ঘন্টা আগের কথা....

মেঘ আবিরকে বিদায় দেওয়ার সময় অঝোরে কেঁদে ছিল। আবিরকে ঝাপটে ধরে বারবার বলেছিল, "আহিয়ার আব্বু.. আপনি প্লিজ একটু তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করবেন, আমার আপনাকে ছাড়া একটুও ভালো লাগেনা"।

আবির শুধু নিসপলক চোখে তাকিয়ে ছিল মেঘের মুখের দিকে। সে কি করে বোঝাবে মেঘকে... তারও যে ভালো লাগছে না। এবার আবিরও মেঘকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। তারপর হালকা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলল: মেঘ....

মেঘ: হুম..

আবির: আমায় কেন এত ভালবাসিস বলতো.....

মেঘ: জানিনা...

আবির: যদি আমি কখনো না থাকি, তাহলে এত ভালোবাসবি তো??

মেঘ এবার হুহু করে কেঁদে উঠলো.. আর বলল: আপনি এমন করে কেন বলছেন আহিয়ার আব্বু?

আবির এবার মেঘের দু চোখের পানি মুছে দিয়ে ওর বন্ধ চোখের ভেজা পাতায় ওষ্ঠ ছুঁয়ে বলল: এমনিতেই বলেছি পাগলী... দেখলাম তুই কি বলিস?

মেঘ আবারও আবিরকে শক্ত করে ঝাপটে ধরল।

আবির মেঘের মাথায় ওষ্ঠ ছুঁয়ে বলল: মেঘ..

মেঘ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে জবাব দিল: হুম..

আবির: মানুষ মরণশীল... এই দুনিয়ায় আমরা কয়েকদিনের অতিথি মাত্র... যদি কখনো তোর আগে আমার মৃত্যু হয়... তখনও তুই আমার হয়ে থেকে যাস...

কখনো, কোন অবস্থাতেই তোর বাকি জীবনটা অন্য কারো নামে লিখে দিস না... তুই মেঘ আমৃত্যু এই এক আবিরের কাছেই সীমাবদ্ধ থাকিস...

দীর্ঘ কথার পর আবির থামল, কিন্তু তার হৃদয়হরণী মেঘ! তারতো কান্না থামার কোন নামই নেই।

অতঃপর আবির নিজেকে সামলে নিয়ে হাসি হাসি মুখে মেঘকে বলল: আরে পাগলি... সবকিছু এত সিরিয়াসলি কেন নিচ্ছিস? আমি কি এর আগে

কখনো শহরের বাহিরে যাইনি? প্রতিবারের মতো এবারও সুস্থ ভাবে ফিরে আসবো আমার মেঘের কাছে.. আমি তো এমনি বলেছি এসব কথা।

মেঘ এবার আবিরের বুক থেকে মাথা তুলে তাকাল। আবিরের মুখটাকে দুহাতের আজলায় নিয়ে বলল: আহিয়ার আব্বু...

আবির: হুম, বল আহিয়ার আম্মু...

মেঘ: আমাকে কথা দিন, যত যাই হোক.. আল্লাহ তাআলা চাইলে আপনি আমার কাছে আবার ফিরে আসবেন।

আবির মেঘের কপালে দীর্ঘ একটা চুমু খেয়ে বলল: ঠিক আছে, কথা দিলাম। এবার আমাকে বের হতে হবে।

আবির হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল: রাত নয়টা দশ বাজে.. এখন যদি বের না হই তাহলে মনে হয় ট্রেন মিস করবো।

আবির মুখে মলিন হাসির রেখা টেনে আবারো বললো: ম্যাম... একটু হাসেন। আপনার হাসি মুখটা দেখে যেতে চাই।

মেঘ চুপচাপ আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে আছে। আবির সেটা দেখে খানিকটা ঝুঁকে মেঘের পেটে মাথা রেখে বলল: এই যে জুনিয়র... আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আপনার মাম্মা কে একটু হাসতে বলেন.. আমার কথা তো কখনো শুনে না, যদি আপনারটা শুনে। আর হ্যাঁ, মাম্মার খেয়াল রাখবেন।

আবিরের কথা শুনে এবার মেঘ ফিক করে হেসে দিল।

টিং টিং মেসেজের শব্দে অতীতের ভাবনা থেকে বেরিয়ে এলো আবির। তার মেঘবতি মেসেজ দিয়েছে।

একটা সুন্দর সকাল...

মেঘ ড্রয়িং রুমে বসেছে নাস্তা করতে। আলী আহাম্মেদ খান ,মোজাম্মেল খান, ইকবাল খান ও তানভীর একটু আগেই নাস্তা করে বেরিয়ে গেছেন। এখন মেঘ, বন্যা, মিম, আদি ও বাড়ির তিন কর্তি নাস্তা করতে বসেছে।

মালিহা খান মেঘের উদ্দেশ্যে বললেন: মেঘ..

মেঘ খেতে খেতে জবাব দিল: বলো বড় আম্মু...

মালিহা খান: আবির ফোন দিয়েছিল? ওকি পৌঁছে গেছে?

মেঘ: হ্যাঁ বল আম্মু... উনি আরো এক ঘণ্টা আগে ফোন দিয়ে জানিয়েছিল পৌঁছে গেছে। বলেছেন তোমাদের সবাইকে জানিয়ে দিতে। কিন্তু তুমি রুমে ছিলে, তাই জানানো হয়নি।

মালিহা খান: ওহ.. ঠিক আছে..

নাস্তা শেষে সবাই যার যার মত নিজ নিজ কাজে চলে গেল। ড্রাইভার মীমকে কলেজে ও আদি কে স্কুলে পৌঁছে দেবে। বন্যা মেঘকে ধরে তার রুমে পৌঁছে দিল।

বন্যা: ননদিনী... তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।

মেঘ: সারপ্রাইজ!! আমার জন্য?

বন্যা: হুম.. তুই একটু অপেক্ষা কর আমি রুম থেকে নিয়ে আসছি।

বলেই বন্যা তাড়াহুড়া করে ছুটে গেল নিজের রুমের দিকে।

এই দেখ ননদিনী...

বন্যার কথা শুনে মেঘ পিছনে ফিরে তাকালো। বন্যা কখন

ফিরে এসেছে, মেঘ খেয়াল ই করেনি। মেঘ বন্যার দিকে তাকিয়ে দেখলো.. বন্যার হাতে কয়েকটা নকশি কাঁথা। সুন্দর সুন্দর এক কালার কয়েকটা কাপড়ের মধ্যে রংবেরঙের সুতা দিয়ে ডিজাইন করে কাঁথা বানিয়েছে।

এগুলো দেখে মেঘের মুখে সহশায় হাসি ফুটে উঠলো।

মেঘ বন্যাকে জড়িয়ে ধরে বলল: থ্যাঙ্ক ইউ বেবি

বিকেল ৫ টা বেজে ৩০ মিনিট । প্রচন্ড গরমে ঘেমে এইমাত্রই তানভীর বাড়িতে ফিরেছে। রুমে এসেই বন্যা কে বলল: বন্যা... আমার ফোনটা চার্জে দাও। আমি শাওয়ার নিয়ে আসছি। বলেই তানভীর ওয়াশরুমের দিকে চলে গেল।

তানভীরের কথা অনুযায়ী বন্যা ফোনটা চার্জে দিয়ে নিচে চলে গেল কফি আনতে।

ফোন বাজছে তার আপন গতিতে। কে যেন একটার পর একটা কল দিয়েই যাচ্ছে। তানভীর অধৈর্য হয়ে ওয়াশরুম থেকেই বন্যাকে ডাকা শুরু করলো। কিন্তু মেয়েটার কোন সাড়া পেল না।

কিছুটা বিরক্ত ভঙ্গিতে গায়ে সাবান নিয়েই বাহিরে বের হয়ে কল রিসিভ করল তানভীর।

দিনের শুরুতে আবির ভাইয়ের জন্য মনটা ছটফট করলেও বাকিটা সময় খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল মেঘের। দুপুরের পর থেকে বন্যা মিমের সঙ্গে আড্ডা দিয়েই বাকিটা সময় পার করেছে মেঘ। এই যে এখনও ড্রয়িং রুমে বসে সবার কাজকর্ম দেখছে।

বন্যা: ননদিনী... কফি খাবি?

মেঘ: না.... তুই খা...

বন্যা: আমিও খাব না। তোর ভিলেন ভাইয়ের জন্য বানাতে যাচ্ছি। খেলে বল..

মেঘ কোন উত্তর দেওয়ার আগেই সবার নজর পড়লো সিঁড়ির দিকে। তানভীর কানে ফোন চেপে ধরে তাড়াহুড়া করে নামছে। ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছে কোথাও বের হচ্ছে। কিন্তু কোথায় তা বন্যা জানেনা। তাই সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি কোথাও বের হচ্ছেন? কফি বানাচ্ছি খেয়ে যান।

তানভীর: না এখন খাব না। আর শোনো, একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছি। ফিরতে লেট হবে। এমনকি

রাতে নাও ফিরতে পারি। আব্বু জিজ্ঞাসা করলে বলো, খুব ইম্পরট্যান্ট তাই যেতে হবে।

বন্যা আর কিছু বলার আগেই তানভীর হন্তদন্ত পায়ে খান বাড়ির গেট পেরিয়ে গেল। মেঘ আর মিম সোফায় বসে তাকিয়ে আছে।

মেঘ বন্যার দিকে জিজ্ঞাসু তাকিয়ে বলল: বেবি... ভাইয়া কোথায় যাচ্ছে?

বন্যা ঠোঁট উল্টে জবাব দিল: কি জানি!!!

সারাদিনে আবিরের সাথে বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে মেঘের। দুপুরে খাওয়ার আগেও আবির কল দিয়েছিল। ছেলেটা শহরের বাহিরে থেকে আরও বেশি যত্ন নিচ্ছে মেঘের। ফোন দিয়ে দিয়ে খাবার, ওষুধ সবকিছুর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। মেঘ এতে বরং খুশিই হয়েছে। মনেই হচ্ছে না, আবির ভাই শহরের বাহিরে এত দূরে আছে।

এসব ভাবনার মাঝেই মেঘের হঠাৎ মনে হলো, লোকটা তো বলেছিল যে... কাজ সেরে বিকেলের মধ্যেই ফেরার জন্য গাড়িতে উঠবে। তাহলে এখন নিশ্চয়ই গাড়িতেই আছে। ভেবেই মেঘ খানিকটা

মুচকি হেসে ফোনটা হাতে নিয়ে আবিরকে একটা টেক্সট করলো।

প্রায় ২ মিনিট হয়ে গেছে কিন্তু ফোনের ওই পাশ থেকে কোন রিপ্লাই আসলো না। মেঘ মনে মনে ভাবল, তাড়াতাড়ি ফিরবে বললেই কি আর ফিরা যায়... হয়তো আবার কোন কাজে আটকে গেছে। তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সময় চলছে সময়ের গতিতে। তাকে আটকে রাখার ক্ষমতা এই পৃথিবীর কারো নেই। ঘড়ির কাটা গিয়ে ঠেকলো রাত 9 টার কাটায়। মেঘ হালিমা খানের রুমে, মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। নিজের রুমে আবির নেই তাই রুম টাকে আজ বড্ড বেশি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। হালিমা খান মেয়ের মাথায় কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে দিয়ে। রুমে গিয়ে ঘুমাতে বললেন। কিন্তু মেঘের একটাই কথা আজ সে মায়ের সাথে ঘুমাবে।

একপ্রকার বাধ্য হয়েই হালিমা খান নিজেও মেঘের সাথে চলে গেল ওর রুমে ঘুমাতে। মেঘের শরীরটা আজ একটু বেশিই ক্লান্ত লাগছে। রুমে গিয়ে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের মাঝেই কেমন যেন লাগছে মেঘের। দুর্বল শরীরে চোখ মেলে তাকালো সামনের দিকে। মেঘের বরাবর সামনেই বড় দেয়াল ঘড়ি। সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রাত ১১ টা বেজে ৭ মিনিট। হঠাৎ করে কেন জানি মনে হচ্ছে , ঘড়ির সময় টা যেন ঝাপসা হয়ে উঠছে মেঘের চোখে। মাথাটাও ঘুরাচ্ছে। মাথা বললে ভুল হবে। শুয়ে থাকা অবস্থায় মনে হচ্ছে মেঘের পুরো দুনিয়াটাই ঘুরছে।

মুখে কিছু বলার যেন শক্তি পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যোনি দিয়ে গড়িয়ে ভেসে যাচ্ছে কোন তরল পদার্থ। মেঘ ঝাপসা চোখেই পাশে হাত রাখল।

মেঘের হাতের স্পর্শ পেয়ে হালিমা খান মেঘের দিকে ফিরে আবার ঘুমিয়ে পরল। মেঘ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল:

আম্মু.... এই আম্মু....

কিন্তু হালিমা খান যেন আজ কিছুই শুনতেই পাচ্ছে না। এমন সময় এই বাড়ির কেউ কখনোই ঘুমায় না। আজ হয়তো মেঘের সাথে হালিমা খান এতক্ষণ শুয়েছিল বিধায় ঘুমিয়ে গেছে। মেঘ আবারও কাঁপা কাঁপা হাতে হালিমা খানকে ডেকে উঠলো: আম্মু..

হালিমা খান পিটপিট করে মেঘের দিকে তাকালো। হঠাৎ যেন ঝাটকা মেরে ওনার দু চোখের ঘুম উধাও হয়ে গেছে।

মেঘের খিচুনি উঠেছে। কেমন যেন কাঁপছে। হালিমা খান মেয়েকে বুকে নিয়ে চিৎকার করে সবাইকে ডাকল। তার চিৎকারে সবাই এসে হাজির হলো মেঘের রুমে। মেঘ কেমন যেন করছে। পুরো বিছানা ভেসে গেছে লাল তরল রক্তে। মালিহা খান এসে এসব দেখেই যেন থমকে গেছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই মিনিট। তারপর কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আকলিমা খানের দিকে তাকিয়ে বলল: আকলিমা.... তানভীর কে গিয়ে বল এক্ষুনি গাড়ি বের করতে।

মেঘের রুমের বাইরে আরিফ দাঁড়িয়ে আছে। মিম ছুটে গেল ভিতরে। আকলিমা খান ও বন্যা মেঘের পরনের ড্রেসটা চেঞ্জ করে দিল। যা ইতিমধ্যেই লাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

সবকিছু ঠিকঠাক করে আকলিমা খান আরিফকে ভেতরে ডাকলো। আরিফ কিছুটা ইতস্তত করে মেঘের মুখের পানে তাকালো । মেঘের অবস্থা অনেক

খারাপ। মুহূর্তেই কেন যেন আরিফের বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠলো। মনে মনে ভাবল, আবির ভাই যদি একবার দেখতো তার কাদম্বিনীর এই অবস্থা। তাহলে হয়তো তাকে আর সামলানো যেত না। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস.. দেশের দুই প্রান্তে দুইজন। কেউ কারো অবস্থা জানতেই পারলো না।

আরিফের ভাবনার মাঝে হালিমা খানের কান্নার শব্দে ধ্যান ভাঙল। হালিমা খান কাঁদতে কাঁদতে বলল: বাবা... আমার মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে চলো। আমি ওর এই অবস্থা আর দেখতে পাচ্ছি না।

আরিফ কিছুটা ভেবে বলল: কিন্তু মামি.. আপুকে স্ট্যাচারে করে এ অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নামালেতো আরো সমস্যা বাড়বে। বাকি সবাই কিছু বলার আগেই মিম হঠাৎ করে বলে উঠল: আরিফ ভাইয়া... আপনি আপুকে কোলে নিয়ে প্লিজ তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেন। আপুর অবস্থা ভালো না, এই সময় এত কিছু ভাবনা চিন্তা করার সময় নেই।

মিমের কথা শুনে আরিফ আশ্বাস পেল। খানিকটা ঝুঁকে মেঘকে কোলে তুলে ছুটে চলল অ্যাম্বুলেন্সের দিকে।

মেঘ ঝাপসা চোখে কাউকেই তেমনভাবে দেখতে পাচ্ছেনা। কিন্তু সবার কথাই শুনতে পাচ্ছে। আর একটু পর পর বলছে আমার আবির ভাইকে এনে দাও। আবির ভাই আপনি কই..

মেঘ আরিফের কোলে থাকার কারণে আরিফ এসব কথা খুব সহজেই শুনতে পেল। আরিফ মেঘকে আশ্বাস দিয়ে বলল: ভাবি ভাইয়া আসবে, আপনি চিন্তা করবেন না।

মেঘকে এম্বুলেন্সে তুলে দিয়ে আরিফ পাশের ছেলেকে কি যেন বলে নিজেও গিয়ে বসলো পাশে। সাথে গেল মালিহা খান ও হালিমা খান। আকলিমা খানকে বলে গেল, বাড়ির পুরুষেরা ফিরলে তাদের সাথে যেন হসপিটালে যায়। মুহূর্তেই এম্বুলেন্সটা ভয়ংকর শব্দ জানিয়ে খান বাড়ির গেট পেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলী আহমেদ খানের গাড়িটা বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। মিম ছুটে গিয়ে নিজের আব্বুকে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকলো। ইকবাল খান সকল কথা শুনে, সবাইকে নিয়ে হসপিটালের পথে রওনা হলো।

একটা নিস্তব্ধ রাত , কিন্তু অতি ভয়ঙ্কর। দুই শহরের দুইটা হসপিটালে চলছে জীবন মৃত্যুর খেলা। যে মানুষ দুইটার আত্মা এক জায়গায়, সেই মানুষ দুইটার দেহ আজ পড়ে আছে আলাদা দুইটা হসপিটালের বিছানায়। কিন্তু কেউ জানতেই পারলো না।

রাত ২ টা।

ডক্টর দীর্ঘ এক ঘণ্টা চেষ্টার পর মেঘের খিঁচুনি কমাতে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যেই ব্লিডিং ও কিছুটা কমে এসেছে।

ইমারজেন্সি রুম থেকে ডক্টর বেরিয়ে আসতেই খান বাড়ির সদস্যরা এগিয়ে আসলো। ইকবাল খান ডক্টর কে প্রশ্ন করলেন: ডক্টর.. মেঘের অবস্থা এখন কেমন?

ডক্টর: এখন মোটামুটি ভালো.. খিচুনি ও ব্লেডিং দুইটাই কমে এসেছে। পেশেন্ট কে ঘুমের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। আপাতত পেশেন্টের রেস্ট এর প্রয়োজন।

ডক্টরের মন্তব্য শোনার পর আরিফ প্রশ্ন করল: আমরা কি এখন ভাবির সাথে দেখা করতে পারি?

ডক্টর: হুম পারেন। কিন্তু একসঙ্গে সবাই যাবেন না এবং ভেতরে কোন কথা বা কান্নাকাটি করা যাবে না। আর হ্যাঁ,
দুইজন দায়িত্ববান অভিভাবক আমার কেবিনে আসুন।
বলেই ডক্টর কেবিনের দিকে চলে গেল। ইকবাল খান আলী আহমেদ খানের উদ্দেশ্যে বললেন: ভাইজান.. সবটাই তো শুনলে। তোমরা মেঘের সাথে দেখা করতে যাও। আমি আর আরিফ ডক্টরের কেবিনে যাচ্ছি।
আলী আহমেদ খান: ঠিক আছে।
এবার আলী আহমেদ খান মোজাম্মেল খান এর উদ্দেশ্যে বললেন: মোজাম্মেল আর কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবে? চলো মেয়েকে দেখতে যাবে।
মোজাম্মেল খান ভাইয়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে, উঠে এসে ভাইকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে দিলেন।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বললেন: ভাইজান.. আমার একটা মাত্র মেয়ে। ওর কিছু হলে আমি সইতে পারবো না। ভাইজান.. ডক্টর কে বলেন বেস্ট চিকিৎসাটা দিতে

যত টাকা লাগে আমি দিবো। বলেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আলী আহমেদ খান মোজাম্মেল খান কে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। তিনি নিজেও তো হার্টের রোগী। একবার স্ট্রোক করেছেন।

ইকবাল খান মোজাম্মেল খান কে সরিয়ে এনে একটা চেয়ারে বসালো। মোজাম্মেল খান ইকবাল খানের দিকে তাকিয়ে মেজাজি কণ্ঠে বলে উঠলো: কোথায় তোমাদের গণধর ছেলে আবির? আমি ওকে আমার মেয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলাম.. বাড়িতে যেকোনো সময় মেঘের বিপদ হতে পারে জেনেও সে কেন ফোন অফ রেখেছে? তাকে এক্ষুনি খবর দেওয়ার ব্যবস্থা কর.. বলো রাজশাহী থেকে এই রাতের গাড়িতেই বাড়ি ফিরতে।

বাড়ির সকলেই অবাক লোচনে তাকিয়ে আছে মোজাম্মেল খানের দিকে। কথায় আছে পুরুষ মানুষকে কাঁদতে নেই। কিন্তু আজ যেন মোজাম্মেল খান সেই নিয়ম মানতে নারাজ। সব সময় শক্তপোক্ত হয়ে থাকা মানুষটাও আজ মেয়ের শোকে কাতর। একমাত্র মেয়ের এই অবস্থা দেখে নিজেকে আর

সামলাতে পারছে না। এসব দেখে হালিমা খান মুখে আচল দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আসবো? আরিফের কণ্ঠ পেয়ে ডক্টর সামনে তাকিয়ে দেখল আরিফ ও ইকবাল খান দাঁড়িয়ে আছে।

ডক্টর: আসুন..

ওরা সামনে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসলো।

ডক্টর ইকবাল খান এর উদ্দেশ্যে বললেন: দেখুন মিস্টার খান... সত্যি এটাই যে, আপনাদের পেশেন্টের অবস্থা খুব একটা ভালো না.. আপনারা নিশ্চয়ই আগে থেকেই অবগত আছেন, পেশেন্টের প্লাসেন্টা প্রিভিয়ার প্রবলেম আছে। মূলত সেই কারণেই এত রক্তক্ষরণ। আপনারা অতি শীঘ্রই রক্তের ব্যবস্থা করুন।

ডক্টরের কথার মাঝেই আরিফ বলল: রক্তের ব্যবস্থা করা আছে। ডক্টর রক্ত কখন লাগবে শুধু জানাবেন।

ডক্টর: ঠিক আছে। পেশেন্ট আজ রাত এই হসপিটালে অবজারভেশনে থাকুক। যদি এর মাঝে কোন সমস্যা না হয় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু যদি আবারো ব্লেডিং শুরু হয়। তাহলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমাদের হাতের বাহিরে চলে যাবে।

ইকবাল খান চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে উপায় কি ডক্টর?

ডক্টর: আমি ইতিমধ্যেই, আমাদের সিনিয়র ডক্টর এর সাথে যোগাযোগ করেছি। উনি রেকমেন্ড করেছেন যে, পরবর্তীতে আবারো কোন সমস্যা হলে ঢাকা হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই সমস্যায় বেস্ট চিকিৎসা ওই জায়গায়ই পাওয়া যাবে। ঢাকা হসপিটালে অনেক সিনিয়র ডক্টর আছে, যারা আমাদের থেকেও অনেকটা বেশি পারদর্শী। আপনারা আল্লাহকে ডাকুন, যেন সমস্যা আর না বাড়ে। আমরা এখনো শিওর না.. but পেশেন্টের অবস্থা যদি উন্নত না হয়। তাহলে হয়তো পেশেন্টের ৮ মাসেই সিজার করানো লাগতে পারে।

ডক্টরের কথা শুনে আরিফ আর ইকবাল খান কেবিনের বাহিরে চলে আসলো। ইতিমধ্যে সকলেই মেঘের সাথে দেখা করে চলে এসেছে।

চঞ্চল মেয়েটা আজ কোন কথা বলছে না.. তার নিথর দেহটা হসপিটালের বিছানায় পড়ে আছে। শুধু নিঃশ্বাসের ওঠা নামা ছাড়া পুরো দেহ নিস্তব্ধ।

ইকবাল খান ও আরিফকে দেখে খান পরিবারের সদস্যরা এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন ডক্টর কি বলেছে? ইকবাল খান ওদের তেমন কিছুই জানালেন না। শুধু বললেন: সবাই আল্লাহকে ডাকো। মেঘ যদি সকালের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়, তাহলে তাকে ঢাকা হসপিটালে শিফট করা হবে।

এই কথা শুনে সকলেই চোখে জল ফেলছে। ওইদিকে বন্যা বারবার তানভীর কে কল দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বরাবরের মতো এখনো ফোনটা বন্ধ। বাধ্য হয়ে এবার রাকিবের ফোনে কল দিলো বন্যা।

বন্যার কণ্ঠ পেয়ে রাকিব ফোনটা তানভীর এর কাছে নিয়ে দিল।

তানভীর: হ্যালো..

ফোনের ওপারে তানভীরের কণ্ঠ পেয়েই বন্যা ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো..

বন্যার কান্নার শব্দ পেয়ে তানভীর শান্ত কণ্ঠে বলল: বন্যা.. প্লিজ শান্ত হও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বন্যা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলল: আপনি কোথায়? কেমন আছেন?

তানভীর: আমি রাজশাহীতে। ভালো আছি। তুমি প্লিজ একটু শান্ত হও।

বন্যা: রাজশাহীতে কেন? সেখানে তো আবির ভাইও আছে.. উনি কি জানেন মেঘের এই অবস্থা?

তানভীর: না জানে না.

বন্যা: কেনো? আপনারা কি তাকে কিছু বলেননি?

তানভীর: না.

বন্যা: কেন বলুন তো..

তানভীর: কারণ সে এখন শোনার অবস্থাতে নেই।

কথাটা কর্ণ কুহরে পৌঁছাতেই বন্যা আতকে উঠে জিজ্ঞাসা করল: কি হয়েছে আবির ভাইয়ার?

তানভীর চুপচাপ। ফোনের উপার থেকে আর কোন কথা শোনা যাচ্ছে না।

বন্যা: বলুন না.. কি হয়েছে আবির ভাইয়ার... প্লিজ আমাকে সবটা খুলে বলুন।

তানভীর কথা বলতে পারছে না। মনে হচ্ছে কণ্ঠ ভেঙে ভেঙে আসছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলল: বন্যা.. আমি এত কিছু আর সইতে পারছি না। একদিকে ভাইয়া এক্সিডেন্ট করে হসপিটালে ভর্তি অন্যদিকে বনুর অবস্থাও ভালো না।

বনুর কাছে তো তোমরা সবাই আছো। কিন্তু ভাইয়ার কাছে আমরা মাত্র কয়েকজন। আমি না পারছি বনুর টেনসনে রাজশাহী থাকতে। আর না পারছি ভাইয়াকে ছেড়ে ঢাকা ফিরতে। ওদের দুইজনের করুন অবস্থা ভেবেই আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

বন্যা: আপনি প্লিজ শান্ত হন। আবির ভাইয়ের কি হয়েছে আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলবেন প্লিজ..

তানভীর গলা খাঁখানি দিয়ে বলা শুরু করল: ভাইয়া বনুর কথা চিন্তা করে সব কাজ তাড়াতাড়ি করে শেষ করে ফেলেছিল। আমাকে কল দিয়েও বলেছিল সে তাড়াতাড়ি ফিরবে এবং বনুকে সারপ্রাইজ দিবে।

কিন্তু রাজশাহী থেকে ঢাকা রোডে ভাইয়াদের গাড়িটা এক্সিডেন্ট হয়। যেহেতু ভাইয়া আমার সাথে কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই এক্সিডেন্টটা ঘটেছিল। তাই এক্সিডেন্টের পর ভাইয়ার ভাঙাচোরা ফোন থেকে কনলিস্টে প্রথমে আমার নাম্বারটি পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী রাস্তার একজন লোক বিকেলে আমাকে কল করলেন এবং ভাইয়ার এক্সিডেন্টের খবর দিলেন।

খবরটা পেয়েই আমি , রাকিব , রাসেল ও আসিফ ভাইয়া যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব স্পটে পৌঁছাই। পৌঁছে

দেখি ইতিমধ্যেই ভাইয়াকে রাজশাহী সদর হসপিটালে নেওয়া হয়েছে। ভাইয়া মাথায় এবং পিঠের মেরুদন্ড তে প্রচন্ড আঘাত পেয়েছে।

তানভীরের এত দীর্ঘ কথা শুনে বন্যা আবারো ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। বলল: এখন আবির ভাইয়া কেমন আছে?

তানভীর: ভালো না... আই সি ইউ তে আছে। ঘন্টাখানেক আগে অনেক কষ্টের পর ডক্টর জ্ঞান ফিরাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু জ্ঞান ফেরার পর থেকেই ভাইয়া বারবার বনুকে খুঁজছে। বলছে, তানভীর.. প্লিজ আমাকে মেঘের কাছে নিয়ে চল। আমার কেমন যেন লাগছে। আমি আমার মেঘের কাছে ফিরে চাই।

ভাইয়াকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু এতে তার পাগলামি আরো বাড়ছে.. বারবার বলছে: মেঘের কাছে গেলেই আমি ভালো হয়ে যাব। এখানে থাকতে আমার মন সাড়া দিচ্ছে না।

আমরা কিছুতেই ভাইয়াকে সামলাতে পারছিলাম না। অবশেষে ডক্টর বাধ্য হয়ে তাকে ঘুমের ইনজেকশন দেয়।

এখন আপাতত ভাইয়া ঘুমাচ্ছে। কিন্তু জানিনা জ্ঞান ফিরলে তাকে কিভাবে সামলাবো।

বন্যা: সাবধানে থাকবেন, আবির ভাইয়ার খেয়াল রাখবেন।

তানভীর: বন্যা.. শুনো... ওই দিকটা তোমরা প্লিজ সামলে নিও। আর হ্যাঁ আরিফ সবটাই জানে। কোন কিছুর প্রয়োজন পড়লে আরিফ কে বলবে। আর আবির ভাইয়ার এই অবস্থার কথা কাউকে বলার প্রয়োজন নেই।

বন্যা: হুম।

ওইদিকে মেঘ এখনো ঘুমাচ্ছে। রাত বাজে প্রায় চারটা। এখন পর্যন্ত কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। তাই ডক্টর আশা রাখছে, হয়তো সবটা সামলে নিবে।

খান বাড়ির কিছু সদস্য বাড়িতে গেছে। আর কিছু সদস্য হসপিটালে মেঘের কেবিনের সামনে অপেক্ষা করছে। খান বাড়িতে আদি একা আছে। ছেলেটা হয়তো আজ এই ভয়ংকর রাতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে গিয়েছিল। তাই জানতেই পারলো না তার ঘুমের মাঝেই খান বাড়িতে ঘটে গেছে কত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। আদির কথা ভেবে মোজাম্মেল

খান আকলিমা খানকে বাড়িতে চলে যেতে বললেন। যদিও আকলিমা খান যেতে চায়নি, কিন্তু বড় ভাসুরের আদেশ কি করে সে ফেলবে।

রাতের আঁধার কাটিয়ে যখন ভোরের আলো ফুটবে ফুটবে ভাব। ঠিক তখনই শোনা গেল আবারো মেঘের আর্তনাদ। সকলেই ছুটে গেল মেঘের কেবিনের দিকে।

এসে দেখল আবারো ব্লেডিং শুরু হয়েছে। আরিফ ও ইকবাল খান ছুটে গেলো ডক্টরের কাছে। ডক্টর এসে সব টা দেখে আলি আহমেদ খানের দিকে তাকিয়ে বললেন:

সরি মিস্টার খান... আমাদের হাতে আর কিছুই নেই। আপনারা আল্লাহকে ডাকুন এবং পেশেন্টকে অতি তাড়াতাড়ি ঢাকা মেডিকেলে শিফট করার ব্যবস্থা করুন। আই এম সরি।

বলেই ডক্টর কেবিন থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

আলী আহমেদ খান হঠাৎ দাঁড়ানো থেকে বসে পড়ল।

আরিফ ছুটে এসে আগলে ধরল তার বড় মামাকে।

ইকবাল খান হঠাৎ পরিস্থিতি সামাল দিতে হাতে থাকা মেঘের রিপোর্ট এর ফাইল দিয়েই আলী আহমেদ

খানকে বাতাস করা শুরু করল। আলী আহমেদ খান অঝরে ঘামছে। মিম পানি নিয়ে এসেছে তার বড় আব্বুর জন্য।

ভাইজান.. তুমি একটু শান্ত হও। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করবেন।

মোজাম্মেল খানের ভাঙা কণ্ঠস্বর শুনে আলী আহমেদ খান চোখ মেলে তাকালো।

কাতর কণ্ঠে বললো: তোরা কেউ আমার আবিরকে খবর দে..

ইকবাল খান: তুমি চিন্তা করো না ভাইজান। আবিরের সাথে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি।

আরিফ অসহায় দৃষ্টিতে সকলের মুখের পানে তাকিয়ে আছে। সে চাইলেও এই পরিস্থিতিতে কিছু বলতে পারছে না । আবির কোথায় এবং কেমন আছে সেটা জানলে হয়তো পরিস্থিতি আরো অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে যাবে।

বন্যা এক নজর আরিফের দিকে তাকিয়ে তারপর বাকি সবার দিকে তাকালো। কি অসহায় সেই দৃষ্টি।

সবকিছু জানার পরেও চুপ করে মুখ বুজে থাকার কষ্ট বন্যা কে তিলে তিলে ক্ষয় করছে।

ভাই এম্বুলেন্স রেডি , ভাবিকে এখনি নিয়ে যেতে হবে। এলাকার এক ছোট ভাইয়ের কণ্ঠ শুনে আরিফ পিছন ঘুরে তাকালো। তারপর সবাইকে নিয়ে পা দিল আরেক নতুন গন্তব্যে, যার নাম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল।

তানভীর.. এই তানভীর...

আবিরের চিৎকার শুনে তানভীর ,রাকিব, রাসেল ও আসিফ ছুটে আসলো। আবিরের ঘুম ভেঙেছে। আল্লাহ জানে এখন আবার কি কি প্রশ্ন করে....

তানভীর: কি হয়েছে ভাইয়া? কিছু লাগবে?

আবির: তোকে কতবার বলেছি আমি বাড়ি ফিরতে চাই, ব্যবস্থা কর জলদি।

তানভীর: কিন্তু ভাইয়া তুমি তো অসুস্থ।

আবির: আমি ঠিক আছি। ইমিডিয়েটলি আমার ঢাকা ফেরার ব্যবস্থা কর।

তানভীর এবার উত্তেজিত কণ্ঠে বলল: ভাইয়া প্লিজ শান্ত হও.. অতিরিক্ত উত্তেজনা ও টেনসনে তোমার মাথার ক্ষতস্থান থেকে আবারও রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

আবির:হোক.. তাও আমি বাড়ি ফিরতে চাই।

আবির বেডের আশেপাশে তার নিজের ফোনটাকে খুজলো। দেখলো সাইট টেবিলের এক কর্নারে তার ভাঙ্গাচূড়া ফোনটা পড়ে আছে। আবির চোখ ঘুরিয়ে তাকালো তানভীরের দিকে।

তানভীর তোর ফোনটা দে তো.. আবিরের কণ্ঠ শুনে তানভীরের সারা শরীর ভয়ে কাঁপুনি দিয়ে উঠলো। তানভীর জানে, আবিরকে উল্টাপাল্টা বোঝানো বা থামানো এত সহজ না।

কাঁপা কণ্ঠে বলল: ভাইয়া আমার ফোনে চার্জ নেই। ফোন অফ।

আবির: কতক্ষণ ধরে তোর ফোন অফ?

তানভীর: গতকাল ছয়টার দিকে ফোন অফ হয়ে গিয়েছিল।

আবির: আর আমার এক্সিডেন্ট কয়টায় হয়েছিল?

তানভীর: সাড়ে চারটা নাগাদ..

আবির: ওহ মাই গড.. আমার ফোনটা দীর্ঘ 13 ঘন্টা যাবত ছুইচ অফ!!! আমার মেঘ তো এতক্ষণে পাগল হয়ে গেছে। এই রাকিব.. তোর ফোনটা দে মেঘকে কল দেই।

এই এখানে এত চিৎকার চেঁচামেচি কেন হচ্ছে? পেশেন্টকে একা থাকতে দিন। বলেই ডক্টর এহসান বের হওয়ার পথে পা রাখলো। হঠাৎই কিছু মনে পড়ার ভঙ্গিতে পেছনে তাকিয়ে আবীর কে বলল: প্লিজ আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার মাথার ক্ষত টা অল্প দেখা গেলেও ভিতরে ইন্টার্নাল ড্যামেজ হয়েছে অনেক।

অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা চিন্তা করলে তা প্যানিক এট্যাকেও রূপ নিতে পারে। বলেই ডক্টর এবার বেরিয়ে গেল।

প্রতিদিনের ন্যায় সকালের আকাশে আজ রক্তিম সূর্যটা উঠেছে, তেজও আছে প্রতিদিনের মতই। কিন্তু প্রতিদিনের মতো খান বাড়ির মানুষের মনে শান্তি নেই , সকালের স্নিগ্ধতা নেই, নেই কোন নাস্তা খাওয়া বা অফিস যাওয়ার তাড়া।

আজ অতি ভয়ংকর একটা সকালের সাক্ষী হলো খান পরিবার। কিছুক্ষণ আগেই মেঘকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একটা নার্স বারবার চেষ্টা করছে মেঘের শরীর থেকে এক সিরিজ ব্লাড নিয়ে টেস্ট করার জন্য। কিন্তু কিছুতেই তা

সম্ভব হচ্ছে না। ব্লাড নেওয়ার জন্য নার্স শরীরে কোন সঠিক শিরা খুঁজে পাচ্ছে না।

এদিকে ব্লাড টেস্ট করে ব্লাড দেওয়া অতি জরুরি। ইতিমধ্যেই খান পরিবার ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী সাত ব্যাগ রক্তের যোগান দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হচ্ছে না।

এতক্ষণে মেঘের পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। মেয়েটা ব্যথায় কুকরে আছে। ঝাপসা চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তাও তার বন্ধ দুচোখ ব্যর্থ চেষ্টা করছে আবিরকে খোজার।

চোখ বন্ধ করে বারবার একটা কথাই বলছে... আমার আবির ভাইকে এনে দাও কেউ।

মিটিং চলছে গত এক ঘণ্টা ধরে। ১৫ জন ডক্টরের একটা টিম কাজ করছে মেঘের সমস্যা নিয়ে।

হালিমা খান বারবার অজ্ঞান হচ্ছে। মোজাম্মেল খান ও আলী আহমেদ খান স্তব্ধ হয়ে এক জায়গায় বসে আছে।

মালিহা খান ও মিম হালিমা খানকে সামলাতে ব্যস্ত।

গতকাল বন্যা ও আকলিমা খান "খান বাড়িতে" ফিরে গিয়েছিল।

সকাল হতে না হতেই বন্যা ফোন দিয়ে মীমকে জানিয়েছে তারা ডিরেক্ট ঢাকা হসপিটালে আসছে। মাহমুদা ও জান্নাত কিছুক্ষণ আগেই এসেছে।

৩০৫ নাম্বার কেবিনের পেশেন্টের বাড়ির লোক কে আছেন?

ডক্টরের কণ্ঠ শুনে সবাই সামনের দিকে তাকালো। আরিফ ,মাহমুদা খান ও ইকবাল খান দ্রুত ডক্টরের সামনে এগিয়ে গেল।

আরিফ: ডক্টর ,আমরা আছি।

ডক্টর: আপনি কি হন পেশেন্টের?

আরিফ: ভাই।

ডক্টর: পেশেন্টের হাজব্যান্ড কই?

আরিফ: উনি আপাতত শহরের বাহিরে আছে। কি হয়েছে প্লিজ আমাদেরকে বলুন। ওনার অবর্তমানে আমরাই পেশেন্টের গার্ডিয়ান। এখানে পেশেন্টের বাবা, মা, শ্বশুর-শাশুড়ি ,ভাই ,চাচা, চাচি সবাই আছে।

ডক্টর: সরি মিস্টার.. পেশেন্টের হাজবেন্ডকে আমাদের লাগবে..

আরিফ: কেন ডক্টর কোন গুরুতর সমস্যা? প্লিজ আমাদের কে বলুন।

ডক্টর: ঠিক আছে আপনারা যেকোন দুই জন আমার কেবিনে আসুন।

ডক্তরের পিছু পিছু আরিফ ও ইকবাল খান কেবিনে ঢুকলো।

ডক্টর: বসুন।

আরিফ ও ইকবাল খান চেয়ার টেনে বসলো।

ডক্টর: দেখুন মিস্টার.. পেশেন্টের অবস্থা অনেক ক্রিটিকাল... এই অবস্থায় সিজার করা অতি জরুরি। তাছাড়া পেশেন্টের পেটে টুইন বেবি... যার কারনে পেশেন্টের শারীরিক ঝুঁকি অনেক বেশি।

আরিফ ও ইকবাল খান অবাক দৃষ্টিতে দুজন দুজনের দিকে তাকালো। মেঘের সকল রিপোর্ট আবিরের কাছেই থাকে। মেঘের টুইন বেবির কথা বাড়ির কেউই জানতো না। হয়তো আবির কোন কারনে কাউকে কিছু জানায়নি।

পেশেন্টের হাজবেন্ডকে খবর দিন। পেশেন্টের ব্লিডিং কমানোর জন্য জরায়ুর একটা অপারেশন অতি গুরুত্বপূর্ণ। যেই অপারেশনের কারণে পেশেন্ট পরবর্তীতে আর কখনো বাচ্চা নিতে পারবে না। পেশেন্টের হাজবেন্ডের অনুমতি থাকলে, আমরা

পেশেন্টকে সিজার ও জরায়ুর অপারেশন একসাথেই করব কিছুক্ষণের মধ্যে।

ডক্টরের কথা শুনে ইকবাল খানের ধ্যান ভাঙলো। বলল: ডক্টর... জরায়ুর অপারেশন টা কি না করলে হয় না?

ডক্টর অনেক নিষ্ঠুর ভাবে উত্তর দিলেন: যদি আপনাদের মেয়েই বেঁচে না থাকে, তাহলে পরবর্তীতে বাচ্চা কিভাবে নিবে। জরায়ুর এই অপারেশনটা না করলে পেশেন্টকে বাঁচানো হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

এখন পছন্দ আপনাদের...

ইকবাল খান: ঠিক আছে, আমি বাহিরে পেশেন্টের আরও গার্ডিয়ান আছে তাদের সাথে আলোচনা করে আপনাকে জানাচ্ছি।

ডক্টর: যারা এই অপারেশন টার ক্ষেত্রে অন্য কারো মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে হাজবেন্ডের স্বাক্ষর অবশ্যই লাগবে। আপনারা পেশেন্টের হাসবেন্ডকে দ্রুত আনার ব্যবস্থা করুন।

হঠাৎই বাহিরে কারো অনেক চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে...

আরিফ আর ইকবাল খান ছুটে গেল বাহিরে। দেখলো রাসেল আর রাকিব আবিরকে জড়িয়ে ধরে আছে। আর বারবার বলছে শান্ত হতে। আবির তানভীরের কলার ধরে আছে। আবিরের মুখে একটাই শব্দ... আমার মেঘের এই অবস্থা তুই আমাকে আগে বলিস নি কেন? আমাকে কেন মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে হসপিটালে আটকে রেখেছিলি?

তানভীর বারবার পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করছে.. কিন্তু আবির তা শুনতে নারাজ।

আরিফ ও ইকবাল খান এগিয়ে গেলো আবিরের দিকে।

তানভীর: ভাইয়া তুমি প্লিজ শান্ত হও। বুনু সুস্থ হয়ে যাবে।

তুমি এত অশান্ত হলে, আল্লাহ না করুক তোমার কোন বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

তানভীরের কথা শুনে আবিরের মেজাজ যেন আরো তুঙ্গে চড়ে গেল। শক্ত হাতে থাবা দিল তানভীরের গলায়।

পরিবারের সবার কথায় আবির শান্ত হলো। ছুটে যেতে চাইলো মেঘের কাছে। আরিফ আবিরের হাত

ঝাপটে ধরে বলল: ভাইয়া.. ভাবির কাছে তুমি পরে যেও। আগে আমাদের সাথে চলো।

আরিফের কথা শুনে আবির অবাক দৃষ্টিতে তাকালো। আরিফ আবিরের চাহনি বুঝতে পেরে আবারো বলল: ভাবির ইমারজেন্সি সিজার করা লাগবে। সেখানে কিছু ফরমালিটি আছে যা তোমাকে ছাড়া অসম্ভব।

আরিফের কথা শুনে আবির প্রশ্ন করল: কি হয়েছে আমার মেঘের?

আরিফ আর ইকবাল খান আবির কে কোন কিছু না লুকিয়ে সবটাই খুলে জানালো। অতঃপর ইকবাল খান প্রশ্ন করল: আবির.. তুই কি জানতি তোদের যে টুইন বেবি হবে?

আবির: জ্বী.. কয়েকদিন আগেই জেনেছি, কিন্তু মেঘকে জানাইনি।

আবির ইকবাল খান এর উদ্দেশ্যে আবারো বলল: কাকামনি আমাদের মনে হয় এখন মেঘের চিকিৎসার ব্যবস্থা আগে করা উচিত..

ইকবাল খান: হুম.. তাড়াতাড়ি চল। এমনিতেই অনেক লেট হয়ে গেছে।

আবির ছুটে গেল সকল ফর্মালিটি পূরণ করতে।

প্রায় ২০ মিনিট পর...

মেঘ.. এই মেঘ..

আবিরের কণ্ঠ শুনতে পেয়ে মেঘ ঝাপসা চোখে বারবার তাকানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু আফসোস, যা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।

কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল: আপনি এসেছেন আহিয়ার আব্বু..

আবির মেঘের এক হাতটা চেপে ধরে বলল: হুম.. আমি এসেছি। তুমি কোন চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটা নার্স এসে মেঘকে ওটি তে নেওয়ার প্রস্তুতি নিতে নিতে আবিরের উদ্দেশ্যে বলল: এখন পেশেন্টকে ওটি তে নিতে হবে, প্লিজ উনার হাতটা ছাড়ুন।

কিন্তু আবির ছাড়লো না : জানালো: ওটিতে নেওয়ার আগ পর্যন্ত ও মেঘের সাথেই থাকতে চায়।

নার্স বাধ্য হয়ে , মেঘকে অপারেশন থিয়েটারের দিকে নিয়ে যাওয়া শুরু করলো। আবির মেঘের এক হাত ধরে মেঘের সাথে যাচ্ছে।

মেঘ: আহিয়ার আব্বু.. আমার যদি কিছু হয়ও, আপনি আমার আহিয়া কে দেখবেন । ওর কিছু হতে দিবেন না।

আবির: আমার কাউকে দরকার নেই, আমার শুধু তুমি থাকলেই চলবে। একবার তুমি ফিরে এসো সুস্থ হয়ে, আমাদের কোন ছেলে মেয়ের প্রয়োজন নেই। আমরা দুইজন দুইজনের জন্য বাঁচবো।

মেঘ: না.. না আহিয়ার আব্বু.. আপনি কথা দিন আমার আহিয়া কে দেখবেন। আর হ্যাঁ.. আমাকে প্লিজ ক্ষমা করে দিবেন , যদি আপনার সাথে কোন ভুল করে থাকি।

বলেই মেঘ অঝরে কান্নায় ভেঙে পরল।

মেঘের মুখে এসব কথা শুনে আবির পাগলের মত মেঘকে ঝাপটা ধরল নিজের বুকে।

আবির: আমি কিছু হতে দেব না তোমায়.. দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোমায় খুব ভালোবাসি আহিয়ার আম্মু.. আবারো সুস্থ হয়ে ফিরে এসো শুধু আমার জন্য।

মেঘকে জড়িয়ে ধরে আবিরের কান্না দেখে ডক্টর নার্সসহ সকলেই স্তব্ধ।

ডক্টরের ইশারা পেতেই আরিফ আর ইকবাল খান আবিরকে টেনে দূরে সরালো। কিন্তু তাও মেঘের হাত থেকে আবিরের হাতটাকে কেউ সরাতে পারলো না। যখন অপারেশন থিয়েটারের সামনে চলে আসলো। আবির বাধ্য হয়ে মেঘের হাত ছাড়লো। ধপাস করে বসে পড়ল অপারেশন থিয়েটারের বাইরে।

আশেপাশের সবাই এক পাগল প্রেমিক অথবা এক পাগল স্বামী দেখায় ব্যস্ত। অনেকেই আবির আর মেঘের ভালোবাসা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

এক হাতে ব্যান্ডেজ, এক পায়ে ব্যান্ডেজ, মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে হসপিটালে অপারেশন থিয়েটারের সামনে ফ্লোরে বসে আছে আবির । এতক্ষণে মাথার সাদা ব্যান্ডেজটা ও ভিজে এসেছে রক্তে। বার বার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাক মুছছে আবির। দু'হাত ভিজে গেছে রক্তে। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

মিস্টার আবির.. দীর্ঘ এক ঘণ্টা পর ডক্টরের কণ্ঠ পেয়ে আবির মাথা তুলে তাকালো। তাড়াহুড়া করে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল: ডক্টর.. আমার মেঘ কেমন আছে

ডক্টর হাসিমুখে উত্তর দিল: আপনি প্লিজ টেনশন করবেন না। সুখবর আছে।

আবির: সুখবর!

ডক্টর: জ্বী, একটা অপারেশন সাকসেসফুল। আপনার মাশাল্লাহ দুইটা ফুটফুটে সন্তান হয়েছে, একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে।

আবির খানিকটা মলিন মুখে প্রশ্ন করল: আর আমার মেঘ?

ডক্টর এবার ঠোট প্রসারিত করে উত্তর দিল: পেশেন্ট ভালো আছে। আর তার দ্বিতীয় অপারেশন অর্থাৎ জরায়ুর অপারেশন করার প্রয়োজন হয়নি। আপনারা চাইলে আবারও সন্তান নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আবির এবার খুশিতে ডাক্টরকে জড়িয়ে ধরল। তারপর হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে বলল: সরি ডক্টর.

ডক্টর: ইটস ওকে মিস্টার খান।

আবির: আমার সন্তানেরা আর তাদের মা কোথায়?

ডক্টর: পেশেন্ট নাও আউট অফ ডেঞ্জার। আর বেবিদের কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের কাছে দেওয়া হবে।

বলেই ডক্টর হাসিমুখে চলে গেল।

রাকিব ,রাসেল ,আরিফ ও তানভীর ছুটে এসে আবীরকে জড়িয়ে ধরল। সবাই আবিরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দুইটা চাঁদের টুকরো এসে ধরা দিয়েছে খান বাড়িতে। গত ২৪ ঘন্টায় খান বাড়ি শোকের বাড়িতে পরিণত হয়েছিল। আদির পর বহু বছর কেটে গেছে এই বাড়িতে কোন ছোট্ট বাবুর আগমন ঘটেনি, আজ মেঘ আবিরের সন্তানেরা সেই শূন্যতাকে পূর্ণতা দিয়েছে।

আবিরতো খুশিতে আলি আহমেদ খানকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেই দিল। আলী আহমেদ খান ও ছেলেকে সান্ত্বনা দিল।

মালিহা খান হালিমা খানকে জড়িয়ে ধরলো, সাথে যোগ হলো আকলিমা খান , বন্যা, মিম , মাহমুদা খান ও জান্নাত।

ভাইয়া..য়া..য়া..

তানভীরের চিৎকার শুনে সকলেই সেদিকে তাকালো। ইকবাল খান, মোজাম্মেল খান ও আলী আহমদ খান দৌড়ে ছুটে গেল আবিরের দিকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই

আবিরকে রাকিব ও রাসেল ধরে ফেলেছে। আসিফ ছুটে গেল ডাক্তারকে ডাকতে।

আবির অজ্ঞান হয়ে গেছে। হসপিটালের কয়েকটা ছেলে স্টাফ এসে আবিরকে ধরাধরি করে বেডে শুইয়ে দিল।

আসিফ তাড়াতাড়ি করে ডক্টর নিয়ে এসেছে।

তানভীর: ডক্টর ভাইয়ার কি অবস্থা?

ডক্টর আবিরের গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল রিপোর্ট চেক করতে করতে বলল: উনি অলরেডি আগে থেকেই অসুস্থ। উনার মাথায় কিছু ইন্টারনাল ড্যামেজ হয়েছে। এই মুহূর্তে উনার অনেক রেস্টের প্রয়োজন। কিন্তু উনি ওনার ওয়াইফের জন্য সকাল থেকে অতিরিক্ত টেনশন নিয়ে ছোটা ছুটি করছে, যার ফলে পেশেন্টের একটা মাইনর প্যানিক অ্যাটাক ঘটেছে।

ডক্টরের কথা শুনে সকলেই আতকে উঠলো। ডক্টর সূক্ষ্ম চোখে সকালের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে বলল: আপনারা টেনশন করবেন না। পেশেন্টের যথাযথ ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে, হয়তো ঘন্টাখানেকের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসবে। পেশেন্টের

জ্ঞান ফিরলে আপনারা কেউ এমন কিছু করবেন বা বলবেন না যাতে ওনার আবারও টেনশন বাড়ে। উনাকে টেনশন ফ্রি রাখার চেষ্টা করবেন।

আর হ্যাঁ, পেশেন্টের কম হলেও আগামী একমাস রেস্টের প্রয়োজন। আশা করি আপনারা তা লক্ষ্য রাখবেন।

আবিরের বিপদ কেটে গেছে শুনে সকলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হঠাৎ রাকিব তানভীর এর উদ্দেশ্যে বলল: তানভীর_ আমরা আবিরের কাছে আছি। তুই তোর পরিবার নিয়ে মেঘের কাছে যা। একটু আগে একটা নার্স এসে জানিয়ে গেছে মেঘের জ্ঞান ফিরেছে।

তানভীর: ঠিক আছে তোমরা ভাইয়ার খেয়াল রেখো আমরা যাচ্ছি।

সন্ধ্যা সাতটা।

আবির পিটপিট করে চোখ খুলছে। হঠাৎ চাহনিতে চোখে সাদা বাল্বের আলো টা অসহ্যকর ঠেকছে। হঠাৎ কি ভেবে যেন তাড়াতাড়ি করে উঠে বসার চেষ্টা করলো। আবিরের জ্ঞান ফিরেছে দেখে রাকিব ও রাসেল ছুটে এসেছে।

রাকিব: কিরে আবীর কিছু লাগবে?

আবির মাথায় এক হাত চেপে ধরে রাকিবের দিকে তাকালো। মাথায় এখন ব্যথা নেই কিন্তু কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। আবির ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলল: আমার মেঘ কই? আমার ছেলে মেয়ে কই?

রাসেল খানিকটা হেসে জবাব দিল: ওরা সবাই আছে_ এমনকি সুস্থ আছে তুই টেনশন করিস না।

আবির ব্যাকুল কণ্ঠে বলল: আমাকে ওদের কাছে নিয়ে চল।

আবিরের ব্যাকুলতা বুঝতে পেরে রাকিব বলল: ঠিক আছে নিয়ে যাচ্ছি তুই একটু শান্ত হ_

মেঘের কেবিনে মালিহা খান ও হালিমা খান বসে আছে। মেঘকে ঘুমের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে রেস্টের জন্য।

একটু আগে একে একে সকলেই মেঘ কে কেবিনে এসে দেখে গেছে। তানভীর, বন্যা, মিম ও আদি তো ছোট্ট বাবুসোনা দের ছাড়তেই চায়নি ।

মালিহা খান ধমকে সবগুলাকে কেবিনের বাইরে পাঠিয়েছে। বাবুরা এখন মেঘের পাশে ঘুমাচ্ছে।

মেঘ_

আবিরের কণ্ঠ শুনে মালিহা খান ও হালিমা খান উঠে দাঁড়ালো। আবিরকে মেঘের সাথে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে সবাই বাহিরে চলে গেল।

আবির নিশ্চুপ ভঙ্গিতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। চুপচাপ মেঘের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলো। দুই মিনিট স্তব্ধ হয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে মেঘের কপালে একটা দীর্ঘ চুমু আকলো। তারপর মেঘের পাশ থেকে আস্তে আস্তে দুই বেবিকে একসাথেই কোলে নিল।

পাপ্পার স্পর্শ পেয়ে বাবু দুইটা স্পষ্ট ভাবে চোখ খুলে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির বেবিদের কপালে চুমু দিয়ে আদর করলো।

আবিরের শব্দ পেয়ে মেঘ আস্তে আস্তে চোখ খুলল। চোখ খুলেই আবির কে দেখে মেঘের মনটা প্রশান্তিতে ছেয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল: আহিয়ার আব্বু

আবির ছেলে মেয়েকে কোলে নিয়েই মেঘের বেডের পাশে এগিয়ে বসলো।

আবির: বলো, আহিয়ার আম্মু।

মেঘ: আমি ভেবেছিলাম, আমি আপনাকে আর দেখতে পাবো না। হয়তো এই দেখাই শেষ দেখা।

আবির হুট করেই মেঘের ঠোটে আঙ্গুল চেপে ধরল।

আবির: চুপ, এসব কথা আর না। আমাদের প্রেমের গল্প থেকে আলাদা হওয়ার পৃষ্ঠাটা আমি নিজ হাতে ছিড়ে দেব। তবুও তোমায় কখনো কোথাও যেতে দেব না।

আর আজ এত খুশির দিনে এসব কথা তো হবেই না। দেখো আমাদের আহিয়া.. কিন্তু আমাদের এই পুচু সোনাটার নাম কি দেওয়া যায় বলোতো?

মেঘ: মেয়ের নাম তো আপনি আমাদের বিয়ের আগেই রেখেছেন। এখন ছেলের নামটাও আপনি রাখেন।

আবির: খানিকটা ভুল বলেছো। তখনো আমাদের বিয়ে হয়েছিল শুধু তুমি জানতে না। এখন ছেলের নাম তুমি রাখো।

বর্ষার পানির মতো চারিদিক যেন খুশিতে থৈ থৈ করছে। খান পরিবারে খুশির জোয়ার নেমেছে। দীর্ঘ একটা দম বন্ধ কর পরিবেশের পর আবারো আলোর রশ্মি তে আলোকিত হয়েছে খান পরিবারের সকল সদস্যদের মন।

হসপিটাল থেকে আবিরের এখনো নাম কাটা হয়নি। তানভীর আর আলী আহমেদ খান হসপিটাল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে আবিরকে মেঘের রুমেই শিফট করেছে।

কিন্তু আবিরের রেস্ট করার কোন খবর নেই, সারাক্ষণ ছেলে মেয়েকে নিয়ে মেঘের সাথে খুনসুটিতে ব্যস্ত থাকে।

আবিরের ছেলে মেয়ে দুনিয়াতে এসেছে আজ মাত্র চার দিন। এর মাঝেই ছেলে মেয়ের পক্ষ ভাগাভাগি শেষ। আবিরের একটাই দাবি ওর মেয়ে আহিয়া ওর পক্ষে। কিন্তু মেঘ তা শুনতে বা মানতে নারাজ। মেঘ চায় ছেলে মেয়ে দুজনেই মায়ের পক্ষে থাকুক।

ভাইয়া..

তানভীরের কণ্ঠ শুনে মেঘ আবির দুজনেই সে দিকে তাকালো।

আবির: ভেতরে আয়..

তানভীর ভেতরে এসেই বেবিদের কাছে গেল। ছেলে বাবুটাকে কোলে নিয়ে বলল: আমার মামা কি করে? তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাও, তোমাকে কাঁধে চড়িয়ে পুরো এলাকা ঘুরবো।

তানভীরের স্পর্শ পেয়েই হয়তো বেবি টা বুঝতে পেরেছে এটা তার পাপা না, তাই ঠোঁট বাঁকিয়ে কাদা শুরু করল।

তানভীর: এই যে মামা কেঁদো না.. চকলেট খাবে? তোমাকে আমি অনেক চকলেট এনে দিবো। তারপরও কেঁদো না প্লিজ।

তানভীরের কথা ও কর্মকাণ্ড দেখে মেঘ হাসতে হাসতে বেডে লুটোপুটি খাচ্ছে। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল: ভাইয়া.. আমার এইটুকু ছেলেকে তুমি চকলেট খাওয়াতে চাইছ?

তানভীর: হুম.. ওকে আমি অল্প বয়সেই সব কিছুর ট্রেনিং দেব।

তানভীরের কথা শুনে আবির হঠাৎ ফুঁসে উঠে বলল: তাহলে তো হয়েছেই.. আমার ছেলেটাকে অল্প বয়সেই তোর মত পাকা বানাস না ভাই.. তাহলে আবার বোনের বান্ধবীর সাথে প্রেম করতে যাবে।

আবিরের খোঁচা মারা কথা শুনে তানভীর টিটকোণি কেটে বলল: ছিহ ভাইয়া.. আমাকে কি তোমার এত কাঁচা ট্রেনার মনে হয়.. আমিতো আমার ভাগিনাকে চাচাতো বোনের সাথে প্রেম করা শিখাবো।

আবির অবাক কণ্ঠে উত্তর দিল: তাহলে তো আমার ছেলের সারা জীবন সিঙ্গেল ই থাকতে হবে। তুই তো আমার ছেলের চাচা না হয়ে মামা হয়ে বসে আছিস।

তানভীর: আমি তো তোমার ছেলের চাচা মামা কোনটাই হতে ইন্টারেস্টেড না।

আবির: তাহলে?

তানভীর আবিরের দিকে তাকিয়ে একচোখ মেরে জবাব দিল: শশুর হবো শ্বশুর.. ওকে আমার মেয়ের জামাই বানাবো বুঝলা ভাইয়া।

আবির ঠাট্টার কণ্ঠে উত্তর দিল: বললেই হলো? তোকে আমার বিয়াই জীবনেও বানাবো না। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেন সমন্ধি ভাই..

তানভীর হাসতে হাসতে বলে উঠলো: আমার মেয়েকে তোমার ছেলের সাথে ভাগিয়ে দিব পারলে তুমিও আটকে দেখিও বিয়াই মশাই।

ওদের কান্ড দেখে মেঘ ধমকের সুরে বলে উঠলো: তোমরা প্লিজ একটু চুপ করবা.. আমার মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে উঠে যাবে।

আহিয়ার কথা শুনেই আবির তানভীরের মাথায় চাটি মেরে বলল: ধুর শালা.. কথা কম বল.. আমার মেয়ে

ঘুম থেকে উঠলে, তোকে জীবনে মেয়ের বাপ হওয়ার সুযোগটাই আমি দিব না।

তানভীর: আমি তোমার শালা না সমন্ধি হই সম্মান দিয়ে কথা বলো।

আবির: আমি তো তোকে সম্মানের চুড়ায় নিয়ে যেতেই চাই। কিন্তু তুই তো আড়ালে দেখা করিস না।

মেঘ বিরক্তিকণ্ঠে বললো: উফফফ... তোমরা বাচ্চাদের মত ঝগড়া করা বন্ধ করবে।

তারপর তানভীরের উদ্দেশ্যে আবার বলল: ভাইয়া.. আমাদের রিলিজ কয়টায় দিবে?

তানভীর এবার সিরিয়াস কণ্ঠে উত্তর দিল: সকল ফরমালিটি শেষ.. আর ঘন্টা খানিক পরেই আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হব। খান পরিবারের সকল সদস্য তোদের আশায় পথ চেয়ে আছে।

মেঘ: হুম.. জানি তো। আমারও তাদের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে।

আবির : ইসসস... আমার জন্য তো কারো মনটা এত ব্যাকুল হয় না।

মেঘ: আপনি কি কোন ভাবে নিজের পরিবারকে নিয়ে জেলাস ফিল করছেন?

আবির: কই না তো.. আমাকে ভালোবাসার জন্য আমার এখন মেয়ে আছে বুঝলা...

মেঘ আবিরের খুনসুটি দেখে, তানভীর হাসিমুখে বিদায় নিয়ে বাহিরে চলে গেল।

এই ছেলে... তাড়াতাড়ি সাজানো শেষ কর। আমার নাতি নাতিরা চলে আসবে।

আলী আহমেদের তাড়াহুড়া শুনে ছেলেটি জবাব দিল: আঙ্কেল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব সাজানো শেষ হয়ে যাবে।

এদের দুই জনের কথার মাঝেই উপস্থিত হলো মোজাম্মেল খান। বলল: কি হয়েছে ভাইজান..

আলী আহমেদ খান জবাব দিল: আমার আবিরের ছেলে মেয়ে বাড়িতে আসার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু ওদের এখনো বাড়ি সাজানো কমপ্লিট হয়নি।

মোজাম্মেল খান: আরে ভাইজান, এত চাপ নিও না। ওদের বাড়িতে ফেরার আগেই সব কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

মালিহা খান, হালিমা খান ও আকলিমা খান সকাল থেকেই রান্নাঘরে প্রচুর ব্যস্ততার মাঝে সময় কাটাচ্ছে। বন্যা ও সাথে সাথে সাহায্য করছে।

আজ মাহমুদা খান ও জান্নাত আসার কথা। হয়তো তারাও কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে। মিম আরিফ কে বারবার বলেছে আসার জন্য। কিন্তু আরিফ জানিয়েছে সে অন্য সময় আসবে।

ঘর জুড়ে স্নিগ্ধ আলো, ফুলের মালা, আর হালকা instrumental সঙ্গীত। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান, ইকবাল খান, মালিহা খান ,হালিমা খান, আকলিমা খান সহ পরিবারের সকল সদস্য।

প্রত্যেকের চোখে একরাশ উচ্ছ্বাস। হঠাৎ করেই দরজায় কলিং বেল বেজে ওঠে।

মিম: এসেছে.. ভাইয়ারা এসেছে..

হালিমা খানের চোখ ভিজে গেছে জলে। বলল: আমার নাতি নাতনি এসেছে।

মালিহা খান মেঘের ছেলেকে কোলে নিয়ে বললেন: আল্লাহ তায়ালার রহমত নামিয়ে দিস ঘরে।

আলী আহমেদ খান সামনে এগিয়ে গিয়ে আবিরের কোল থেকে নাতনিকে কোলে নিয়ে বললেন: আমার নাতনি কি কম নাকি? দেখেছো.. ও এসেছে আর সারা ঘর আলোয় আলোয় ভরে গেছে।

মা বাবার খুনসুটি দেখে আবির হাসলো।

ইকবাল খান হেসে হেসে বললেন: আবারো খান পরিবার আরো দুইজন নতুন উত্তরসূরী পেয়ে গেল।

আজ শুক্রবার..

বাড়ির বাগানের ছোট একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। যেখানে ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে বসে আছে মেঘ ও আবির। আজ ওদের নামকরণ করা হবে। আত্মীয়-স্বজনরা ও পাড়া-প্রতিবেশী সবাই এসেছে আবিরের ছেলে মেয়েকে দেখতে। আদি একটা ছোট কবিতা পাঠ করে বাবুদের উদ্দেশ্যে__

আলো হয়ে এলে তোমরা, খান ঘরে সুর বাজে
তোমাদের হাসিতে যেন, খান পরিবারের নতুন দিন সাজে

তারপর মালিহা খান ছেলে বাবুকে একটা ছোট সোনার লকেট সহ চেইন ও মেয়ে বাবুকে সোনার ছোট ২টা চুড়ি পরিয়ে দিল। যা খান বাড়ির ঐতিহ্যের প্রতীক।

মালিহা খান গভীর আবেগী কণ্ঠে বাবুদের উদ্দেশ্যে বলল: এক সময় এই চুরি ও চেইন তোমাদের মা-বাবা পড়েছিল। আর এখন থেকে এগুলো তোমাদের।

একে একে সকলেই এসে দোয়া করে গেল ও অনেক গিফট দিল। এখন নাম রাখার পালা...

আবির মেয়ের নাম রাখল "মেহেবুবা খান আহিয়া"। আর মেঘ ছেলের নাম রাখল "মাহাদীব খান আহিয়ান"।

তাছাড়া পরিবারের সকলেই ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখল। যেমন ছেলের নাম রাখল: ফারাজ, আয়ান, রাফি, আহিল, মাহির, মাহতাব ,আহির, মৃদুল, আইয়ুশ, ইসরাক, মাহিম, আদিল, মাশরাফি ,সাফওয়ান ,মাহিদ, মেহরাব ইত্যাদি।

আর মেয়ের নাম রাখল: আশিরা, জানাবির, আরিবা, আফরিন ,মাহিরা, মেহেজাবিন, মুঞ্জা, মুবিনা ,মাইশা, মাহফুজা ইত্যাদি।

নামের এত বড় লিস্ট দেখে তানভীর মাথায় হাত রেখে বসে পরে বলল: আমার মাত্র একটা ভাগিনা ও একটা ভাগ্নি.. ওদের এত নাম হলে তো ওরা নিজেরাই নিজের নাম ভুলে কনফিউজড হয়ে যাবে। ভাইয়া আর বনু যা নাম রেখেছে তাই থাকবে।

কিন্তু আমি আমার ভবিষ্যৎ মেয়ে জামাইকে তাশফিন খান বলেই ডাকবো। যার অর্থ একজন সুশৃংখল ও

বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আর আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ একমাত্র ননদের নাম হবে তাশফিয়া খান। যার অর্থ বিশুদ্ধ, পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা ও সততা।

বন্যা রেগে ফুসে উঠে বলল: এই... আপনি না এই মাত্র বললেন , ভাইয়া আর মেঘের ছাড়া আর কারো নাম গ্রহণযোগ্য না। তাহলে আপনি কেন রেখেছেন?

তানভীর দাঁত কেলিয়ে জবাব দিল: কারণ, ওদের সাথে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কটা অন্যরকম। চাইলে তুমিও রাখতে পারো। কারণ তুমি আর আমি একই তো বউ।

তানভীর এর কথা শুনে মিম আর আদি রাগে কটমট করছে।

পরিস্থিতি ভয়ংকর বুঝতে পেরে তানভীর ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নিজের রুমের দিকে চলে গেল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা।

আবির অফিস থেকে বাড়ি এসেই দেখতে পেল ডাইনিং টেবিলের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চকলেটের মোরক।

আবিরকে দেখে মেঘ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাগী কণ্ঠে বলল : আপনার ছেলে আবারও লুকিয়ে রাখা চকলেট গুলো চুরি করে খেয়ে ফেলেছে।

চার বছরের আহিয়ান আধো আধো কণ্ঠে বলল: আমি তো খাইনি পাপা.. আহিয়া আমাকে জোল কলে খাইয়েছে!

আহিয়া আহিয়ানের থেকে কয়েক মিনিটের ছোট হলেও বেশ চালাক। সঙ্গে সঙ্গেই বলল: পাপা.. ভাইয়া মিত্তা বলিচে মিত্তা। আমি.. তো.. বলেতিলাম, খেওনা। সেই জোল করে সব খেয়ে ফেলেচে।

আবির মুচকি হেসে ছেলে মেয়েকে একসাথে কোলে নিয়ে সোফায় গিয়ে বসলো।

আহিয়ান ও আহিয়া সন্ধ্যায় সোফায় বসে আঁকা আঁকিতে ব্যস্ত । আবির একটু আগেই রুমে গেছে ফ্রেশ হতে। এখন আর আগের মত বাড়ি ফিরেই ফ্রেশ হতে পারে না। এসেই ছেলে মেয়ের সকল আবদার শুনতে ব্যস্ত থাকে।

আহিয়া মায়ের একটা পুরনো ছবি নিয়ে আঁকার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। পারবেই বা কি

করে? মাত্র চার বছরের শিশু এত কঠিন ড্রইং কি করে করবে।

তাই একটু আগেই মিমকে চকলেট দেওয়ার কথা বলে জোর করে এনে ড্রয়িং এ হেল্প করতে বসিয়ে রেখেছে।

আহিয়ান বাবাকে এঁকেছে। একটা বিশাল স্যান্ডউইচ মুখে পুরে খাচ্ছে। মিম ওদের সাহায্য তো করেছে। কিন্তু জানে, একটু পর এসবের জন্য ওর উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, নার্গিস সব একসাথে যাবে।

আবিরকে নিচে নামতে দেখেই আহিয়া দৌড়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালো।

আবির: কি হয়েছে মামনি?

আহিয়া: পাপা.. এই দেখো মাম্মা..

আবির আহিয়ার হাতের ড্রয়িং খাতার দিকে তাকিয়ে দেখলো, কাঁচা হাতে একটা ছবি আঁকা। একটা বাঁকা তেরা মেয়ে। বিশাল লম্বা চুল। যা পা পর্যন্ত । চোখ দুটো বড় বড় । আবির তো দেখে হাসতে হাসতে শেষ। বলল : এটা তোমার মাম্মা?

আহিয়া: হুম.. মাম্মা..

হঠাৎ আবির শুনতে পেল রান্নাঘর থেকে মেঘ ও বন্যার অট্টহাসির শব্দ। আবির সেদিকে এগিয়ে গেল , গিয়ে যা দেখল আবিরের তো চক্ষু চরক গাছ। আহিয়ানের হাতে একটা ড্রয়িং ।যেখানে একটা মোটা তাজা লোক হাঁ করে বড় একটা স্যান্ডউইচ খাচ্ছে। নিচে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অক্ষরে লেখা "আমার পাপা"

আবির আহিয়ানকে ডাকলো: সোনা এদিকে আসো তো..

আহিয়ান আসলে আবির হাঁটু গেড়ে সামনে বসে জিজ্ঞেস করল :তোমাকে কে বলেছে এটা আমি? মানে তোমার কেন এমনটা আঁকতে ইচ্ছে হলো..

আহিয়ান হাসি হাসি মুখ নিয়ে বলল: আম্মু ই তো ছবছময় তোমাকে বুলে তোমার নাকি খাওয়া ও ঘুম ছালা কোন কাজ লেই।

আবির রাগে কটমট করে তাকালো মেঘের দিকে। মিম ও বন্যা মুচকি মুচকি হাসছে।

আলী আহমেদ খান হঠাৎ বলে উঠলো: ঠিকই তো বলেছে আমার বৌমা.. সকাল বিকাল অফিস, খাওয়া আর ঘুম ছাড়া তোমার আর কি কাজ? আলী আহমেদ খানের সাথে তাল মিলিয়ে তানভীর বলল: আমার

মেয়ের জামাইয়ের ট্যালেন্ট আছে বল ভাইয়া.. বলেই দাঁত কেলিয়ে হাসলো।

আবির রাগী রাগী মুখ নিয়ে বলল: তোকে আমার বেয়াই জীবনেও বানাবো না। আমি উপরে যাচ্ছি। তোর মেয়েকে আজই অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দিব। বলেই আবির সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে উপরে চলে গেল ।

বন্যা মাথায় হাত দিয়ে বলল: হায় আল্লাহ.. কবে যেন এদের দুই ভাইয়ের দুষ্টুমির জন্য আমার ছোট মেয়েটার কপাল পোড়ে। বন্যা ও তানভীর এর মেয়ে তৃধা খান। বয়স আড়াই বছর। ছোট ছোট পায়ে হেঁটে আহিয়ার সাথে পুরো বাড়ি মাতিয়ে রাখে। কিন্তু আহিয়ানের কাছে সে ভুলেও যায় না।

আহিয়ান ও সুযোগ পেলেই তৃধাকে মেরে দেয়। আর তৃধাও আবির বাড়ি আসলেই বড় পাপার কাছে বিচারের ঢালী নিয়ে বসে।

আজ শুক্রবার_

একটু আগেই জুম্মার নামাজ পড়ে এসে, সকলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছে। এখন সবাই সবার রুমে বিশ্রাম নিচ্ছে।

মিম প্রায় ৩০ মিনিট ধরে বাবা মায়ের রুমের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে ভাবছে রুমে যাবে নাকি যাবে না। দরজার ওপারে সামান্য পা দেখা যেতেই আকলিমা খান বলল: কে ওখানে? মিম গুটিসুটি পায়ে এগিয়ে গেল সামনে । বলল: আমি আম্মু

আকলিমা খান: দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কিছু বলবি?

মিম: না_ মানে হ্যাঁ আম্মু

মাত্রই এসে বিছানায় শুয়েছে তাই মিমের শব্দ পাওয়া মাত্রই ইকবাল খানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আকলিমা খান কিছু বলার আগেই, ইকবাল খান মেয়েকে নিজের কাছে ডাকলেন, এবার মিম গিয়ে বাবার সামনে মাথা নিচু করে বসলো।

ইকবাল খান আধুরে কণ্ঠে বললেন: কি হয়েছে আমার মায়ের?

মিম কোন জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসেই আছে।

এবার আকলিমা খান এসেও বিছানায় বসলেন। বললেন: তোমরা বাবা মেয়ে কথা বল আমি ঘুমাচ্ছি।

ইকবাল খান ও মিম আকলিমা খানের কথা শুনে একবার ওনার দিকে তাকালো। তারপর ইকবাল খান মিম এর উদ্দেশ্যে বললেন: বলো মা_ কি হয়েছে? কিছু লাগবে তোমার?

মিম কাচুমাচু করে বসে ওড়নার এক আঁচলের সাথে আরেক আচলে গিট্টু দিচ্ছে।

ইকবাল খান আবারও বলল: কিছু তো বলো_

মিম: আসলে আব্বু, আমি তোমাদের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই।

মিমের মুখে গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনেই আকলিমা খান ইকবাল খান উঠে বসলেন।

মিম কিছুক্ষণ থেমে আবার বলা শুরু করল: তোমরা তো জানো , আমি কখনো তোমাদের বিশ্বাস ভাঙ্গিনি। আমি আর আরিফ ভাইয়া- মানে আমরা প্রায় পাঁচ বছর ধরে একে অপরকে চিনি, বুঝি, ভালোবাসি। না মানে এটা হঠাৎ করে হয়নি। আমরা দুজনে বুঝে শুনে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমরা চাই তোমরাও আমাদের পাশে থাকো। কারণ আমাদের এই সিদ্ধান্তে আমরা পরিবারকে সম্মানের সঙ্গে পাশে রাখতে চাই।

মিমের কথা শেষ হতে না হতেই আকলিমা খান সজোরে থাপ্পর বসিয়ে দিল মিমের গালে। বলল: তোর সাহস কি করে হলো, তোর আব্বুর সামনে এই কথা বলার_

ইকবাল খান এক হাত তুলে আকলিমা খানকে থামিয়ে দিল।

ইকবাল খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন: মাহমুদা আপা জানে?

মিম নিচের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল: জ্বি_ আরিফ ভাইয়া তাদের পরিবারের সবাইকে জানিয়েছে।

ইকবাল খান:কবে জানিয়েছে?

মিম: ২ দিন আগে_

ইকবাল খান: কি বলেছে ওর পরিবার?

মিম কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে উত্তর দিল: ফুপি আর ফুপা জানিয়েছেন, আমাদের পরিবার মানলে তাদের কোন সমস্যা নেই।

ইকবাল খান রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন: আর তুমিও সেটা শুনে তোমার পরিবারকে মানাতে চলে এসেছো?

মিম ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো: না_ মানে আব্বু

ইকবাল খান ধমক দিয়ে বললেন: কি মানে মানে করছো?

তুমি কি ভুলে গেছো তোমার ফুপির পরিণতি। এই একই ভুলের কারণে 27 বছর আপা আমাদের বাড়িতে আসে নি। তুমিও কি চাও তোমার ভাগ্যটাও এরকম হোক?

ইকবাল খানের ধমক শোনে মিম মাথা নিচু করে, বসে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছে।

আকলিমা খান মিমের এক হাত টেনে ধরে দাঁড় করিয়ে বলল: তুই এখনই রুম থেকে যা.. আমরা এই ব্যাপারে তোর সাথে আর কোন কথা বলতে চাই না।

মীর মায়ের হাতটা ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে আব্বুর পায়ে জড়িয়ে ধরল। কান্নায় জর্জরিত কণ্ঠে বলল: প্লিজ আব্বু তোমরা এমন করো না। আমি আরিফকে ছাড়া বাঁচবো না।

মিমের কথার মাঝখানে মিমের মা ফোড়ন কেটে বলল: কিরে মিম.. আমি কি এত নির্লজ্জ মেয়েই পেটে ধরেছিলাম। আমার ভাবতেই অবাক লাগছে

তুই আমার মেয়ে। কি করে পারছিস বাবার সামনে এসব কথা বলতে!!

মিম মায়ের কথায় কান না দিয়ে বাবার পা কে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো: আব্বু.. আরিফ তো ভালো ছেলে । আমায় অনেক ভালোবাসে, আমাকে অনেক ভালো রাখবে। শুধু তোমরা যেন আরিফকে মেনে নাও সেই জন্য আরিফ নিজের বাবার ব্যবসার হাল ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্পর্কের শুরুতে আরিফ দুই থেকে তিন বছর সময় আমার থেকে চেয়ে নেওয়ার পরেও। পরবর্তীতে তোমাদের চোখে যোগ্য হওয়ার জন্য পাঁচ বছর সময় ব্যয় করেছে। এখন নিঃসন্দেহে আরিফ সর্ব দিক দিয়ে তোমাদের চোখে যোগ্য। প্লিজ আব্বু তুমি না করো না।

উফফফ মাম্মা.. আমি ব্যথা পেয়েচি.. আহিয়ার শব্দ পেয়ে মেঘ সেদিকে তাকালো। দেখল আহিয়ান আহিয়া কে চিমটি কেটেছে।

মেঘ ধমকের সুরে বলল: আহিয়ান.. তোমাকে কতবার বলেছি, ও তোমার ছোট বোন। তুমি ওর বড়

ভাইয়া। আর বড় ভাইয়ারা ছোট বোনদের কখনো মারে না। অনেক আদর করে।

আহিয়ান: আমি মালিনি মাম্মা.. বোন মিথ্যে বলচে।

আহিয়া প্রতিবাদী সুরে বলল: না মাম্মা.. ভাইয়া মিথ্যে বলচে।

এইবার আহিয়ান রাগে আহিয়ার মাথার ঝুঁটির তুলি খুলে নিলো।

আর কি লাগে, শুরু হয়ে গেল রাজকন্যা আহিয়ার কান্না।

ঠোঁট ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে পাপা পাপা বলে কাঁদতে লাগলো।

মেঘ পাশেই বাচ্চাদের জামা কাপড় গুলো গুছাচ্ছিল। ছুটে গিয়ে আহিয়াকে বুকে জড়িয়ে আদর করা শুরু করল।

আমি পাপার কাছে বিচার দিব। পাপা.. ওই পাপা.. তুমি কই!! বলেই আহিয়া আবারো কান্না শুরু করলো।

মেঘের তো মাথায় হাত। শুরু হয়ে গেল পাপার আদরের দুলালির কান্না। কিন্তু আহিয়ার আব্বু গেল কোথায়??

কাকামনি আসবো? আবিরের কণ্ঠস্বর পেয়ে ইকবাল খান, আকলিমা খান ও মিম দরজার দিকে তাকালো।
আকলিমা খান বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: আরে আবির.. কিছু লাগবে তোমার? ভেতরে আসো।
আবির একবার সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে নিল। ইকবাল খান বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছে। সামনে মাথা নিচু করে বসে আছে মিম। পরিস্থিতি নীরব ও গুরু গম্ভীর।
এবার আবির মুখ খুলল: কাকামনি.. কিছু মনে না করলে একটা কথা বলতে চাই।
ইকবাল খান মুখে হাসির রেখা টেনে বললেন: এত ফরমালিটির কি আছে? কি বলবি বল। আর দাঁড়িয়ে আছিস কেন.. এখানে এসে বস।
আবির: না.. এখন বসবো না.. হয়তো আহিয়া ও আহিয়ান এতক্ষন আমাকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। তাছাড়া আব্বুর রুমে গিয়েছিলাম, সেখানে কথা বলতে বলতে একটু দেরি হয়ে গেছে।
ইকবাল খান: ঠিক আছে বল কি বলবি।
আবির গম্ভীর মুখ নিয়ে বলল: আমার বন্ধুর ছোট ভাইয়ের জন্য অনেকদিন ধরেই মেয়ে দেখা হচ্ছে।

ওরা অনেক আগেই মিমের জন্য আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু মিমের লেখাপড়ার জন্য আমি রাজি হইনি। কিন্তু এইবার মনে হয় মিমের বিয়েটা দিয়ে দেওয়া উচিত। তুমি কি বলো?

মিমের মাথায় মনে হয় আবিরের কথা শুনে আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। লাল লাল ভেজা আখি যোগল নিয়ে আবিরের পানে তাকালো। কিন্তু আবির হয়তো তা দেখতেই পেল না। আকলিমা খানের মুখটা দেখে মনে হচ্ছে তিনি কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন।

ইকবাল খান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু একটা ভেবে তারপর বললেন: ঠিক আছে তুই ওনাদের খবর দে মেয়ে দেখতে আসতে বল।

আবির আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল: ওরা মিমকে আগেই দেখেছে। ছেলের পরিবারের সবাই চায়। তোমরা যদি ছেলেকে পছন্দ করো, তাহলেই বিয়ের কথা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

মিম উঠে দাঁড়িয়ে আবিরের দিকে তাকিয়ে কাঁপা কণ্ঠে বলল: ভা ই য়া আমি....

আবির: তুই তোর রুমে যা। এখানে তোর কোন কাজ নেই।

মিম আবিরের ভয়ে আর কিছুই বলতে পারল না। ইকবাল খানের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দৌড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

ঠাস... শব্দ শুনে মেঘের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছে। কি হয়েছে দেখতে তাড়াতাড়ি করে রুমের বাহিরে বের হলো। বুঝতে পারলো শব্দটা মিমের দরজা থেকেই এসেছে।

মিম দরজা বন্ধ করেই দরজায় পিঠ ঘেঁষে মেঝেতে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বারবার একটা কথা ই চিৎকার করে বলল : হে আল্লাহ, যারে আমার মনে দিলা, তারে আমার ভাগ্যে কেন দিলা না ? গায়ের ওড়নাটা খুলে কিছুটা মুখের ভিতর ভরে চিৎকার করে কান্না শুরু করলো। যে কান্নার নেই কোন শব্দ, শুধু আছে নীরব আর্তনাদ।

মিমের কান্নায় রুমের পরিবেশটা যেন ভারী হয়ে উঠেছে। কাঁদতে কাঁদতে একসময় মেঝেতেই হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া খান বাড়ির সকলেই রাতের খাবার খেতে বসেছে। খান বাড়ির ডাইনিং টেবিলটা আবির বহু আগেই পরিবর্তন করেছে। এনেছে নতুন ও বড়

মাপের একটা টেবিল। যেখানে অনায়াসেই পুরো খান পরিবার বসে খাবার খেতে পারে। বিশেষ বিশেষ দিনে বাড়িতে কোন মেহমান আসলে এই টেবিলটাতেই যোগ হয় আরো কয়েকটা চেয়ার। নতুন ডাইনিং টেবিলে আহিয়ান সর্বদা আলী আহমেদ খান এর পাশে বসতেই পছন্দ করে। দাদু হিসেবে আলি আহমেদ খান কে আহিয়ান এর ভীষণ পছন্দ।

আর আহিয়া ও তৃধা ২ আহ্লাদি খাওয়ার সময় হলেই সব সময় দৌড়ে গিয়ে মোজাম্মেল খান ও ইকবাল খান এর মাঝের দুই চেয়ার দখল করে বসে থাকে। প্রতিদিনের ন্যায় আজও আহিয়া ও তৃধা ছুটে গিয়ে মোজাম্মেল খান ইকবাল খানের মাঝের চেয়ারে বসে পড়ল। আহিয়ান আলী আহমেদ খানের পাশেই বসে আছে। আহিয়া ও তৃধার কাহিনী দেখে বলে উঠল: উফফ ।

আলী আহমেদ খান একবার আহিয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছেন এই ছেলেটার বিরক্তির কারণ।

আহিয়ানের বয়স কম। কিন্তু এই বয়সেই বাবার মতো নিজের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে সে একটুও

ভুলিনি। আহিয়ান যেন আবিরের প্রতিচ্ছবি। রাগী, গম্ভীর, বদমেজাজি সব গুণ তার মধ্যে বহমান। কিন্তু বাড়ির সকলে তা নিয়ে একটুও টেনশন করে না। কারণ তারা জানে আগে আবির ও এমন ছিল কিন্তু সেই ছেলেটাই বর্তমানে সারাক্ষণ বউয়ের আঁচল ধরে বলতে থাকে আমার বউ, আমার বউ।

বাড়ির তিন কর্তা তাদের নাতি নাতনিদের নিয়ে রাতের খাবার খাচ্ছেন। তিন কর্তি তাদের খাবার পরিবেশন করছেন। মেঘ আর বন্যা মাঝে মাঝে তাদের সাহায্য করছে। অবশ্য মালিহা খান বারবার মেঘ ও বন্যাকে বলেছে খেতে বসতে। কিন্তু মেঘ ও বন্যার একটাই কথা বাড়ির বাকি মহিলাদের সাথে খাবে।

হঠাৎ করেই আলী আহমেদ খান বললেন: মিমকি রাতে খাবে না? মিম কই?

ইকবাল খান নিচের দিকে তাকিয়ে খাবার খাচ্ছে। আলী আহমেদ খানের কথায় কোন জবাব দিল না। আকলিমা খান বলল: ভাইজান ও রুমে আছে।

আলী আহমেদ খান: খাওয়ার সময় হয়েছে। মেয়েকে তো ডাকো।

আকলিমা খান: জ্বি ভাইজান।

কিরে, তোদের আসতে এত দেরি হল কেন?

রাকিবের কণ্ঠে আবিরের তাৎক্ষণিক জবাব: ভুলে গেলি, তোকে তো আগেই বলেছিলাম যে এক জায়গায় যাব।

রাকিব: ওহ হ্যাঁ.. দেখ আমি ভুলেই গেছি।

আবির ভ্রু কুচকে বলল: তোরে কি আজকাল তোর বউ ডোজ একটু বেশি দেয় নাকি?

রাকিব হতবাক কণ্ঠে বললো: মানে!

আবির সন্ধিহান কণ্ঠে বলল: মাথার ব্রেন কি জুস বানাইয়া খেয়ে ফেলছোস নাকি? আজকাল কিছুই মনে থাকেনা।

আবিরের ব্যঙ্গ করা কথা শুনে তানভীর দাঁত কেলিয়ে হাসলো।

রাকিব চোখে অগ্নি নিয়ে তানভীর এর উদ্দেশ্যে বলল: এত দাঁত কেলাইয়েন না। মেয়ে হয়েছে তো তাই টের পান না। একটা ছেলে হলে বুঝতেন ছেলের কি জ্বালা।

আবির রাকিবের কাঁধে এক হাতে রেখে বলল: কিরে বাসায় কি কোন সমস্যা?

রাকিব মাথায় হাত দিয়ে বলল: বন্ধু মহা সমস্যা.. যা করোনা ভাইরাসের থেকেও বেশি ভয়ংকর।

আবির: কেন আবার কি হলো?

রাকিব মাথায় হাত দিয়ে চায়ের দোকানের টেবিলটায় বসলো। আবির কে বলল: আগে বল চা অর্ডার দিব।

আবির: না.. আমাকে যেতে হবে বাড়িতে তোর ভাবি অপেক্ষা করছে

রাকিব: ওহ.. তাহলে শোন.. করোনা ভাইরাসের থেকেও বড় মহামারী আমার ছেলে। সারাদিন দুষ্টুমি করতেই থাকে। যদি দুষ্টুমির জন্য কোন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হতো তাহলে আমার ছেলেই ফার্স্ট হতো নির্ঘাত। দুষ্টুর রাজা.. বাড়িতে থাকলে আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যায়।

তানভীর সান্ত্বনা কণ্ঠে বললো: আরে রাকিব ভাই কষ্ট পাইয়েন না.. এই একই মহামারীতে আমি ও ভাইয়া দুজনেই আক্রান্ত। এইতো আসার সময় ও মেয়ে আবদার জুড়ে বসেছে আমার সাথে বাহিরে আসবে। আর ভাইয়ার ছেলে মেয়ে তো সারাদিন আমার বোনটাকে নাজেহাল বানিয়ে ছাড়ে। এই কথা শুনে তিন বন্ধু একসাথেই হুহু করে হেসে দিল।

মিম, এই মিম, দরজা খোল বলতেছি। আকলিমা খান বহু সময় ধরে মিমের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কিন্তু মিম দরজা খুলছে না। বারবার শুধু একটা কথাই বলতেছে, আম্মু এখন আমার খিদে নেই পরে খাবো তুমি চলে যাও

সদর দোজা দিয়ে আবিরও তানভীরকে ঢুকতে দেখেই আহিয়া ও তৃধা দৌড়ে গিয়ে কোলে উঠলো।

কিন্তু আবি র ওপর থেকে আকলিমা খানের চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে উপরে গেল। তারপর মিমকে ধমকের সুরে বলল পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে নিচে খাওয়ার টেবিলে আসতে। মিম শুনল কিন্তু কিছুই বলল না। অবশ্য আবিরের মুখের উপর কথা বলার সাহস মীমের নেই। তাই ভদ্র মেয়ের মত আবিরের পিছু পিছু নীচে এসে ডাইনিং টেবিলে বসলো। ইতিমধ্যে বাড়ির কর্তা দের খাওয়া প্রায় শেষ। আবির বলল: আব্বু একটু বসো তোমাদের সাথে কথা আছে। এর মাঝে ফ্রেশ হয়ে তানভীর ও এসে খেতে বসেছে।

আবির বলল: আব্বু, চাচ্চু, কাকামনি আমি তো তোমাদের আগেই বলেছি মীমের বিয়ের কথা। আজ

আমি ছেলের বাড়িতে গিয়েছিলাম ও। ওরা চায় বিয়ের তারিখটা একটু তাড়াতাড়ি ফেলতে।

আবির বলল: আব্বু, চাচ্চু, কাকামনি আমি তো তোমাদের আগেই বলেছি মীমের বিয়ের কথা। আজ আমি ছেলের বাড়িতে গিয়েছিলাম ও। ওরা চায় বিয়ের তারিখটা একটু তাড়াতাড়ি ফেলতে।

আলি আহমেদ খান জবাব দিল: তারিখ তাড়াতাড়ি ফেলতে চায় এতে সমস্যা কি.. ওদের বল আমরা প্রস্তুত।

আবির ও আলী আহমেদ খানের কথাপকথন শুনে মিমের খাওয়া যেন থমকে গেছে। এক দৃষ্টিতে প্লেটের দিকে তাকিয়ে থ মেরে বসে আছে। মেঘ আশ্চর্যের ভঙ্গিতে বলল: কার বিয়ে! মেঘের মুখে বিয়ের কথা শুনে বাড়ির সকল মহিলারা পুরুষদের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালো।

আবির সকলের দৃষ্টি বুঝতে পেরে বলল: এত অবাক হওয়ার কিছুই নেই। আমরা অবশ্যই বাড়ির সকলকে আজকে সবকিছুই বলতাম।

মালিহা খান আগ্রহী কণ্ঠে বললেন: আবির.. এত বর্নিতা না করে কি হয়েছে পরিষ্কার করে বল।

আবির গলা খাকারি দিয়ে বলা শুরু করলো: আম্মু.. আমার বন্ধুর এক ছোট ভাই আছে। ছেলে ব্যবসা করে। অনেকদিন ধরেই মিমের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে ওদের পরিবার। এতদিন আমি তেমন গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মীমের এবার বিয়েটা দেওয়া উচিত। আজ দুপুরেই আব্বু ও চাচ্চুর সাথে এই ব্যাপারে আলোচনা করা শেষ করে কাকা মণি কে জানিয়েছি। কাকামনি ও সম্মতি দিয়েছে। তাই আমি ও তানভীর সন্ধ্যার দিকে ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওরা বিয়ের কাজটা তাড়াতাড়ি শুরু করতে চায়। আর তোমরা তো শুনলে আব্বু ও চাচ্চুর এতে কোন আপত্তি নেই। তোমরা সবাই অনুমতি দিলে আগামী সপ্তাহের দিকেই বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করব ইনশাল্লাহ।

দীর্ঘ কথার পর আবির থামল। আবিরের কথা শুনে হালিমা খান বললেন: কিন্তু আবির বাবা.. এইভাবে তো আর বিয়ে হয় না। ছেলে পক্ষকে বল মিম কে এসে দেখে যেতে। উনারা মেয়ে না দেখেই কিভাবে বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করতে চায়।

আবির মুখে হাসির রেখা টেনে বলল: মামুনি_ আসলে তুমি যেমন ভাবছো ব্যাপারটা তেমন না। ছেলের বাড়ির সকলেই মিমকে আগেই দেখেছে। আর আমাদের বাড়ির পক্ষ থেকে আব্বু, চাচ্চু ,কাকামনি, তানভীর ,আমি সহ সকল পুরুষেরাই দীর্ঘদিন যাবত ছেলে এবং ছেলের পরিবারকে চিনি এবং জানি। তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো।

মেঘ এবার মুখ খুলল। বলল: তাই বলে ছেলে মেয়ে দুজন দুজনকে দেখবে না। আর আমরা বাড়ির মহিলারাও তো ছেলে এবং ছেলের পরিবারকে দেখি নি

মেঘের চিন্তাযুক্ত চেহারা দেখে আলী আহমেদ খান বলল: মেঘ মামুনি_ এত চিন্তার কিছুই নেই তোমরা কি আমাদের বিশ্বাস করো না? আমরা ছেলে এবং ছেলের পরিবারের সকল খোঁজখবরই নিয়েছি। ছেলে নিজেই মিমকে পছন্দ করেছে। আর রইল কথা মিমের..

এবার আলী আহমেদ খান মিমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: মিম আম্মাজান_ ছেলে এবং ছেলের পরিবারকে আমরা সকলেই দেখেছি। তারা খুবই

ভালো। আশা করি তোমার আমাদের উপর বিশ্বাস আছে। আর তারপরও যদি তোমার মনে হয় তুমি ছেলের সাথে দেখা করতে পারো।

মিম চোখ তুলে তাকালো। চোখগুলো রক্ত লাল হয়ে আছে। টলোমলো চোখে কিছু বলার আগেই তানভীর বলে উঠলো: আরে মিম দেখতে চাইবে না.. আমাদের ছোট বোনের আমাদের উপর অবশ্যই বিশ্বাস আছে। তাই না বল মিম।

মিম উঁচু মাথাটা আবার নত করে ভাতের প্লেটের দিকে চোখ রাখল। কিছু না বলে চুপচাপ বসে আছে। এবার আবির বলল: দেখেছো আব্বু.. মিম আমাদের উপর ভরসা করে চুপ করে আছে। তাই বাড়ির সকলের উদ্দেশ্যে বলছি তোমরা কেউই এসব নিয়ে আর চিন্তা করো না।

বন্যা, মেঘ, হালিমা খান, মালিহা খান ও আকলিমা খান সহ বাড়ির সকল মেয়েরাই চুপ হয়ে গেল । মিম নিরবে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। ভাবছে আরিফের কথা। আরিফ যদি একবার জানে, তাহলে কি করবে? মিম নিজেও জানে না। এই ছেলেটা পাগলের মত ভালবাসে মীমকে। পরিবারের পরে মিমের চেয়েও

বেশি মিমকে যদি কেউ ভালোবেসে থাকে তাহলে সেটা আরিফ।

মিম মনে মনে ভাবল: না অনেক হয়েছে। এবার আরিফকে ব্যাপারটা জানাতেই হবে। ও নিশ্চয়ই কিছু করবে।

বাড়িতে মিম আপুর বিয়ে! আহা! কি মজা। আমাকে কিন্তু অনেক শপিং করিয়ে দিতে হবে। অনেক বাজিও কিনে দিতে হবে, আপু হলুদের দিন ফাটাবো।

আদির কথা শুনে, তানভীর আদির কান ধরে বলল: এত চেঁচামেচি করিস না বলদ। না হলে মিমের সাথে তোর বিয়েটাও ঐদিন সেরে দিব।

খাবার সময় তানভীর এর মুখে বলদ ও আদির কান ধরা দেখে মোজাম্মেল খান কটমট চোখে তানভীরের দিকে তাকালো। আবিরের ইশারা পেয়ে তানভীর আদির কান ছেড়ে দিল।

ঘটনা অন্য দিকে ঘুরানোর জন্য এবার আবির মুখ খুলল: আব্বু, চাচ্চু.. আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে।

আলী আহমদ খান আবিরের দিকে তাকালো।

আবির সম্মতি বুঝতে পেরে বলল: আমার আর মেঘের বিয়েটা খান বাড়িতে হয়েছে, এমনকি

তানবীরের বিয়েটাও খান বাড়ি থেকেই হয়েছে। আমি চাই এবার মিমের বিয়েটা স্পেশাল ভাবে হোক। যেটা হবে "স্প্যারো ড্রিম হাউসে"। মীমের হলুদ সন্ধ্যায় আমি কিছু স্পেশাল গেস্ট কে ইনভাইট করতে চাই।
আলী আহমেদ খান মুখে হাসির দেখা টেনে বললেন: তোমরা যেভাবে খুশি আনন্দ করো এতে আমার কোন সমস্যা নেই।

#চলবে

যারা এখনো পেইজটি ফলো করোনি, তাদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটি বার্তা –

রাতের খাওয়া শেষে সবাই যার যার রুমে চলে গেল। মিম রুমে ঢুকেই তাড়াতাড়ি করে দরজাটা লাগিয়ে দিল। তারপর বালিশের নিচ থেকে ফোনটা নিয়ে চেক করলো আরিফ কোন কল বা মেসেজ দিয়েছে কিনা। নাহ.. দেয়নি। মিম আর অপেক্ষা করলো না। ও নিজেই কল লাগালো আরিফকে। একবার নয় দুইবার নয় প্রায় সাত বার কল দিল কিন্তু ওই পাশ থেকে কেউ কল রিসিভ করল না। মিম হতাশ হয়ে দু হাত দিয়ে মুখ চেপে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। আর আস্তে আস্তে আওরালো: কোথায় তুমি আরিফ? আজ

যে তোমাকে আমার বড্ড বেশি প্রয়োজন। আমি যে তোমায় ছাড়া নিঃস্ব ,বড্ড বেশি একা।

টুং.. মেসেঞ্জারে মেসেজের শব্দ পেয়ে মিমের ঘোর কাটলো। ছুটে গেল ফোনের সামনে। হ্যাঁ মিম যা ভেবেছে তাই, এইতো তার কাঙ্ক্ষিত মানুষটির মেসেজ।

আরিফ: hi

মিম: hlw

আরিফ: কেমন আছো?

মিম আরিফের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে আরিফকে পাল্টা প্রশ্ন করল: এতগুলো কল দিলাম কল কেন ধরলে না?

আরিফ: কাজ ছিল তাই ব্যস্ত ছিলাম।

মিম অভিমানী কণ্ঠে বলল: ওহ।

আরিফ: এতগুলো কল দিলে জরুরী কিছু বলবে?

মিম ভেবে পাচ্ছে না কি করে আরিফ কে বলবে তার বিয়ের কথা। মিম যখন ভাবনায় ব্যস্ত তখন আরিফ বারবার মেসেজ দিচ্ছে।

আরিফ:ai

আরিফ:oi

আরিফ: ai mim

ঘন ঘন মেসেজের টুং টুং শব্দে মিম বাস্তবে ফিরলো। তাড়াতাড়ি ফোনটা হাতে নিয়ে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কি বলবে সে আরিফকে। কি করে বলবে এক সপ্তাহ পর তার বিয়ে। তাছাড়া আরিফের রিএকশন ই বা কি হবে?

মিম কাঁপা কাঁপা হাতে মেসেজ লেখা শুরু করলো: আরিফ, তোমার কথা অনুযায়ী আমি আব্বু আম্মুকে তোমার কথা জানিয়েছিলাম। তারা আমাদের সম্পর্কটা মানতে নারাজ।

মেসেজটি সেন্ড হওয়ার সাথে সাথেই ওই পাশ থেকে রিপ্লাই মেসেজ আসলো।

আরিফ: কি বলেছে মামা- মামি?

মিম: দুপুরে আব্বু আম্মুকে জানিয়েছিলাম। আম্মু শুনেই আমাকে একটা চড় মেরেছে। আর আব্বু বলেছে, তোমাকে বিয়ে করলে ফুপির মত আমাকেও আর খান বাড়িতে আসতে দেওয়া হবে না।

আরিফ: ওহ।

মিম চোখের পানি মুছতে মুছতে আবার লিখলো: তুমি শুধু ওহ বলছো? তোমার কি একটুও টেনশন হচ্ছে না? নাকি তুমি আমার কথা গুরুত্ব দিচ্ছ না।

আরিফ: আজব গুরুত্ব না দেওয়ার কি আছে আমি তো তোমার সকল কথাই শুনলাম।

মিম: তাহলে কিছু বলছো না যে? তোমার কি কিছুই করার নেই?

আরিফ: দেখো মিম.. আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি এটা যেমন সত্যি তেমন আমার ফ্যামিলিকেও আমি ভীষণ ভালোবাসি। আমার পরিবারকে আমার যতই কষ্ট হয়েছে মানিয়ে নিয়েছি। এখন তুমিও তোমার পরিবারকে মানানোর চেষ্টা করো।

মিম: আচ্ছা আরিফ, তোমার কি মনে হয় না আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি সবাইকে মানানোর?

আরিফ: চেষ্টা যেহেতু করতেছ সেহেতু তারা অবশ্যই মেনে নেবে। তাদের একটু সময় দাও। আর আবারো বোঝানোর চেষ্টা করো।

মিম: সময় দেওয়ার মতো সময় আর নেই আরিফ।

আরিফ: কেনো?

মিম: কারণ আগামী সপ্তাহের দিকে আমার বিয়ে..

আরিফ: বিয়ে!!

মিম: হুম বিয়ে.. আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আগামীকাল ছেলে পক্ষের সাথে আমাদের বাড়ির আব্বু, চাচ্চু ও ভাইয়ারা একত্রিত হয়ে বিয়ের তারিখ ঠিক করবে। সবাই চায় আগামী শুক্রবার বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করতে।

এবার আরিফের মেসেজটি কেমন জানি গা ছাড়া মেসেজ মনে হলো মিমের। আরিফ বলল: তাহলে আর কি.. সব যেহেতু ঠিক হয়ে গেছে তাহলে বিয়েটাও করে নাও ।

নোনা জলে মিমের চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। তাও চোখের পানি মুছে আবার লেখা শুরু করল: তুমি কি করে বলতে পারছ এসব। তুমি তো এমন ছিলে না..

আরিফ: তাহলে কি বলবো? বিয়েটা নিশ্চয়ই হঠাৎ করে ঠিক হয়নি। তুমি সবটা জানার পরেও আমাকে এতদিন জানাওনি। এখন হঠাৎ করে বলছো সামনের সপ্তাহে বিয়ে। হাতে মাত্র এক সপ্তাহ। এই অল্প সময়ে আমি কি বা করতে পারি।

মিম কাঁদতে কাঁদতে বলল: তুমি এভাবে বলোনা আরিফ। তুমি তো আমাকে কথা দিয়েছিলে, যত বিপদই আসুক তুমি আমার পাশে থাকবে। তাহলে আজ কেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। আমি তোমায় খুব ভালোবাসি আরিফ। অন্য কারো ঘরে বউ হয়ে যাওয়ার কথা ভেবেই আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি তোমায় ছাড়া বাঁচবো না, এটা কি তুমি বুঝতে পারছ না?

আরিফ: আমি জানি মিম। আমিও তোমাকে অনেক ভালোবাসি। কিন্তু আমার হাত-পা ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে বাঁধা। আমি চাইলেই তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারি না। আমার আম্মু দীর্ঘ 27 বছর পর তার ভাইদের সাথে সম্পর্ক ঠিক করেছে। আমি চাইনা নতুন করে আমার জন্য আবারো খান পরিবারের সাথে আমাদের বিচ্ছেদ হোক। তুমি প্লিজ তোমার ফ্যামিলিকে মানানোর চেষ্টা করো।

মিম দু হাতে চোখের পানিগুলো মুছে বলল: আর যদি না পারি?

আরিফ: তাহলে পারলে আমায় ক্ষমা করে দিও।

মিম আশ্চর্য কণ্ঠে বলল: আরিফ!! তুমি কি করে বলতে পারছো এসব? তুমি কি ভুলে গেছো আমাদের গত ৫ বছরের স্মৃতি গুলো.. আজকের দিনটার ভয়েই আমি গত পাঁচ বছর আগে তোমাকে একসেপ্ট করতে চাইনি। তবুও তুমি এলে আমার জীবনে। আর এখন এসে যখন পড়েছ, তাহলে ছেড়ে কেন যাচ্ছে?

আরিফ: সরি মিম। প্লিজ পারলে আমায় ক্ষমা করে দিও। কিন্তু দুই ফ্যামিলির অমতে আমি তোমাকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

মিম এবার খানিকটা রাগী কণ্ঠে বলল: এটাই কি তোমার শেষ কথা?

আরিফ: হুম।

মিম: ঠিক আছে মিস্টার আরিফ। আপনাকেও আমার বিয়েতে দাওয়াত রইল। অবশ্যই দুই দিন আগে থেকেই চলে আসবেন। আফটার অল, আপনি আমার প্রিয় কাজিন বলে কথা।

তারপর আরিফের আইডি থেকে শুধু একটি মেসেজই আসলো; ভালো থেকো।

মিম ফোনটা বিছানায় ছুড়ে মেরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকলো। কি বলছে আরিফ? আরিফকে আজ

বড্ড বেশি অচেনা লাগছে। যেই ছেলেটা মিম বলতে পাগল ছিল। সে আজ কত সহজে মিমকে এগিয়ে দিল অন্যের ঘরণী হতে। মীম হাত পা ছড়িয়ে ফ্লোরে বসে কাঁদছে। আর বারবার বলছে: আমার সকল ভালো থাকা কেড়ে নিয়ে, তুমি কি করে আমায় বলছো ভালো থাকতে? তুমি কেন বুঝতে পারছ না আমার সকল ভালো থাকা তুমি। তুমি কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারলে। বেইমান তুমি, আর বেইমান তোমার ভালোবাসা? আমি ঘৃণা করি, তোমাদের মত বেইমান পুরুষের বিষাক্ত ভালবাসাকে।

মেঘ আহিয়ান ও আহিয়া কে বুকে নিয়ে ঘুমাচ্ছে। আবির এতক্ষণ পাশেই বসে ল্যাপটপ নিয়ে অফিসের কাজ করছিলো। হঠাৎই আবিরের মুখে চিন্তিত ও হতাশার ভাব ফুটে উঠলো । ল্যাপটপটা বন্ধ করে বিছানা থেকে নেমে গেল ব্যালকনিতে। আবির তাকিয়ে আছে দূর ঐ আকাশের পানে।

আকাশের চাঁদটা বারবার মেঘের কোলে হারিয়ে যাচ্ছে। আবার একটু পর পর বের হয়ে আলো ছড়াচ্ছে পৃথিবীর বুকে। হঠাৎ একটা শব্দে ধ্যান ভাঙল আবিরের। লক্ষ্য করে দেখলো, আকাশ থেকে

অনেক নিচ দিয়ে একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে তার নিজ গন্তব্যে । আবির খানিকক্ষণ ওই দিকে তাকালো। তারপরেই পাশে কারো উপস্থিতি টের পেলো। কিন্তু আবীর পাশ ফিরে তাকালো না। আবির জানে তার পাশের মানুষটি কে।

আহিয়ার আব্বু... মেঘের ডাকে আবিরের শান্ত জবাব: হুম।

মেঘ:অনেক রাত হয়েছে এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন? রুমে চলুন ঘুমাবেন।

আবির; ঘুম আসছে না।

মেঘ : কেন? কি নিয়ে আপনার এত টেনশন?

আমি মৃদু হাসলো। তারপর মেঘকে কিছুটা কাছে টেনে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলল: আহিয়ার আম্মু.. আমার হঠাৎ করেই কেন যেন ভয় হচ্ছে!

মেঘ আবিরের বুকে মাথা রেখে এক হাত দিয়ে আবিরের বুকের বা পাশে কি যেন আঁকিবুকি করছে।

আবিরের কথা শুনে মেঘের সহজ-সরল জবাব: কেন?

আবির মেঘকে আরেকটু বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলল: আচ্ছা.. এত তাড়াতাড়ি করে মিমের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে কি আমি ভুল করলাম?

মেঘ: একদমই না। মেয়েরা হলো ঘরের সম্মান। তাদের সম্মান মত বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোটা হলো বাড়ির বড়দের দায়িত্ব। আর আপনি সেই দায়িত্বই পালন করেছেন।

আবির: আচ্ছা আহিয়ার আম্মু... মীম আমায় ভুল বুঝবে না তো?

মেঘ আবিরকে সান্ত্বনা দেওয়ার কণ্ঠে বললো: মোটেও না.. দেখবেন এমন এক সময় আসবে মিম আপনাকে আপনার এই সিদ্ধান্তের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবে। বলবে.. ভাইয়া তুমি না থাকলে জীবনে এত সুখ কখনোই আসতো না।

মেঘের কথা শুনে আবির পুনরায় মুচকি হাসলো। তারপর মেঘের এক হাত নিজের হাতে নিয়ে উষ্ণ ওষ্ঠ ছুঁয়ে দিলো। মেঘ যেন হঠাৎ করেই কেঁপে উঠলো।

আবির মোহনীয় কণ্ঠে বলল: সেই একই তুমি, সেই একই আবেগ, আর সেই একই শিহরণ।

মেঘ খানিকটা লজ্জা পেয়ে আবিরকে ছেড়ে পাশে দাঁড়ালো। আবির মেঘের দিকে ফিরে কিছুটা মেঘের মুখের উপর ঝুকলো। তারপর একবার চাঁদের পানে

তাকিয়ে মেঘের দিকে ফিরে নেশাতুর কণ্ঠে বলা শুরু করল:

চাঁদের মতো তুমি—নির্জনেও আলো,
যেখানে যাই, কাদম্বিনী, তুমি পাশে চলো।
তুমি নেই তো রাত ঝাপসা, আকাশ ফাঁকা,
তুমি এলে রাতটা যেন প্রেমে ভরা ঢাকা।
এই পৃথিবীর চাঁদ, হোক শত আলোয় ভরা,
তোমার মুখশ্রী ছাড়া, তা লাগে সারা শূন্য ধরা।
তাই বলি বারবার—চাঁদ নয়, কাদম্বিনী তুমি,
তোমায় নিয়েই রচি হৃদয়-আকাশের ভূমি।

মেঘ লজ্জায় বেলকনি থেকে চলে যেতে চাইল। কিন্তু আবির কি একা পেয়ে নিজের বউকে যেতে দেওয়ার পাত্র। মুহূর্তেই মেঘের ওড়না টেনে ধরল। মেঘ গলার কাছে ওড়নাটা খামচে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ইস্ কি লজ্জা! বিয়ের এত বছর পরেও এই মানুষটা নিজের বউকে লজ্জা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত।

মেঘের সারা দেহটা লজ্জায় ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছে। আবির মেঘের লাজুক মুখটাকে দুহাতের আজলায় নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল: বউ.. হোকনা আরেকটা মধুময় রাত তোমার আমার

বলেই আবির নিজের ঠোঁটটাকে নিয়ে আসলো মেঘের তির তির করে কাঁপা ঠোঁটের কাছে।

য়ু হু.. মাম্মা.. তুমি কোতায়?

আহিয়ার কান্নার শব্দ পেয়ে মেঘ গাল থেকে আবিরে হাত সরিয়ে বলল: মেয়ে কাঁদতেছে, আমি যাই।

বলেই মেঘ ছুটে গেল রুমের দিকে।

উফফফস... বেচারা আবির..

আবির এবার লুকিয়ে যাওয়া চাদবিহীন অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে একা একাই বিড়বিড় করল। "শালার জীবন.. এই জীবন রাইখা লাভ কি? এইজন্যই বউকে বলছিলাম বাচ্চাটা আর কয়েক বছর পরে নেই। কিন্তু বউকি আমার কথা শোনার নারী। যখনই বউটাকে একটু একলা পাই, তখন ই ছেলে না হয় মেয়ে এসে আমার রোমান্সের বারোটা বাজায়"

আবির গিয়ে হন্ততন্ত হয়ে মেঘের পাশে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো ।

ইতিমধ্যে মেঘ আহিয়াকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছে। আবিরের উপস্থিতি বুঝতে পেরে, মেঘ এবার আবিরের দিকে ফিরে শুয়ে পড়লো। কি আর করার..

আবির ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেঘকে বুকে নিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলো।

ভোরের প্রথম কিরণটা জানালার ফাঁক গলে ঘরে ঢুকতেই, নিঃশব্দে বদলে যেতে লাগল পুরো পরিবেশটা। রাতের ঘুমঘোরে ডুবে থাকা শহর ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। দূরের মসজিদ থেকে ভেসে আসছে ফজরের আযান, পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে — কেউ গানের সুরে, কেউবা ডাকে সাড়া দিয়ে।

ঘরের কোণে রাখা একটা পুরোনো ঘড়ি তখন ঠিক ভোর ৫টা বাজিয়ে জানিয়ে দিল — "এখানে একটা নতুন সকাল শুরু হয়েছে।"

সকালের একটা বিশেষ গন্ধ থাকে — টাটকা, স্নিগ্ধ, জীবনের মতো। বাতাসে শিশিরের ছোঁয়া, কাক ডাকা ভোরের প্রশান্তি, আর নতুন কিছুর আশার আলতো কাঁপুনি। আজকের এই সকালটা অন্য রকম — যেন কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায়।

ঘরের মধ্যে আলোটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কেউ একজন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে দূরের আকাশে। হালকা নীলচে আলো

তার চোখে, মনে, মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে বিষাদের ছোঁয়া।

আজকের সকালটা শুধু আরেকটা দিন নয়।

আজ থেকে বদলে যাবে কারো জীবনের গল্প।

গতকাল সারারাত দু চোখের পাতা এক করতে পারেনি মিম। সারারাত কান্না করে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। একদিনেই যেন মেয়েটার চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে গেছে। এই পরিস্থিতিটা কত যে বিষাদের তা শুধু একটা মেয়েই উপলব্ধি করতে পারে। একদিকে পরিবারের সকলের আশা ভরসা এই বিয়েটাকে নিয়ে। অন্যদিকে প্রিয় মানুষটার অবহেলা। পরিবারের থেকে পাওয়া কষ্টটা প্রিয় মানুষকে বলা যায় না আর প্রিয় মানুষের দেওয়া কষ্টটা পরিবারকেও বলা যায় না। যা ভিতরে ঘুমড়ে ঘুমড়ে একটা মেয়েকে মৃত্যুর দিকে অবতারিত করে। হঠাৎ করে দূর ওই নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে মিম গুনগুন করে একটা বিষাদের গান গেয়ে উঠল__

সুখে থাকার স্বপ্ন দিলা—

সুখ তো দিলা না,

কতো সুখে আছি, বেঁচে খবর নিলা না,

বিধি— খবর নিলা না।

আমি ছাড়া কেউ নাই আমার

দুঃখের পরিজন,

আমারে পুড়াইতে তোমার এতো আয়োজন,

আমারে ডুবাইতে তোমার এতো আয়োজন,

মিমের কণ্ঠে এমন একটা বিষাদের গান যেন পরিবেশটাকে আরো ভারী করে তুলেছে।

আজ শনিবার

আস্তে আস্তে সূর্যি মামা উকি দিচ্ছে সকালের নীলাভ আকাশে। সূর্যের কিরণটা সরাসরি আবিরের চোখে পড়ছে। ঘুমের মাঝে যা একেবারে অসহনীয়। আবির আস্তে আস্তে চোখ খুলল । কিন্তু সামনে যা দেখল, এক মুহূর্তেই তার মনে প্রশান্তির হাওয়া বয়ে গেল।

মেঘ একটা গাঢ় নীল রংয়ের থ্রি পিস পরে ড্রেসিন টেবিলের সামনে বসে চুলে চিরুনি করছে। চুল থেকে টপটপ করে ঝরে যাওয়া পানি গুলো মেঘের পিঠ বেয়ে বেয়ে কোমর ভিজে যাচ্ছে।

আবির এক দৃষ্টিতে সেদিকেই তাকিয়ে আছে। কি মোহনীয় সেই দৃশ্য.. যা আবিরের প্রথম সকাল টাকে আরও মনোমুগ্ধকর ও স্নিগ্ধ করে তুলেছে।

হঠাৎ করে মেঘের দৃষ্টি সামনের আয়নার দিকে পড়তেই লক্ষ্য করল, আবির মুগ্ধ চোখে এদিকেই তাকিয়ে আছে।

মেঘ একটু মুচকি হাসলো। তারপর চোখের ইশারায় প্রশ্ন করল: কি হয়েছে?

আবির মুচকি হেসে জবাব দিল: ভাবছি।

মেঘ: কি?

আবির দুষ্টু হাসি মুখে টেনে বলল: আমিতো রাতে কিছু করিনি।

আবিরের কথা শুনে মেঘের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। লজ্জায় মাথা নিচু করে বলল: উফফ.. সকাল বেলাই আপনি শুরু করে দিয়েছেন?

আবির: কেউ স্বামীকে সারা রাত অনিহায় রেখে সকালবেলা উঠেই গোসল করবে। আর আমি বললেই যত দোষ।

লজ্জায় যেন মেঘের কান গরম হয়ে উঠল । সাথে খানিকটা অপরাধবোধ। মেঘ মিন মিনিয়ে বলল: আমার কি দোষ? আপনার ছেলে সকালবেলাই আমার গায়ে জুস ফেলে দিয়েছে। তাইতো গোসল করতে বাধ্য হলাম।

আবির এতক্ষণে উঠে মেঘের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পিছন থেকে মেঘের কাঁধে দুই হাতে রেখে আয়নার দিকে তাকিয়ে বলল: হয়েছে আর মন খারাপ করতে হবে না। আমি তো এমনি দুষ্টুমি করেছি।

আবির আবার পুনরায় প্রশ্ন করল: আহিয়ান আর আহিয়া কই?

মেঘ জবাব দিল: আহিয়ান নিচে ড্রয়িং রুমে টিভিতে কার্টুন দেখতেছে। আর তৃধা ও আহিয়া খেলতেছে।

আবি র একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর বলল: ঠিক আছে, নাস্তা রেডি করো। আমি শাওয়ার নিয়ে নিচে আসছি। আজ একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

মেঘের শান্ত জবাব: জ্বী আপনি আসুন।

সকালের নরম আলো ঘরের কাচের জানালা ভেদ করে ছড়িয়ে পড়েছে পুরো বাড়িটায়। নিচতলার ডাইনিং টেবিলে মেঘ ও বন্যা নাস্তা গুছিয়ে রাখছে। আজকের দিনটা বিশেষ, কারণ আবিরের অফিসে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে। মেঘ সকাল থেকে সবকিছু নিখুঁত রাখার চেষ্টা করছে—আবিরের শার্টে যেন কোনো ভাঁজ না থাকে, টাইটা ঠিকভাবে গোঁজা

হয়, আর প্রিয় কফির মগে যেন কড়া কফির গন্ধ থাকে।

ঠিক তখনই সিঁড়ির দিক থেকে ধীরে ধীরে ভেসে এলো আবিরের জুতোর শব্দ। মেঘ একটু পেছন ফিরে তাকাতেই চোখ আটকে গেল।

আবির নামছে সিঁড়ি বেয়ে—আজ যেন একদম রাজপুত্রের মতো লাগছে ওকে।

ধবধবে সাদা রঙের শার্টে গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা, গায়ে হালকা নীল রংয়ের ব্লেজার, হাতে কালো রিস্টওয়াচ, চোখে কালো সানগ্লাস ,আর চোখে মনোযোগী, আত্মবিশ্বাসী এক ঝলক। চুলগুলো পরিপাটি করে সেট করা, আর ক্লিন শেভড মুখে যেন একটা অদ্ভুত সৌন্দর্যের দীপ্তি। সকালের রোদে তার গায়ের গাত্রবর্ণ যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চোখে সেই পরিচিত গম্ভীর ভাবটা—যেটা মেঘকে বারবার না চাইতেও তার দিকে টেনে নিয়ে যায়।

মেঘের হাতের চামচ থেমে যায়। চোখটা স্থির হয়ে যায় আবিরের মুখে। সেই হাঁটাটা, সেই উপস্থিতি—সবই যেন ওকে প্রতি মুহূর্তে নতুন করে প্রেমে ফেলে দেয়।

আবির নিচে নেমে এসে এক ঝলক তাকায় মেঘের দিকে। ঠোঁটে সামান্য একচিলতে হাসি। ফিসফিশিয়ে বলল:

– "কি হলো? এমন করে তাকিয়ে আছো কেন?"

মেঘ যেন হঠাৎ বাস্তবে ফিরে আসে। লজ্জায় গাল লাল হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বলল:

– "এই... কিছু না... আজ একটু বেশিই... হ্যান্ডসাম লাগছে। মনে হচ্ছে সেই পুরনো আপনি"

আবির হাসলো। আবিরকে দেখে আজ মেঘের পুরনো স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। সাথে পুরনো সেই চির পরিচিত গান।

আরে ভাইয়া, তোমাকে তো আজকে অনেক হ্যান্ডসাম লাগছে। তানভীর এর কণ্ঠে ধ্যান ভঙ্গ হলো মেঘের। তাকিয়ে দেখল আবির গিয়ে তার চেয়ারে বসে পরেছে।

আলী আহমেদ খান হাসি হাসি মুখ নিয়ে বলল: দেখতে হবে না ছেলেটা কার.. আমিও এক সময় এত হ্যান্ডসাম ছিলাম।

আলী আহমেদ খানের কথা শুনে ড্রয়িং রুমে যেন হাসির ঝরনা বইছে।

আলী আহমেদ খান আবার পুনরায় বললেন: আবির আজকের মিটিং এর প্রস্তুতি কেমন ?

আবির খেতে খেতে জবাব দিল: আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কোন টেনশন করবেন না।

ওদের কথার মাঝখানে মোজাম্মেল খান বলল; আরে ভাইজান আপনি চিন্তা করবেন না, আমার মেয়ের জামাইকে দেখেই ক্লাইন ডিল ফাইনাল করে ফেলবে।

এবার ইকবাল খান বলল: হুম, দেইখো ক্লাইন্ট আবার নিজের মেয়েকে বিয়ে দিতে চায় কিনা তোমার মেয়ের জামাইয়ের কাছে। ইকবাল খানের কথা শুনে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

আবির মনে হয় এবার খানিকটা লজ্জায় পড়লো।

কথা ঘুরানোর জন্য বলল: তোমাদের সবার মনে আছে তো, আজকে আমাদের ওই বাড়িতে যেতে হবে।

আলী আহমেদ খান ,মোজাম্মেল খান ,ইকবাল খান ও তানভীর একসঙ্গে বলে উঠলো: হ্যাঁ আমরা প্রস্তুত।

একই ধ্বনিতে সবার একসাথে কথা শুনে মনে হল এখানে কোন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে।

একে একে খাওয়া শেষ করে, সবাই অফিসে চলে গেল। প্রতিদিন সকালে দুই ঘন্টা সময় ব্যয় করে মেঘ আহিয়া ও আহিয়ানকে খাওয়াতে। আজ তৃধা ও এসে যোগ হয়েছে। মেঘ তিনটাকে খাওয়ানোর চেষ্টায় হাপিয়ে উঠেছে। আহিয়ার নানান বাহানা খাবার না খাওয়ার। সারাক্ষণ বাহানা দেয়, মাম্মা আমি পাপার সাথে খেয়েছি। যা চরম ভুল কথা। প্রতিদিন সকালে অফিস যাওয়ার আগে সবাই যখন ডাইনিং টেবিলে খেতে যায়। তখন একে একে হাজির হয় আহিয়ান, আহিয়া ও তৃধা। ওরা খেতে পারুক আর না পারুক ওদের একটাই উদ্দেশ্য নিজেদের চেয়ারগুলোতে বসে পাপা ,দাদু ও নানুদের সাথে গল্প করা।

সময় চলছে সময়ের গতিতে..

দেখতে দেখতে দিন পেরিয়ে বিকেল হয়ে আসলো। মিম সকালে নাস্তা খায় নি। অনেক ডাকার পর দুপুরে এসে দুপুরের খাবার খেয়েছে। মিমের মনে একটাই প্রশ্ন: বাড়ির সবাই কি আমার কষ্টগুলো বুঝতে পারছে না? নাকি বুঝতে চাইছে না? আমার পরিবারের চির পরিচিত লোকগুলো তো এমন ছিল না।

গতকাল সারারাত না ঘুমানোর দরুন মিম খাওয়ার পর দুপুরে রুমে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ কিছু চিৎকার চেঁচামেচি শব্দের মিমের ঘুম ভেঙে গেল। উপর থেকে নিচতলার কথা যতটুকু শোনা যাচ্ছে, মিম বুঝতে পারলো আবির আর তানভীর চলে এসেছে।

কি হয়েছে বোঝার জন্য মিম আস্তে আস্তে নিচে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু একটা কথা শুনে সিঁড়ির উপরেই থমকে গেল মিম ।

আম্মু.. সবাইকে মিষ্টি খাওয়াও। আগামী ৪ জুলাই মিমের বিয়ে।

মালিহা খান অবাক কণ্ঠে বলল: ৪ জুলাই মানে তো আগামী শুক্রবার! আর আজকে শনিবার, তার মানে হাতে বেশি সময় নেই।।

আবির খুশি মনে হাসতে হাসতে সকলের উদ্দেশ্যে বলল: জ্বি আগামী শুক্রবার। তোমরা সবাই প্রস্তুতি নাও, আমরা আগামীকাল বিকেলেই স্পেরো ড্রিম হাউসে চলে যাব। পরে সেখানেই বিয়ের সকল আয়োজন করা হবে।

রবিবার সকাল। খান বাড়ির ড্রয়িং রুমে যেন উৎসবের রঙ ছড়িয়ে আছে। চারদিকে ব্যস্ততা, রঙিন শাড়ির ঝলক, প্যাকেট গুছোনোর হুড়োহুড়ি আর বাড়ির কর্তিদের রন্ধন ঘিরে কড়া নির্দেশনা। সবাই বেশ আনন্দিত—কারণ বাড়ির ছোট মেয়ে মিমের বিয়ে ঠিক হয়েছে!

শুধু একজন মানুষের মনেই আজ ঝড়, সে মিম নিজেই

মিম দোতলার সিঁড়ির এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাগ গুছানো দেখছে। তেমন কিছু বলছে না, হাসছেও না। চোখের কোণে পানি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে বারবার।

মিমের মা আকলিমা খান এগিয়ে এসে বললেন,

“মা, মন খারাপ করিস না। তোর নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে। কত মেয়ে এই দিনটার স্বপ্ন দেখে।”

মিম কষ্ট চেপে মুখে একটুখানি হাসি আনার চেষ্টা করল। কিন্তু ভেতরটা যেন কেউ চেপে ধরে আছে।

কারণ সে জানে, এই বিয়ে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হতে চলেছে।

চারপাশে কেউ বুঝতে পারছে না কিছুই। তানভীর, আবির, মেঘ, বন্যা সবাই মজা করছে। আহিয়া ও তৃধা স্যুটকেসের ওপর চড়ে বসে আছে। আহিয়ান দাঁড়িয়ে আছে পাশে। বাচ্চারা তো ড্রিম হাউসের কথা শুনেই উত্তেজনায় কাঁপছে।

আবির হাসতে হাসতে বলল:

— "এই যে আহিয়ান, তুমি আহিয়া ও তৃধাকে স্যুটকেসের ওপর উঠতে দিলা কেন?"

আহিয়ান: — "আমি বলছি উঠতে! সে নিজেই উঠছে! আমি আবার কই উঠতে দিলাম?"

মেঘ হেসে : — "ওদের দেখে মনে হচ্ছে ওরাই ড্রিম হাউসের বর-কনে।"

সবার হাসাহাসির মাঝে মিম চুপচাপ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে। একটা বাচ্চাও যেন খেয়াল করে না তার মুখের বিষণ্ণতা। কেউ কল্পনাও করে না—তার চোখের পেছনে লুকিয়ে থাকা আরিফের মুখ।

আরিফ—যার সাথে পাঁচ বছর প্রেম, যার কথা শুধু মিমের মা আর বাবা জানে।

আর আজ... তার বাবা-মা মিমকে এই অন্য বিয়েতে রাজি করিয়েছে। "সময় বদলে দেয় অনেক কিছু",

মিম বারবার শুনেছে। কিন্তু তার ভালোবাসা কি সময়ের কাছে হেরে যাবে?

দুপুরের আগে খান বাড়ির চারটে গাড়ি একে একে ঢুকে পড়ল স্পেরো ড্রিম হাউসে। বাড়ির সামনে বিশাল বাগান, ঝকঝকে পাথরের রাস্তা আর ফুলে সাজানো ছোট্ট গেট।

এ কয়েক বছরে আবির বাড়িটাকে সুন্দর করে গুছিয়েছে। যদিও মেঘ বিয়ের পর আসেনি একবারও। আবির বলেছিল অনেকবার চলো কয়েকদিনের জন্য ওই বাড়িতে যাই। কিন্তু মেঘ আসেনি।

আবির এই বাড়িতে একজন কেয়ারটেকার রেখেছে। যার নাম কুদ্দুস। কুদ্দুস চাচা ই সারা বাড়ি ও বাগানের ফুলগুলোর ক্ষণাবেক্ষণ করেন। আবির এই গত কয়েক বছরে স্প্যারো ড্রিম হাউজের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন করেছে। বাড়িটাকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য বাড়ির চারপাশে গড়ে তুলেছে সুন্দর ও মনোরম ফুলের বাগান।

বাগানের এক কোণে একটা দোলনা বসানো। আর তার একপাশে একটা টেবিল সহ কয়েকটি চেয়ার।

বাড়ির এক কোণে তৈরি করেছে বাচ্চাদের খেলার জন্য kids zone.

মালিহা খান গাড়ি থেকে নিচে নেমেই বললেন,

— "এই বাড়িটার নাম এত সুন্দর কেনো রে? স্পেরো ড্রিম হাউস... কেউ যেন উড়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে এইখানে।"

তানভীর বলল,

— "হ্যাঁ বড় আম্মু, শুধু স্বপ্ন দেখেই না—অনেক সময় কিছু মানুষ সেই স্বপ্ন থেকে হারিয়েও যায়।"

বন্যা একটু হেসে বলল,

— "আপনি আবার এত দার্শনিক কবে থেকে হইলেন?"

তানভীর চোখ টিপে বলল,

— "মিমের বিয়ে নিয়ে একটু আবেগী হয়ে পড়েছি।"

কেউ জানে না, এই মিমের বুকেই জমে আছে সবচেয়ে বড় সত্য, যেটা লুকানো আছে আরিফের নামে। সেই নাম কেউ উচ্চারণ করে না, কারণ কেউ জানেই না। শুধু আকলিমা খান আর তার স্বামী জানেন, তাদের মেয়ে এখনও চোখ বন্ধ করলেই যে মুখটা দেখে সেটা আরিফের।

বাড়ির উঠোনে মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। বড় বড় রঙিন কাপড় টানানো হচ্ছে, আলো ঝুলানো হচ্ছে গাছের ডালে। ছোটরা দৌড়াদৌড়ি করে একে অন্যকে ফুল মারছে।

আলী আহমেদ খান চিৎকার করে বলছেন –

— "এই লাল বাতিটা কে লাগালো? নীল-সাদা বলেছি না?"

ক্যাটারিনের একটা ছেলে এসে বলল:

— "আমি লাগাইছি খালুজান! রঙ নিয়ে এত ঝামেলা ক্যান ? পছন্দ না হইলে আমি পাল্টে দিব।

আলী আহমেদ খান তেজীকণ্ঠে বললেন: তাড়াতাড়ি পাল্টাও। বাড়িতে বিয়ে কোন স্বাধীনতা দিবস না_

একপাশে বসে ছিল মিম। মুখে হাসি নেই। আবির তার পাশে এসে ফিসফিস করে বলল –

— "তুই ঠিক আছিস তো?"

মিম কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল।

আবির একটু তাকিয়েই বুঝে ফেলল, সব ঠিক নেই। কিন্তু কিছু বলল না।

বাড়ির পুরুষরা মিমের বিয়ে উপলক্ষে সবাই সবার কাজ থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে।

তানভীর এক কোণে দাঁড়িয়ে ক্যাটারিং এর লোকগুলোকে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে ব্যস্ত। আবির গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বলল: কিরে সব ঠিকমতো হচ্ছে তো?

তানভীর হেসে জবাব দিল: জ্বি ভাইয়া.. এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে।

আবির তানভীর এর কাঁধে এক হাতে রেখে বলল: পরবর্তীতে ও যেন সব ঠিক থাকে। কোন যেন ভুল না হয়। আমার অনেক স্পেশাল গেস্ট আসবে।

তানভীর: ঠিক আছে ভাইয়া তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।

সোমবার সকাল।

স্পেরো ড্রিম হাউসের আকাশে হালকা রোদ। বাগানের ফুলগুলো যেন রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশে। বাড়ির ভেতরটাও ঠিক তেমনি ঝকঝকে। দোতালার বারান্দা দিয়ে নেমে আসা রেলিং জুড়ে ঝুলছে জরি লাইট। রুমের ভিতরে, ব্যালকনি, ড্রয়িং রুম এমনকি কিচেন পর্যন্ত সাজানো।

বাড়ির নিচে ডাইনিং টেবিল সাজানো। সকালের নাস্তার জন্য পুরো খান পরিবার একসাথে বসেছে।

মোজাম্মেল খান হাসতে হাসতে বললেন —

“আবিরকে বাহবা দিতেই হয়। এমন একটা স্বপ্নের বাড়ি, আর কী সুন্দর করে সাজিয়েছে!”

ইকবাল খান মজা করে বললেন —

“এই ড্রিম হাউস তো সত্যি ড্রিম-ই হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা—এটা আবির উপহার দিয়েছে আমাদের মেঘকে!

আলী আহমেদ খান একটু গম্ভীর মুখে বললেন —

“এই যুগে কত ছেলে তো মেয়েদের কিছু না দিয়েই সংসার করে। আর দেখো, আমার আবির...”

তানভীর চা খেতে খেতে আবিরের কানের সামনে ফিসফিসিয়ে বলে উঠল —

আহা, কি রোমান্স!

মেঘ নিচু মুখে চুপচাপ হাসল। তারপর একটু লজ্জা পেয়ে আবিরের দিকে তাকাল। মেঘ চোখ ঘুরিয়ে এবার বলল,

— “এই বাড়ি আমি এতদিনে একবারও আসিনি... এখন এসে মনে হচ্ছে, কতটা ভালোবাসা রেখে গেছে এখানে।”

আবির হালকা গলায় বলল,

— “তুমি আসবা বলেই সাজিয়েছিলাম। জানতাম একদিন তো আসতেই হবে।”

এই আনন্দের মধ্যে একটা মুখ একদম স্তব্ধ—

মিম চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে খাচ্ছিল। মুখে কোনো কথা নেই, চোখে কোনো আগ্রহ নেই।

ওর মনের মধ্যে শুধু একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে—

“এই বাড়ির চারপাশ এত আনন্দে ভরা, তাহলে আমার বুক এত ভারী কেন?”

পাশের চেয়ার থেকে বন্যা মিমের উদ্দেশ্যে বলল: তোমাকে আর কিছু দেবো?

কিন্তু মিম হয়তো অন্যমনস্কতার কারণে তা শুনতে পায়নি। নিজ মনে ভাবনায় ডুবে আছে আর প্লেটে আঙ্গুল ঘুরাচ্ছে।

বন্যা এবার মিমকে খানিকটা ঝাকুনি দিয়ে বলল: কি হলো মিম.. এত কি ভাবছো?

এবার বন্যার কথায় মিমের ধ্যানভঙ্গ হলো। জবাব দিলো: কই কিছু নাতো।

বেলা ১১টার দিকে

কলিংবেল বাজল। কুদ্দুস চাচা এসে জানাল,

— “একজন আপা এসেছে, সঙ্গে আরও দুইজন।”

এই কথা শুনেই কিচেন থেকে বের হয়ে এলো বাড়ির তিন কর্তি।

দরজা খুলতেই ঢুকলেন মাহমুদা খান। সাদা-সবুজ শাড়ি, গলায় সোনার হার। তার সঙ্গে আইরিন আর জান্নাত।

তাদের মুখে এক ধরনের রঙচঙ উচ্ছ্বাস। যেন আত্মীয় হিসেবে তারা খুব আনন্দের সাথে বিয়েতে অংশ নিচ্ছে। কারো মুখে কোন দ্বিধা নেই, আবার কারো চোখে কোনো সংকোচও নেই।

মাহমুদা খান বললেন —

“আমাদের ছোট আদরের মেয়েটার বিয়ে! হঠাৎ করেই যেন মেয়েটা অনেক বড় হয়ে গেল।

মালিহা খান হাসলেন।

মাহমুদা খান পুনরায় বললেন:

ভাবি.. এতদিন আরিফের মুখে আবিরের তৈরি করা স্পেরো ড্রিম হাউজের শুধু গল্প শুনেছি, আজ বাস্তবে এসে সব দেখে মন ভরে গেল।”

মাহমুদা খানের কথা শুনে মালিহা খান পুনরায় হেসে জবাব দিলেন: হ্যাঁ.. ছেলেটা একা একাই নিজ উদ্যোগে এই বাড়িটি করেছে। বহুবার শুনেছি এই

বাড়ির কথা। কিন্তু কখনো ভাবি নি আমার ছেলেটা একা হাতেই এত সুন্দর করে সবকিছু গুছিয়ে করতে পারবে।

জান্নাত বললেন —

বড় মামি.. এই বাড়িটা দেখে তো আমি অবাক! হঠাৎ করে এত সুন্দর করে সাজানো—পুরো ছবির মতো!”

মিম পাশে বসে চুপচাপ সবার আনন্দ দেখছে।

আইরিন বলে উঠল —

“ অবশেষে আমাদেরও দেখার সুযোগ হলো । তাও আবার মিমের বিয়ের জন্য!

মিম ঠোঁট কামড়ে হাসার ভান করল। গলা দিয়ে শুধু একটাই শব্দ বের হলো—

— “হুম।”

তারপর মনে মনে ভাবলো: বাকি সবাই না হয় কিছু জানে না। কিন্তু তুই কি করে এতটা পাল্টে গেলি আইরিন। আমি ভেবেছিলাম প্রথমে তোকে দেখে, তুই মনে হয় আরিফের কোন মেসেজ নিয়ে আসবি আমার কাছে। কিন্তু আমি ভুল ছিলাম।

কিছুক্ষণ পর একে একে স্পেরো ড্রীম হাউজ থেকে বেরিয়ে পড়ল খান বাড়ির তিনটি গাড়ি। গন্তব্য বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স।

গাড়ির ভেতর সবাই মজা করছে। জান্নাত ,আইরিন, মেঘ ও বন্যা হাসতে হাসতে বলছে কার কোন রঙ পছন্দ।

জান্নাত বলল —

“এই বিয়েতে শাড়ির কালেকশন এমন হবে যে ফটোসেশনেই ট্রেন্ডিং হয়ে যাবে!”

আইরিন বলল —

“আর গহনার কথা বলতে গেলে, মিমের জন্য একটা গোল্ড প্লেটেড সেট আমি নিজে সিলেক্ট করব।”

এই কথা শুনে সবাই হাসতে থাকলো।

মিম এক পাশে চুপ। এত কথা, এত আনন্দ—তবুও তার ভেতরে যেন বালুর মতো জমে আছে এক অস্থিরতা।

শাড়ির দোকানে গিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে পছন্দ করতে। রঙিন বেনারসি, সিল্ক, কাতান, কাঁচের কাজ... সব সাজিয়ে রাখা।

আইরিন একটা শাড়ি তুলে বলল —

“এইটা তো একদম মিমের জন্যই তৈরি!”

মাহমুদা খান বললেন —

“মিম, বল দেখি কোনটা নিবি?”

মিম একটা শাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—

— “যেটা তোমরা দেবে, সেটাই ভালো।”

এই কথার মধ্যে আনন্দ ছিল না, ছিল শুধু একরাশ পরাজয়।

শাড়ির দোকান — আনন্দের ঝলক

সব মেয়েরা ই শাড়ির দোকানে ঢুকেছেন। মালিহা খান একটা স্কাই ব্লু রংয়ের বেনারসি তুলে বললেন —

— “এইটা বউ পরবে রিসেপশনে! হালকা জরি, ভারী চওড়া পাড়!”

হালিমা খান বললেন —

— “এইটার সাথে গহনা কোনটা যাবে তাই তো বুঝছি না।”

আকলিমা বললেন —

— “সোনালি গলাবন্ধ চেন সেট।

আইরিন বলল —

— “জানেন, জান্নাত ভাবি যখন বিয়ে করছিল, ঠিক এই রকমেরই একটা শাড়ি পরেছিল।”

জান্নাত হেসে বলে —

— “ সম্পূর্ণ এরকম না, কিছুটা ডিফারেন্স আছে!”

সবাই হাসিতে মেতে উঠল। শুধু এক কোণায় বসে রইল মিম, তার হাতে শাড়ি নেই, মুখে কোনো বাছ-বিচার নেই, চোখে শুধু বিশাদের ছায়া।

মিম জানে, এই শপিং ব্যস্ততা তার জন্য, এই বিয়ের সাজ সব তার জন্য—তবু তার চোখে আনন্দ নেই।

মেয়েরা শাড়ির দোকান থেকে মিমসহ সকলের জন্য অনেকগুলো শাড়ি নিল। শাড়ির দোকান থেকে বের হওয়ার পরেই কারো চোখ জামার দোকানে, কারো নজর জুতার শেলফে।

হালিমা খান মালিহা খানের উদ্দেশ্যে বললেন,

— “আপা , আগে একটা সেলাই দোকান দেখি। আমি না আমার শাড়ি একটু কাটিয়ে নিতে চাই।”

মালিহা খান হাসতে হাসতে বললেন —

— “সেলাই কি শপিংয়ের আগে করিস, নাকি পরে?”

আগে পুরো শপিং শেষ কর।

তানভীর__ বন্যা ও তৃধাকে নিয়ে সোজা চলে গেল কিডস সেকশনে।

তানভীর বলল —

“ওই যে কিডস সেকশন । মেয়ের জন্য যা যা পছন্দ হয় নাও!”

তানভীর এর পুরো কথা শেষ হওয়ার আগেই তৃধা ছুটে গেল সেদিকে।

বন্যা হেসে বলল—

“এই মেয়ে এত ছোট, তাও ব্র্যান্ড দেখে দেখে জামা ধরতেছে দেখেন... ”

তানভীর দুষ্টুমির সুরে বলল: দেখতে হবে না মেয়েটা কার। নিজের জন্য সব সময় বেস্ট টাই চয়েস করি আমি। বহু বছর আগে যেমন চয়েস করেছিলাম তোমাকে।

বন্যা একটু লাজুক হাসলো।

আহিয়ান আর আহিয়া তো দৌড়াদৌড়ি করতেই ব্যস্ত।

আবির একদিকে দাঁড়িয়ে শুধু বলল,

— “বাচ্চারা শপিংমলে আসা মানেই যেন ওদের নতুন থ্রিলার মুভি শুরু।”

মেঘ হালকা হাসল। আবির বলল—

— *“তুমি কিছু দেখছো না?”

মেঘ মাথা নাড়ল — “হুম দেখছি, আপনি আমায় পছন্দ করতে সাহায্য করুন না প্লিজ।”

আবির মুচকি হেসে বলল: চলো, ঠিক আছে। ওইদিকে যাই।

আদি মোবাইলে ভিডিও করতে ব্যস্ত। হঠাৎ বলল:

— “মিম আপুর বিয়ের শপিং তো আমি vlog বানিয়ে আপলোড করব। Views চাই!”

আকর্ষণীয় হাসি ছড়াল চারপাশে।

সবাই যার যার মতো ব্যস্ত, কিন্ত মাঝে মাঝে চোখ চলে যায় মিমের দিকে। মেঘ লক্ষ করছিল, মিম কোন দোকানে ঢুকছে না, কাউকে কিছু বলছেও না। শুধু হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল, কখনও কোন পোশাকের দিকে তাকায়, আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়।

একটা বুটিক দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে রইল। গ্লাসের ওপারে একটা লাল রঙের কাতান ঝুলে আছে।

মেঘ পেছন থেকে এসে বলল —

— “পছন্দ হয়েছে বুঝি?”

মিম ঘাড় নাড়ল —

— “না। শুধু দেখছিলাম।”

মেঘ তার হাত চেপে ধরল। অনেক কিছু বলতে চাইল, কিন্তু এ সময় বলার ছিল না কিছুই। শুধু বলল —

— "চোখে এত কষ্ট কেনো?"

মিম মৃদু হেসে জবাব দিল: কই ?তেমন কিছু না!

সন্ধ্যার আগে খান পরিবার শপিং শেষ করে ফিরে এল স্পেরো ড্রিম হাউসে। গাড়ি থেকে নেমে মনে হচ্ছিল যেন কেউ মালবাহী ট্রাক নামাচ্ছে। শপিং ব্যাগ, গয়নার প্যাকেট, বাচ্চাদের খেলনা, জুতার বাক্স, শাড়ির প্যাকেট—সব মিলিয়ে একেবারে বিশৃঙ্খল এক পরিস্থিতি।

হালিমা খান হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন —

— "শপিং করতে করতে আমার পায়ের হাড় গুলা আলাদা হয়ে গেছে। কেউ ব্যাগ নিচ্ছিস না কেনো?!"

আদি মোবাইল হাতে ভিডিও করতে করতে বলল —

— "এই শপিং আনলোডিং অপারেশন-টা আজ রাতেই ইউটিউবে উঠবে!"

তানভীর হেসে বলল —

— "ভিডিও ছাড়ার আগে সাবস্ক্রাইব বলাটা ভুলবি না!"

আহিয়ান আর আহিয়া ব্যাগ নিয়ে খেলতে শুরু করেছে। আহিয়ান একটা শাড়ির প্যাকেট ঘাড়ে তুলে বলল—

— “আমি এইটার ডেলিভারি বয়।”

আহিয়া চোখ রাঙিয়ে বলল—

— “না! এটা আমার! ফুপ্পির বিয়ের শাড়ি আমি নিব।”

আবির হাত উঁচু করে বলল —

— “সবাই ব্যাগ নিয়ে ঘরে তুল, প্লিজ। খাওয়া-দাওয়া করতে হবে তারপর। আম্মুর পা ব্যথা করছে।”

মেঘ তার ব্যাগ হাতে নিয়ে বলল —

— " আহিয়ার আব্বু আমি ছেলে মেয়েরটা নিয়ে ভেতরে যাচ্ছি। আপনি আপনার আর আমারটা নিয়ে আসুন!”

বন্যা চেহারায় ক্লান্তি এনে বলল —

— “তাও ভালো, আমি তো নিজেরটার সাথে তৃধার জন্য কেনা তিনটা ব্যাগ নিয়েছে। এখন তৃধা সব খুলে দেখতে চাইতেছে।”

তৃধা তখন এক ব্যাগ খুলে একটা ছোট জুতা বের করে বলল —

— “এইটা এখনই পরব!”

মাহমুদা খান নিজের শাড়ির ব্যাগ গুনে দেখছিলেন —

— “সব ঠিক আছে তো? আমার একটা শাড়ি কম মনে হচ্ছে না?”

জান্নাত বলল —

— “মা, আপনি তো দুইবার একই শাড়ি কিনেছেন! এইটা বুঝতেই ভুল করেছেন।”

সবাই হেসে উঠল।

এইদিকে মিম চুপচাপ নিজের ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকছিল। তার হাঁটার গতিও ধীর। কিন্তু বাইরে এই হাসি-ঠাট্টার মধ্যে সেই বিষাদটা যেন এক মুহূর্তের জন্য ঢেকে যায়।

রাত ১১টা বেজে ৪ মিনিট।

রুমের জানালাটা খোলা। জানালা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস এসে পর্দাকে অদ্ভুতভাবে নাড়িয়ে দিচ্ছে।

আরিফ একা বসে আছে রুমের কোণার ছোট্ট সোফায়। তার হাতে ধরা একটা কাগজ—কোনো চিঠি না, কোনো স্ক্রিপ্ট না, কেবল একটা সাদা পৃষ্ঠা... যেখানে কোনো কিছু লেখা হয়নি, কিন্তু মনের ভেতরে যেন হাজারো লাইন আঁকা।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। আলোটা আবছা। ঘরটা নিঃস্তব্ধ, ঠিক যেমন নিঃস্তব্ধ এখন আরিফের বুক।

সে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করল।

আরিফের কণ্ঠস্বর কাপছে, একা একাই বলল—

“সবাই বলে, ভালোবাসা সাহসী করে তোলে মানুষকে।

কিন্তু কেউ কখনো বলে না—ভালোবাসা মানুষকে ভয়ও দেখায়।

অসহায় করে দেয়।

চুপ করে দেয়।”

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিল আরিফ।

আবার একা একা আওড়ালো:

“আমি তাকে চিনি। আমি জানি সে কেমন।

কিন্তু... কখনও কখনও কিছু মানুষ এতটাই অবাক করে,

যার ব্যাখ্যা দিতে পারে না কেউ।

আমি ভয় পাচ্ছি সেই বিস্ময়ের কাছে হেরে যেতে।”

সে জানালার বাইরে তাকাল।

আকাশে আধো আলো, চাঁদ ধীরে ধীরে মেঘের আড়ালে ঢুকে যাচ্ছে। ঠিক যেমন ওর নিজের মনের

আলো—ভালোবাসার আলো, আরেকটা অজানা পরীক্ষার মেঘে ঢেকে যাচ্ছে।

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল:

“সে জানে না... কিছু জানে না।

আর আমি... সব জানি, তাও কিছু বলতে পারছি না।

কিছু করা যাচ্ছে না।

শুধু বসে থাকতে হচ্ছে—অপেক্ষায়।

একটা সিদ্ধান্তের।

একটা মুহূর্তের।

যেটা হয়তো... আমার পুরো জীবনটাই বদলে দেবে।”

আরিফ উঠে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে আয়নার সামনে গেল। নিজের চোখের দিকে তাকাল।

বির বির করে বললো:

“তুমি কি পারবে না মিম... আমার ভালোবাসার মান রাখতে?”

তার চোখে জল আসার মতো, কিন্তু সে চেপে রাখল।

কাঁপা কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল—

“তুমি যদি না বুঝো, তবে কি আমি হারিয়ে যাব?

তুমি কি চিনবে না—এই নীরব ভালোবাসাটাকে?”

ঘরজুড়ে তখনো নিস্তব্ধতা। শুধু জানালার পর্দা উড়ছে... আর আরিফ একা দাঁড়িয়ে আছে—হৃদয়ে এক বিশাল ঝড় নিয়ে, যা কেবল সে আর একজনই অনুভব করছে—সে হলো মিম। কিন্তু মিম জানেই না, এই পুরো ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে সে নিজেই দাঁড়িয়ে।

ধীরে ধীরে ঘড়ির কাঁটা এসে থামলো রাত ১২ টায়। রুমের নিস্তব্ধতায় টিকতে না পেরে আরিফ বেরিয়ে পড়ল অন্ধকার রাত্রে অজানা গন্তব্যে।

অন্যদিকে

রাত ১২টা পেরিয়ে গেছে।

স্পেরো ড্রিম হাউসের চারপাশ নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে—শুধু একটা ঘরে আলো জ্বলছে এখনো।

মিমের ঘর।

চুপচাপ বিছানায় বসে আছে সে। চুল খোলা, মুখটা ফ্যাকাশে। চোখ ফুলে গেছে কাঁদতে কাঁদতে। তাকিয়ে আছে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে—নিজেকে চিনতেই পারছে না।

আজ সারা দিন কেবল হাসিমুখ দেখিয়েছে সবার সামনে।

সবার সামনে নিজেকে সাজিয়েছে, নতুন জামা ট্রাই করেছে।

কিন্তু একবারও কেউ হয়তো বুঝতে চাইনি মিম ঠিক আছে কিনা! সেদিন আরিফের এত কথা শুনেও মিম বেহায়ার মত আজ সারাদিন কল ও মেসেজ দিয়েছে। আরিফ গত দুই দিন ধরে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমু সব থেকেই অফলাইন। সিমটাও বন্ধ। তাও যদি একবার খোলে সেই আশায় মিম কল দিয়ে গেছে বারবার। কিন্তু প্রতিবারই নিরাশ হয়ে ফোনটা রেখে দিতে হয়েছে।

মিম ধীরে ধীরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। তার সিল্কি কালো চুল গুলো আজ অযত্নে ছড়িয়ে পড়ে আছে সরাসরি বিছানা থেকে ফ্লোরে। চোখ তার ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক পাখার দিকে। হৃদয় ভাঙার যন্ত্রনায় আজ সে কাতর। হঠাৎ করে মিম বিড়বিড় করে বলল: মুক্তি চাই.. এই ভয়াবহ কষ্ট থেকে আমি মুক্তি চাই।

তারপর কিছু একটা ভেবে বিছানা থেকে হঠাৎ করেই উঠে বসলো।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ড্রয়ারের দিকে।

পুরনো একটা ছোট্ট নোটবুক বের করল।
আরিফের দেওয়া প্রথম চিঠি এখনও রাখা সেখানে।
সেই চিঠির পাশে আজ লিখল সে:
> "আমি হেরে যাচ্ছি আরিফ।
তোমার চুপ করে থাকা, আমার সহ্য হচ্ছে না আর।
জানি না বিয়েটা কার সাথে হচ্ছে, জানি না তুমি কোথায়।
শুধু জানি, তুমি ছাড়া আমি কিছুই না।
এই বিয়ে, এই আনন্দ, এই সাজ... সব যেন বিষ লাগছে।
কেউ যদি জানত আমি ভিতরে কতটা শেষ হয়ে গেছি..."
তারপর একটা সাদা পেইজ ছিঁড়ে আলাদাভাবে লিখল:
> "আব্বু, আম্মু—আপনারা যদি এই চিঠিটা পড়েন, তাহলে শুধু জানবেন— আমি কারো বিরুদ্ধে না, আমি শুধু আমার ভালোবাসার পক্ষে ছিলাম। আমি আর পারছি না।"
তারপর মিম দরজা খুলে সিড়ি দিয়ে নামলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ডাইনিং টেবিলের দিকে। সেখান

থেকে ফল কাটার ছুরিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তার হাত তীব্র গতিতে কাঁপছে। আরিফের কথা যতবার মনে পড়ছে ততবারই মনে হচ্ছে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে।

কিন্তু এত কষ্টের মাঝেও বারবার মনে পড়ছে মা-বাবা, বড় আব্বু, চাচ্চু, বড় আম্মু , মামুনি ও ভাই বোনদের মুখ।

হাতের কাঁপুনিতে হঠাৎ করেই ছুরিটা ছিটকে পরল ডাইনিং টেবিলের একটা গ্লাসের উপর। তৎক্ষণাৎ গ্লাস টি নিচে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

কেডা? কেডা ওই হানে ?

কুদ্দুস চাচার কণ্ঠস্বর শুনে মিমের ঘোর কাটলো। হঠাৎ করেই ভাবলো : কি করছিলাম আমি! এত বড় পাপ কি করে করতে চেয়েছিলাম!

তৎক্ষণাৎ ড্রয়িং রুমের লাইটটা জ্বলে উঠলো। মিমের বেহাল অবস্থা দেখে কুদ্দুস চাচা চিৎকার করে বললেন: বড় কর্তা, ছোট কর্তা, আবির বাবা তোমরা জলদি আহো।

মিম মামুনির মাথা খারাপ হইয়া গেছে।

কুদ্দুস চাচার চিৎকারে মুহূর্তেই নিচতলা থেকে দোতলা সকল রুমে লাইট জ্বলে উঠলো।

সবাই হন্তত্তন্ত হয়ে বাহিরে বের হলো। মিমকে দেখে ছুটে গেল সবাই সেদিকে।

সবাই সব জেনে গেছে, সবার এত প্রশ্ন, আরিফকে না পাওয়ার বেদনা সবকিছু ভেবে মিম আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। মুহূর্তেই লুটিয়ে পড়ল ফ্লোরে। তানভীর, আবির ছুটে গিয়ে মিমকে ধরল। কিন্তু এতক্ষণে ফ্লোরে পরে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মেঘ তাড়াহুড়া করে পানি নিয়ে আসলো। বন্যা সেই পানি ছিটিয়ে দিল মিমের মুখে।

আলী আহমেদ খান গম্ভীর মুখে বললেন: আবির.. মিমকে উঠিয়ে সোফায় শুয়ে দাও।

আবির মিমের দিকে তাকায়—চেহারায় মায়া, কিন্তু শান্ত।

দীর্ঘ এক ঘন্টা পর...

মিম ধীরে ধীরে চোখ খুলল। দেখল ও সোফায় শুয়ে আছে। পাশেই দাড়িয়ে আছে আবির, তানভীর, মেঘ,বন্যা। একটু দূরে পাগলের মত বসে আছে তার মমতাময়ী মা আকলিমা খান। তাকে ঘিরে বসে আছে

মালিহা খান ও হালিমা খান। আরেকটা বড় সোফাতে গম্ভীর মুখ নিয়ে বসে আছে, আলী আহমেদ খান ও মোজাম্মেল খান।

মিম আস্তে আস্তে উঠে বসল। দেখলো দূরে এক কোনায় অস্থির কিন্তু অপরাধীর ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে আরিফ।

আরিফকে দেখে মিম যেন ছটফট করে উঠল।

আবির ধীরে ধীরে বলল—

“তোমার কিছু বলার আছে?”

মিম ফিসফিস করে বলে—

“ভাইয়া, আমি পারছি না আর... আমি আরিফ ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারব না। আমি সত্যিই ভালোবাসি ওকে। আমি কিছু করব না, কসম... কিন্তু প্লিজ... আমাকে কোথাও পাঠিয়ে দিও না।”

বলতে বলতে মিমের কণ্ঠ যেন ভেঙে আসছে।

আবির মিমের মাথায় হাত রাখে। চোখ ভিজে আসে তারও। তারপর বলল

“তোমার আর কিছু প্রমাণ করার দরকার নেই মিম।”

“তোমার বিয়েটা যার সাথে ঠিক হয়েছে, তার নাম আরিফ।”

মিম থমকে যায়।

চোখ বড় হয়ে যায়। ঠোঁট কাঁপে— কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে বললো

“কি বললে ভাইয়া...?”

আবির হেসে বলে—

“তোমার ভালোবাসা আজ আমাদের জয় করল। তুমি পেরেছ মিম। তুমি পেরেছ।”

মিম স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এই প্রথম, সেই চোখে আনন্দের জল।

তারপর মিম প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালো আবিরের দিকে। আবির বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়ালো।

মেঘ পাশে এসে দাঁড়িয়ে আবিরের এক হাত ধরে বলল: আহিয়ার আব্বু.. এবার তো অন্তত সবটা খুলে বলুন। আপনি আমাদের সবাইকে বলেছেন, আপনারা যা করছেন মিমের ভালোর জন্যই করছেন। আপনাদের ভরসায় আমরা বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু এবার সবকিছু জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। দয়া করে আমাদের সবকিছুই স্পষ্ট করে বলুন।

আবির আস্তে ধীরে বলা শুরু করলো।

(১সপ্তাহ আগের ফ্ল্যাশব্যাক)

সময় : ২৫ জুন, বিকেল ৫টা

স্থান: আলী আহমেদ খানের অফিসের কনফারেন্স রুম।

রুমের মধ্যে বসে আছেন তিন কর্তা—

আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান, আর ইকবাল খান। আর তাদের সামনে বসে আছে আবির ও তানভীর।

আরেক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ—চোখে ভয়, তবুও সাহসী— সে হলো আরিফ।

আলহাদী বাতির নিচে আলোটা কিছুটা ম্লান, রুমে তৈরি হয়েছে একটা থমথমে পরিবেশ।

আলী আহমেদ খান ধীর গলায় বললেন —

“তুমি বলছো, তুমি আর মিম—পাঁচ বছর ধরে একসাথে আছো?”

আরিফ মাথা নিচু করে বলল—

“জ্বি, মামা। আমি ওকে ভালোবাসি। আজ না, অনেকদিন ধরে। আমি ওকে হারাতে চাই না।”

আলী আহমেদ খান মুখ শক্ত করে বললেন—

“ভালোবাসা অনেকেই দাবি করে। কিন্তু দায়িত্ব নিতে পারা, কষ্টের দিনে পাশে থাকা, চুপ করে থেকেও

ভালোবাসা বোঝাতে পারা—এসব কি তুমি জানো আরিফ?”

আরিফ মাথা তুলল। সাহসের সঙ্গে বলল:

“আমি জানি। আর মিমের মুখে কিছু না শুনেও আমি তার চোখে সেই ভালোবাসা প্রতিদিন দেখেছি।”

তখনই আবির বলল: আব্বু, আমি বলছি আরিফ সত্যিই মিমকে ভালোবাসে। আরিফের হাতে মিমকে তুলে দিলে আমাদের মিম ভালো থাকবে।

আলী আহমেদ খান শক্ত কণ্ঠে বললেন: তুমি চুপ থাকো। খান বাড়ির পাঁচ ছেলে-মেয়ে খান বাড়ির পাঁচ রত্ন। এই রত্ন আমি যার তার হাতে তুলে দিতে পারি না। আমার পাচ রত্নের মধ্যে একজন হল মেঘ। আর তুমি নিজেই জানো কত কঠিন পরীক্ষার পর আমি তাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। আমি সর্বদা ই তাদের সুখ নিশ্চিত করতে চাই।

আবির থমথমে মুখে ইকবাল খানের দিকে তাকালো।

এবার ইকবাল খান মুখ খুললেন। বললেন: দেখ আবির মেয়েটা আমার হতে পারে, কিন্তু সকল সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ভাইজানের। তাই আমি তার

বিরুদ্ধে যেতে পারবো না। ভাইজান যেভাবে চায় সেভাবেই সবকিছু হবে।

আবির হতাশ দৃষ্টিতে আলী আহমেদ খানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: তাহলে আপনি কি চান আব্বু, দুটো ভালোবাসার মানুষ আলাদা হয়ে যাক?

আলী আহমেদ খান বললেন —

যদি সত্যি সত্যি দুজন দুজনকে ভালোবাসে তাহলে তারা কখনোই আলাদা হবে না । মিম ছোট মানুষ। হতে পারে এটা তার আবেগ। তাছাড়া আরিফ মিমের যোগ্য কিনা তা নিয়েও আমার মনে প্রশ্ন থেকে যায়।

আলী আহমেদ খানের কথা শুনে আবির বলল: মানে! আপনি কি বলতে চান দয়া করে স্পষ্ট করে বলুন।

আলী আহমেদ খান বললেন: ওদের দুজনকে ভালোবাসার পরীক্ষা দিতে হবে।

আবির ব্রু কুচকে জবাব দিল--- আব্বু.. ভালোবাসা কি পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করা যায়? ভালোবাসা হলো মনের ব্যাপার।

আলি আহমেদ খান বললেন: ওরা দুজন দুজনকে যদি সত্যিকারের ভালোবেসে থাকে তাহলে তোমার এত ভয় কিসের?

এসব শুনে পাশ থেকে আরিফ বলে উঠলো: মামা, মিমের জন্য আমি যে কোন পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। আপনি বলুন আমাকে কি করতে হবে।

আলী আহমেদ খান একনাগাড়ে বলে যায়:

> "আগামী ৪ জুলাই মিমের বিয়ে ঠিক হবে। তবে তাকে জানানো হবে না, পাত্র কে।

যদি সে নিজে থেকেই জানিয়ে দেয় যে সে কাউকে ভালোবাসে, বিয়েতে রাজি না হয়, অথবা নিজের ভালোবাসা আমাদের সামনে প্রকাশ করার জন্য পাগলামি করে—

তাহলে প্রমাণ হবে, সে শুধু আবেগ নয়, সত্যিকারের ভালোবাসে।

আর যদি মুখ বুজে বিয়েতে রাজি হয়—তবে বুঝব, তার অনুভূতি টিকে নেই।

তখন পরিবার যে পাত্র ঠিক করবে, তার সাথেই হবে বিয়ে।"

ঘরে নীরবতা।

মোজাম্মেল খান ব্রু কুঁচকে বললেন —

"আর যদি সে ভেঙে পড়ে? মানসিকভাবে সহ্য না করতে পারে?"

আবির দৃঢ় গলায় বলল —

“আমি তাকে চিনি চাচ্চু। সে দুর্বল না। সে রক্তে খান পরিবারের মেয়ে।

ভালোবাসা ছিঁড়ে ফেলার মেয়ে সে না।”

আলী আহমেদ খান চুপ করে আবিরের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নাড়েন।

“ঠিক আছে আবির। প্রমাণ কর।

যদি সত্যিই মিম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়—

আমি নিজে হাতে আরিফ আর মিমের বিয়ে দিব।”

আরিফ নিঃশ্বাস ফেলে, চোখ বন্ধ করে।

কনফারেন্স রুম থেকে বের হতেই আবির আরিফের কাঁধে হাত রেখে বলল:

— "সব ঠিক। এবার থেকে তুই দূরে থাকবি ওর থেকে। ওকে বুঝিয়ে দিস না। এমন ভাব দেখাবি যেন তুই আর কিছু চাস না।"

আরিফ চুপ।

আবির আবার বলল:

— "পারবি তো?"

আরিফ ধীরে বলল—

"ভালোবাসা যদি পরীক্ষা হয়, তাহলে আমি প্রশ্নপত্র হই... আর মিম হোক উত্তর।
শুধু দোয়া করো, উত্তরটা যেন সঠিক হয়।"
তারপর আরিফ মনে মনে মিম এর উদ্দেশ্যে বলল:
“মিম, তুমি জানো না .. কি কঠিন পরীক্ষা হতে যাচ্ছে।
তবে আমি জানি—তুমি পারবে।”
আবির আস্তে আস্তে বর্তমানে ফিরে আসলো। ড্রয়িং রুম জুড়ে নিস্তব্ধতা। এত কঠিন পরীক্ষার কথা শুনে সবাই তো হা হয়ে গেল।আবির যখন তার কথা শেষ করল, পুরো ঘর নিঃশব্দ।
সবাই স্থির। কিছুটা শূন্য।
কিন্তু একসময়...
মিম উঠে দাঁড়ালো।
চোখে জলের রেখা, গলা কাঁপছে, তবু কণ্ঠে জেদ...
সে তাকিয়ে আছে পরিবারের সবার দিকে।
এক এক করে... যেন সবার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছে।
তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল—

> “তোমরা সবাই বলছো এটা একটা ভালোবাসার পরীক্ষা ছিল... কিন্তু কেউ একবারও আমার সঙ্গে কথা বলেনি!

কেউ জানতে চায়নি আমি কেমন আছি...

কেউ জিজ্ঞেস করেনি আমি কি চাই।

তার কণ্ঠ ক্রমশ ভাঙতে লাগল—

> “তোমরা সবাই শুধু প্ল্যান করেছো... ঠাণ্ডা মাথায় আমার জীবনটা একটা খেলায় পরিণত করেছো।

কারো চোখে পড়েনি, আমি কতটা ভেঙে পড়ছিলাম...

রাতে ঘুম হতো না, দিনের আলো অসহ্য লাগত।

অথচ আমি তো ছিলাম... এই বাড়িরই... সবারই প্রিয়...

তাহলে আমাকে বোঝার কেউ ছিল না কেন?”

সবাই স্তব্ধ।

আকলিমা খান কান্না চেপে ধরে বসে আছেন।

মিম আরও বলল—

> “আরিফ চলে গিয়েছিল, সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল,

বিয়ে ঠিক হয়েছে... অথচ আমাকেই কিছু বলা হয়নি।

আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটা—
তোমরা সবাই মিলে ঠিক করলে,
অথচ সেখানে আমি ছিলামই না!”
এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে... সে বলল—
> “তোমরা বলো এটা ভালোবাসার পরীক্ষা ছিল...
কিন্তু আমি তো শুধু ভালোবাসিনি...
আমি আমার আত্মা দিয়ে আরিফকে চেয়েছি...
আর তবুও... তোমাদের প্রমাণ দিতে হয়েছে?"
তারপর মিম আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।
চোখের জল মুছতে মুছতে ছুটে চলে গেল সিঁড়ি বেয়ে নিজের রুমে।
সবাই চুপ।
আবির এক নিঃশ্বাস ফেলে আরিফের দিকে তাকালো।
এবার আরিফ ও টলোমলো চোখ নিয়ে তাকালো আবিরের দিকে।
আবির একবার মাথা হেলিয়ে ইশারা দিল।
চোখে একটাই কথা— “এবার তুই যা।”
আরিফ দাঁড়িয়ে থাকল।

সে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো আলী আহমেদ খানের দিকে।

চোখে এক বিনয়ের আবেদন।

আলী আহমেদ খান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললো: যাও, উপরে গিয়ে দেখো মেয়েটার রাগ কমাতে পারো কিনা। হয়তো রাগে একটু পর এসে বলবে সে বিয়েটা করতেই চায় না।

আরিফ আর এক মুহূর্তও দেরি করল না।

সে ছুটে গেল সিঁড়ি বেয়ে... মিমের রুমের দিকে।

ঘরটা একেবারে নিস্তব্ধ।

মিম ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে, চোখের জল মুছছে বারবার।

আরিফ আস্তে আস্তে রুমে ঢুকলো।

মিম পিছন ফিরে তাকাল না, কিন্তু বুঝে গেল কে এসেছে।

আরিফ নিচু গলায় বলল—

"তুমি জানো না মিম, আমি কতটা ভয় পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি পারবে না। ভেবেছিলাম... তোমাকে হারাব।"

মিম কিছু বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

আরিফ কাঁপা কাঁপা হাতে মিমকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। আজ তার নিজেকে একজন অপরাধী লাগছে।

আরিফের ছোঁয়ায় মিমের রাগ যেন বরফের মত গলতে শুরু করল।

মিম পেছনে ফিরে আরিফের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর হঠাৎ ঝাপিয়ে করল আরিফের বুকে। হাউমাউ করে কেদে দিল।

আরিফও শক্ত বাহুতে জড়িয়ে নিল তার জান পাখিকে।

মিম কাঁপা গলায় বলল—

" তুমি জানো না, কতোটা ভেঙে পড়েছিলাম।

তোমার সেই চুপ করে থাকা... আমার বুকের ভেতরটা ছিঁড়ে দিচ্ছিল..."

আমি ভাবতাম, তুমি চলে গেছো... চিরতরে।"

আরিফ ধীরে ধীরে মিমের কাঁপা হাতটা ধরল।

"তুমি জানো, আমার কণ্ঠে একটাও শব্দ ছিল না।

কারণ... শব্দ আসলে মিথ্যে হয়ে যেতো।

আমি চুপ করে ছিলাম—তোমার ভালোবাসা যেন নিজেই জবাব দেয়।"

মিম আবারো শিশুর মত মুখ গুঁজে দেয় আরিফের বুকে।

"তুমি জানো না... আমি কত কেঁদেছি...
কত রাত ব্যালকনির কাছে দাঁড়িয়ে ভেবেছি—
তুমি হঠাৎ এসে বলবে, ‘চলো মিম, পালাই!’
কিন্তু তুমি আসোনি... কিছুই বলোনি..."

আরিফ ফিসফিস করে বলল—

"আমি বলিনি, কারণ আমি চাইনি তুমি পালাও...
আমি চেয়ে ছিলাম তুমি লড়ো... যুদ্ধ করো তোমার ভালোবাসার জন্য...
আর তুমি পেরেছো মিম। তুমি জিতে গেছো।
তোমার ভালোবাসা হারেনি...
আমিও হারাইনি... আমরা... জিতেছি।"

মিম হালকা হেসে বলল—

"আমরা না... আমাদের ভালোবাসা জিতেছে।"

আরিফ মিমের কপালে চুমু দিয়ে বলল—

"আজ থেকে শুধু তুমি আর আমি।
কোনো লুকোচুরি নেই, কোনো পরীক্ষা নেই, কোনো চোখে জল নেই।
শুধু আমরা... আমৃত্যু একসাথে..."

কোনো আবহ সঙ্গীত ছিল না, তবু ঘরের বাতাস যেন দুলে উঠল এক অদৃশ্য সুরে।

এই প্রথম, তারা সত্যিকার অর্থেই একসাথে।

মঙ্গলবার সকাল।

স্পেরো ড্রিম হাউসে আজ অদ্ভুত এক আমেজ।

আকাশ মেঘলা, হালকা রোদ্দুরে আলো ঝলমল পুরো বাড়ি।

কিন্তু বাড়ির ভেতরে? একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড!

দরজায় টুং টাং বেল বাজতেই কুদ্দুস চাচা দরজা খুলে দেখলেন—

সামনে দাঁড়িয়ে আছে মীমের নানীর বাড়ির আত্মীয়রা।

খালাতো বোন: ফাইজা, সানজিদা, তানিয়া

মামাতো বোন: পুতুল, আয়ুশী, সুমাইয়া,

আর সাথে এসেছে দুই ভাই:

সজল আর জিয়াউল— দুইজনই মামাতো ভাই, মজা করতে করতে ঢুকছে। রনির সাথে হাত ধরে আসছে প্রিয়াঙ্কা। প্রিয়াঙ্কা হল রনির বউ অর্থাৎ মিমের ভাবি।

সানজিদা বলল,

“এই বাড়িটা তো একদম সিনেমার মত! মিম আপু কই?”

সবাই হেসে উঠল।

বাড়ির ভেতরে তখন শুরু হয়ে গেছে নাচের মহড়া।

আলাদা রুমে সাউন্ড সিস্টেম চালু।

আর একে একে এসে পৌঁছাল মীমের বান্ধবীরা—

কয়েকজন হল টিম লিডার। রাজিয়ার টিমে নাচের প্র্যাকটিস করছে নুসরাত, ফারিন, ফারিয়া, মারিয়া, মিমি, সুবহা, জাকিয়া, সিদরা, সুমাইয়া, মুন্নি ,জুই ,মুসকান ও প্রমি।

তামান্নার টিমে নাচের প্র্যাকটিস করছে: এনি, আখি, পিংকি ,তৌফা, চাঁদনী ,ইমা, রাবেয়া, ফারজানা ,নাদিয়া, সায়মা, রুমি ও ঝিলিক।

আর খাদিজার টিমে নাচের প্র্যাকটিস করছে: ইরা, সানজিদা, লিসা, সায়মা ,নিশি, ওমি ,অন্তরা ও আনিসা।

ঋষিতা।

আর শেষে এসে যোগ দিলো আরও কয়েক জন বিশেষ বান্ধবী, যারা গান গাইবে:

তারা হলো: সামিয়া, তাসলিমা, তাইবা, নাফিজা, অনন্যা, রুম্পা ,নিপা মনি ,উশ্মি, তমা, সুরভী ,কেয়া ও ফাইজা।

একপাশে মীম বসে মেহেদির ডিজাইন দেখছে।

প্রিথা হেসে বলল,

"এই মেহেদিতে আরিফ ভাইয়ের নাম লুকিয়ে দেব, বুঝলি?"

মিম এক গাল হেসে বলল:

“ও বুঝবে তো?”

মারজিয়া হেসে ফেলে বলল:

“ বুঝতে পারে কিনা সেটাই তো দেখার পালা?”

একদিকে আবির, তানভীর, রাকিব, রাসেল, মোবারক, সাকিব সবাই ব্যস্ত বাড়ির ক্যাটারিং এর কাজ নিয়ে। সবাই চারদিকে সব খেয়াল রাখছে সব ঠিক আছে কিনা। কোন কিছু যেন কমতি না হয়।

আর অন্যদিকে প্রস্তুতি এগিয়ে যাচ্ছে আরিফের বাড়িতেও। মেহেন্দি অনুষ্ঠান ও হলুদ সন্ধ্যা অনুষ্ঠান ছেলে ও মেয়ের একসাথে হবে স্পেরো ড্রিম হাউসে। আর বাকি সকল অনুষ্ঠান আরিফের নিজের বাড়িতেই হবে।

প্রচন্ড ব্যস্ততার মাঝে কেটে গেল আরিফ ও মিমের পরিবারের আরেকটা দিন।

ঘনিয়ে এলো সেই কাঙ্খিত দিন।

হুম আজ বুধবার

মিমের মেহেন্দি নাইট।

সন্ধ্যা নামে স্পেরো ড্রিম হাউসে।

চারদিক ঝলমলে আলোয় সেজেছে বাড়ি। রঙিন ঝালর, ফুলের মালা, শাড়ির কাপড়ে মোড়ানো গাছ, ঘর— সবকিছু যেন এক স্বপ্নপুরী!

মেহেদী অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে থেকেই একের পর এক গাড়ি এসে থামছে গেটের সামনে। মিমের আত্মীয়স্বজনেরা এসে পৌঁছেছেন।

নানীর বাড়ির দিক থেকে আরো এসেছে— তানহা, রোজা, আরিশা ,মেহরিমা, ইফসা, মাহি ,পুষ্প, ইসরাত, সুভা ও ফাতেমা।ওরা সবাই পরেছে গাঢ় কমলা ও গোলাপি রঙা শাড়ি। সাথে এসেছে দুই কাজিন ভাই: ওয়াহিদ শিকদার ও ফাহিম ভূঁইয়া, পরেছে গাঢ় পিঙ্ক পাঞ্জাবি।

খান পরিবার দাঁড়িয়ে রিসিভ করছে অতিথিদের।

আবির, মেঘ, তানভীর, বন্যা সবাই অভ্যর্থনা করছে হাসিমুখে।

ঠিক তখনই এলো বরপক্ষ!

আরিফের পরিবার— মাহমুদা খান শাড়ি পরে নেমেছেন মার্জিত চেহারায়। বাবার গাম্ভীর্য যেন আলাদা।

বড় ভাই আসিফ আর ভাবি জান্নাত একসাথে হাঁটছেন।

আর ছোট বোন আইরিন দুষ্টু চোখে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে।

ছেলেরা— আসিফ, আরিফ, আবির, তানভীর— সবাই পরেছে মেহেদি পাতার রঙা পাঞ্জাবি, আর অন্যরা পরেছে গাঢ় গোলাপি রঙা পাঞ্জাবি।

এখন পুরো বাড়ি জমজমাট!

হঠাৎ মিউজিক শুরু হলো—

“Desi girl... desi girl... sabki favourite desi girl...”

স্টেজের একদিকে নাচ করছে মেঘ, বন্যা, আইরিন ও জান্নাত। তাদের পিছনে ৫ জন ছেলে ফুলের মালার ছাউনি ধরে রেখেছে। সেই ছাউনির নিচে মিম।

গা ভর্তি গাঢ় সবুজ মেহেদি লেহেঙ্গা, মাথায় ফুলের টিকলি। মুখে ঝলমলে হাসি।

আরিফ উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।

মিম একটু থেমে, চোখ তুলে তাকিয়ে, সেই হাতটা ধরলো হাসিমুখে।

আজ মিমের মুখে ছিল তৃপ্তির হাসি। সম্পূর্ণ ভালোবাসা আর পূর্ণতার ছোঁয়া।

“লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, শুরু হচ্ছে আজকের মোস্ট ওয়েটেড মেহেদী নাইট প্রতিযোগিতা!”

— বলে আইরিন মাইক তুলে নিল।

প্রতিযোগিতা: মেয়ে বনাম ছেলে পক্ষ

প্রথম স্টেজে উঠল—

লামিয়া ও জাকিয়া

“Radha on the dance floor... Radha likes to party...”

তাদের স্পার্কলিং পারফরম্যান্সে হাততালি পড়ে গেল।

তারপর মঞ্চে এল—

জাহিদুল ও হাবিব

“Shava shava... khush rehne ka tumko hai daava...”

ছেলেরা যেন রীতিমত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল!

এরপর একে একে—

আরোহী ও নুসরাত

“Dola re dola re dola re... dil dola re...”
তাল মিলিয়ে ঘূর্ণায়মান শাড়ি আর মুখে হাসি— পুরো স্টেজ কাঁপিয়ে দিল।
ফাহিম ও আবদুল আহাদ
“Gallan Goodiyan... sab karenge Gallan Goodiyan...”
পুরো বাড়ির ছোট বড় সবাই উঠল নেচে।

তারপর হঠাৎ স্টেজে উঠে আসলো আবির ও মেঘ।
গান:
“Sajan sajan... tujhe dulhan sajaungi...”
আবির সাদা পাগড়ি পরে মেঘের পাশে এসে দাঁড়ালো। একে একে ঢুকে পড়ল বন্যা ও তানভীর। এরপর হঠাৎ মিমকেও টেনে আনা হলো— একসাথে চারজনের পারফর্মেন্স, চোখ ধাঁধিয়ে দিল সবাইকে।
তারপর মীমের বান্ধবী আকলিমা, আদ্রিশা, আফরিন, আলপি, আসরিফা, আয়ুশী, অনামিকা, অন্তরা, আরু, ইফটিকা, ইলমা, ইশিতা, ইসরাত, ইভা, লামিয়া, হালিমা, রাইসা, আনিসা, তানহা, জান্নাতুল,নীলাঞ্জনা, তানজিলা, মিতু । — সবাই গ্রুপ পারফর্ম করল:

“Mehendi hai rachne wali... haathon mein gehri laali...”

প্রতিটা লাইনে কেউ না কেউ ঠোঁট নেড়ে, নাচ করে... ছেলেরা পাল্টা দিচ্ছে সেই লাইনের জবাব নাচে।

এই গ্রুপের পারফর্ম শেষ হতে না হতেই সঙ্গে সঙ্গে উঠলো আরেক গ্রুপ । সেখানে রয়েছে: তাহমিনা, তবলাসসুম, তনজিম, তমা, তাসনোভা, তানজিম, তানিয়া, তাবাসসুম, তিসা, তৌফা, দিবজানি,মোহনা।

তাদের গ্রুপ ডান্স করল : নিলা বালি গানে।

মেয়েরা এই গানে ডান্স করছে মিমকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে।

ওদের এই পারফরম্যান্স শেষ হওয়ার সাথে সাথেই হঠাৎ লাইট অফ।

ফোকাস লাইটে মঞ্চে এলো আরিফ।

“Mehendi laga ke rakhna... doli saja ke rakhna...”

আরিফ মিমের দিকে হাত বাড়ালো।

মিম হাসিমুখে এগিয়ে গেল।

দুজন একসাথে মঞ্চে... চারদিকে স্লো ক্ল্যাপ।

শেষে সব্বাই একসাথে—

“Desi girl”
“Lungi dance”
“Tukur tukur dekhte ho kya...”
“Bole chudiyan bole kangana...”
সবাই একে একে স্টেজে— একসাথে নাচ, আনন্দ, হৈচৈ!

অবশেষে স্টেজের একপাশে বসে পড়ল মিম।
বাঁ পাশে বন্যা, ডানে মেঘ।
আরিফ মিমের হাতে মেহেদি লাগালো— হালকা কাঁপা হাত, চোখে জল।
আইরিন ফিসফিস করে বলল:
“এই ভালোবাসার নাম— আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে।”
ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়ায় শান্তির এক ধ্বনি...
শেষের উৎসব... যা শুরু হবে একটি নতুন জীবনের গল্পে।

লোকে ঠিকই বলে "যত হাসি তত কান্না"।

আজ মিমের ক্ষেত্রে তা একটু অন্যভাবে ফলে গেল। যেমন: "যত কান্না তত হাসি"।

এই যে এখন মিমের এক হাতে মেহেদি পরিয়ে নিজের নাম লিখে দিল আরিফ।

মেয়েটার গালগুলো আজ লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে বারবার।

গত দুইদিন আগেই তো সে কত কেঁদেছে। কত কষ্ট পেয়েছে।

আর এখন মনে হচ্ছে সেই কষ্টের চেয়ে হাজার গুন বেশি সুখ ঝরনার মত ঝরছে তার হাসিতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জান্নাত এলো।

আরিফের উদ্দেশ্যে বলল:

এই যে দেবরজি .. এবার তো যেতে হবে। আর দুইদিন পর তো বউকে পার্মানেন্টলি পেয়েই যাবেন। এখন চলুন বাড়ি ফিরা যাক।

জান্নাতের কথায় যেন চারদিকে হাসির ফোয়ারা বইছে। মিমের সব বান্ধবীরা হেসে দিল। মিম লজ্জায় নিচের দিকে তাকিয়ে আছে।

আরিফ মুচকি হাসলো। তারপর একবার তাকালো মিমের লাজুক মুখের দিকে। তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল:

উফ, সুন্দর একটা বউ পেয়েছি বলে, চারিদিকের সবাই আমাকে হিংসা করে। কোথায় যে যাই...

বলেই আরিফ অন্যদিকে তাকিয়ে হাঁটা শুরু করলো।

জান্নাত তো অবাক।

রিয়া বলল:

বিয়ের খুশিতে এই ছেলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

মুহূর্তেই পরিবেশটা হাসি ঠাট্টায় আরো মেতে উঠল।

হইচইয়ের মাঝেই নতুন অতিথিরা এসে হাজির।

দরজার কাছে উম্মে হাবিবা, কাহাফ, জেরিন, দেবজানি আর প্রীথি দাঁড়িয়ে ছিল।

উম্মে হাবিবা মিমের গালে আলতো করে চাপড়ে বলল—

—"আজ তোকে দেখে মনে হচ্ছে, রাজকুমারী হয়ে বসে আছিস!"

কাহাফ বলল—

—"মেহেদির রঙ দেখি দারুণ গাঢ় হবে।"

জেরিন হাসল—

—"আরিফ ভাইয়ের নামও বুঝি লিখে ফেলেছিস?"

দেবজানি বলল—

—"কত্তদিন ধরে ভাবছিলাম এই দিনটায় তোর পাশে থাকব। অবশেষে এলাম!"

প্রীথি হাত নেড়ে বলল—

—"আজকের সব ছবি কিন্তু আমার মোবাইলে থাকবে!"

আরও একটু পর প্রার্থনা, পূরবী, ফারহানা, ফারুল, বর্ষা আর বর্ণালি এসে জুটল।

প্রার্থনা বলল—

—"তোর গায়ে হলুদে আমরা সবার আগে লাফালাফি করব!"

পূরবী হেসে বলল—

—"তোর হাসি দেখে মন ভালো হয়ে যাচ্ছে।"

ফারহানা দুষ্টুমি করে বলল—

—"আরিফ ভাই কত ভাগ্যবান রে!"

ফারুল বলল—

—"কাল থেকে তোরা একসাথে, এবার কবে আমাদের বিয়ে হবে!"

বর্ষা আর বর্ণালি হাত তালি দিয়ে হেসে ফেলল।

এক কোণে মাইশা আর মায়া মিমের গয়না ঠিক করছিল।

মাহোদিবা, মিরা, মিরাজ আর মেহজাবিন আস্তে আস্তে পাশে বসল।

মাহোদিবা বলল—

—"কেমন লাগছে? টেনশন?"

মিম মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বলল—

—"সত্যি বলতে খুব নার্ভাস লাগছে..."

মিরা বলল—

—"চিন্তা করিস না, আমরা আছি।"

মিরাজ হাসতে হাসতে বলল—

—"এখন কাঁদিস না, বিয়ের দিন একসাথে কাঁদব!"

মেহজাবিন বলল—

—"দেখিস, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।"

মনজিলা, মুন আর মুনতাহা এসে মিমকে জড়িয়ে ধরল।

মুন বলল—

—"আজ তোকে আলাদা করে সুন্দর লাগছে।"

মুনতাহা বলল—

—"যদি পালিয়ে যেতে চাস, আমাদের জানাস।"

মুক্তা, মাসুকা, নয়ন, নাবা, নাবিলা, নামিরা, নাদিরা, নিরমা সবার শেষে এসে বলল—

—"আজ তুই সবার নায়িকা!"

মিম সবার কথা শুনে লজ্জায় গাল লাল করে ফেলল।

মেঘের দূর সম্পর্কের মামাতো বোন উর্মি এসে বলল:

মেঘ আপু.. পার্লারের মুন্নি আপু এসেছে মেহেদি দেওয়ার জন্য।

মেঘ বলল:

আপুকে এখানে নিয়ে আয়। মিমসহ আমরা সবাই এখানেই মেহেদি লাগাবো।

ঠিক আছে কথাটা বলেই লেহেঙ্গার দুই পাশ ধরে দৌড়ে ছুটে পালালো উর্মি।

ধীরে ধীরে রাত আরো গভীর হতে থাকলো।

ভোর চারটার দিকে একে একে সবাই ঘুমাতে গেল।

মোটামুটি সবাই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

"হলুদ রাঙা সকাল"

সকালের সূর্য আজ খান বাড়িতে একটু বেশি আলো নিয়ে এসেছে।

সকালের আবহাওয়ায় যেন উৎসবের সুবাস।

স্পেরো ড্রিম হাউসে আজ হলুদ সন্ধ্যার দিন।

কিন্তু শুরুটা হলো একগাদা দুষ্টুমিতে!

তৃধা ঘুরে ঘুরে বাসার সব হলুদ জিনিস খুঁজে বের করছে। এটা সেটা দেখিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলছে।

“এই যে! এটা তো হলুদ টিস্যু! মিম ফুপি নিশ্চয় এটা পরবে!”

বলতে বলতেই সে টিস্যু মাথায় জড়িয়ে ফেলল।

এদিকে আহিয়া ও আহিয়ান দুজন মিলে কিচেনের দিকে ছোটে।

তারা নাকি আজ হলুদ রঙের লাচ্ছি বানাবে!

“আমি মেহেদী নাইটে ডান্স করেছিলাম, আমার লাচ্ছি খেতে হবে আগে!” — বলে চেঁচিয়ে উঠল আহিয়া।

সবাই হাসতে হাসতে পাগল।

নাস্তার টেবিলে একদম জমজমাট পরিবেশ।

আদি হেসে বলল:

“এই তানভীর ভাইয়া তো স্টেজে কেমন হঠাৎ চক্কর দিতে লাগলো... লাগছিল বেদের দলের উস্তাদ!”

মেঘ খিলখিলিয়ে হেসে ফেলল,

“আর আবির ভাই? উনি তো শেষ লাইনে এমন ঢং করে হাত তুলে নাচলো, যেন পুরো বাংলাদেশ দেখছে!”

বন্যা বলল,

“আরিফ ভাই শেষমেশ মিমকে যেভাবে নিয়ে গেল... ওটাই ছিল আসল সেরা মুহূর্ত!”

মিম হেসে বলল,

“চুপ করো তো! সবাই দেখি আজ আমাকে নিয়ে পড়ে আছে।”

নাস্তার টেবিল যেন এক টুকরো স্মৃতির থালা।

নাস্তার পর আবির চুপচাপ উঠে গেল নিজের রুমে।

সবার ব্যস্ততা, হাসি-মজা—কিন্তু সে যেন একটু চুপচাপ।

আবির বিছানায় গিয়ে চুপ করে ল্যাপটপটা নিয়ে বসলো।

ঠিক তখনই দরজায় টোকা— মেঘ হাতে কফির কাপ নিয়ে ঢুকল।

“আপনি কিছু বলছেন না কেন?”

আবির একটু চমকে তাকাল মেঘের দিকে।

“তোমার কথা শুনে ভাবছিলাম... এখন আমি কিছু বললেই নাকি ঢং মনে হবে।”

মেঘ হেসে কাপটা এগিয়ে দেয়।

আবির মেঘকে টেনে পাশে বসায়।

ধীরে ধীরে তার হাত ধরে।

“তুমি জানো মেঘ... তোমার মুখটা যখন হাসে, আমি পৃথিবীর সব যুদ্ধ জিতে যাই।”

মেঘ লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে।

আবির মৃদু কণ্ঠে বলে—

“আজকের হলুদ সন্ধ্যায় তুমি সবচেয়ে কম করে সাজবে... যেন পুরো পৃথিবীর কেউ তোমার দিকে নজর না দেয়।”

মেঘ কাঁপা গলায় বলে—

“আপনি আছেন বলেই আমি জীবনটাকে সুন্দরভাবে উপভোগ করছি।”

দুজন কিছুক্ষণ চুপচাপ।

নিরবতা যেন ভালোবাসার ভাষা হয়ে দাঁড়ায়।

বন্যা, মিম ও মেঘ একটা রুমে বসে হলুদ সন্ধ্যার প্ল্যানিং করছে। জান্নাত আর আইরিনও যোগ দিয়েছে ভিডিও কলে।

বন্যা বলল,

“আমার মনে হচ্ছে মিমকে গায়ে হলুদের সময় ছেলেরা মঞ্চে তুলে দেবে, কিন্তু আমাদের তরফ থেকেও একটা ডান্স পারফরম্যান্স থাকা উচিত!”

জান্নাত বলল,

“তাহলে একটা স্লো পারফরম্যান্স শিখিয়ে দাও মিমকে।”

মিম হেসে বলে,

“তোমরা একেকজন একটা নাটক! আমি তো টেনশনে আছি, আর তোমরা আমাকে নিয়ে গেম প্ল্যান করছো!”

আইরিন বলে,

“এটা বিয়ে? এটাই তো মজার সময়! পরে তো কাজই কাজ!”

সবাই একসাথে হেসে ওঠে।

বেলা যখন ১১ টা।

মালিহা খান, হালিমা খান, আকলিমা খান ও আরও কয়েকজন মায়েরা মিমকে ঘিরে বসেছেন।

আকলিমা বললেন,

“মিম, তোকে কোলে করে ঘুম পাড়িয়েছি একদিন... আজ তুই আমার চোখের সামনে শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছিস। বিশ্বাস হয় না রে মা।”

মিম চোখে জল চিক চিক করছে।

মালিহা খান হেসে বললেন,

“তবে মনে রাখবি, তুই যত বড়ই হোস না কেন... আমাদের জন্য তুই এখনও ছোট্ট সেই মিম।”

মিম চুপ করে, মাথা নিচু করে বসে রইল।

তার চোখে জল ঝরছে।

সেকেন্ড, মিনিট ,ঘন্টা। ধীরে ধীরে চলে আসলো সেই ক্ষণ।

স্পেরো ড্রিম হাউস আজ যেন রূপকথা!

বিকেল থেকে পুরো বাড়ি যেন রঙে রঙিন।

বড় বড় গাছের গায়ে লাল-হলুদ-কমলা কাপড়ের ঘুঙুর লাগানো ফিতার ঝুল।

ছাদ-বারান্দা-বাগানের প্রতিটা কোণে ফড়িংয়ের মত ছোট ছোট বাতি, হলুদের মালা আর ফুলে ভরা প্যান্ডেল।

প্রবেশ পথে বড় ফানুস আর টিউলিপ ফুলের তোড়া যেন বলে দিচ্ছে—

“এ বাড়িতে আজ ভালোবাসার হলুদ সন্ধ্যা।”

বর-কনের পরিবারের ঝমকালো উপস্থিতি চারদিকের পরিবেশটা আরো মাতিয়ে তুলেছে।

মেয়েপক্ষ — মিমের পরিবারের

সব মেয়েরা একরঙা— হালকা কাঁচা হলুদের শাড়িতে নিজেদের রাঙিয়ে তুলেছে।

বড়রা হালকা হলুদ সুতির শাড়িতে, আর তরুণীরা সিল্ক বা জর্জেটের পাতলা শাড়িতে।

চুল খোলা, হাতে বেলি আর গাঁদার ফুলের বালা, কপালে ছোট্ট টিপ।

আর মিমের প্রবেশ

সবাইকে ছাপিয়ে যেন হলুদের রানী।

কাঁচা-হলুদ রংয়ের লেহেঙ্গা, কপালে ফুলের টিকলি, হাতে ফুলের বালা, খোঁপায় ফুলের মালা। মুখে তৃপ্ত, শান্ত, অনন্ত ভালোবাসার ছোঁয়া।

তার পাশে বন্যা, মেঘ, আইরিন, জান্নাত— সবার সাজ এক ই, কাঁচা হলুদের শাড়ি, খোলা চুলে ফুলের সাজ।

অন্যদিকে বরপক্ষ — আরিফের পরিবার ও কোন দিক থেকে কম নয়।

সব ছেলেরা সাদা পাঞ্জাবি

শুধু স্পেশাল কয়েকজন যেমন; আবির, তানভীর, আসিফ, রাকিব, শাকিব, রাসেল, মোবারক— প্রত্যেকের গায়ে হলুদের পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা।

আরিফের উপস্থিতি আলাদা।
তাকে ঘিরে যেন একটা নরম আলো— সাদা আর হলুদের মিশেল।
খান পরিবারের তিন কর্তা:
আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান, ইকবাল খান
তিনজন একসাথে বাড়ির সবচেয়ে বড় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে।
সাদা পাঞ্জাবি, পায়জামা— ছিমছাম ভদ্রবেশ।
সাথে আছে হলুদ পাঞ্জাবি পরুয়া আবির ,তানভীর ও আসিফ।
তাদের সৌজন্য, অভ্যর্থনায় অতিথিদের মনে পড়ে যাচ্ছে আগের দিনের অভিজাত বাড়ির আদব-কায়দা।
— "স্বাগতম, আমাদের কন্যার হলুদ সন্ধ্যায়..."
আবিরের কথা শুনে একজন অতিথি জবাব দিল: হুম
"বাড়ি তো আজ আনন্দের ঘরে পরিণত হয়েছে।"
শুনে আবির মৃদু হাসলো।
গেস্টরা সোজা প্যান্ডেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
সেখানে মিউজিক, খাবারের গন্ধ আর ফুলের সুবাসে পুরো পরিবেশ জমে আছে।

হঠাৎ করেই একটা সাদা গাড়ি এসে থামল বাড়ির গেটের সামনে। আবির মুচকি হেসে এগিয়ে গেল। সেই গাড়ি থেকে নামলো:

(চট্টগ্রামের এমপি নিহালের ছেলে ও পুত্রবধু): রিদ খান ও মায়া।

সাথে ছেলে মারিদ আর মেয়ে সুখ।

রিদ ফরমাল সাদা পাঞ্জাবি-পাজামায়, মায়া হলুদ রঙা জামদানি শাড়ি আর হলুদের গয়নায় অপরূপা।

সাথে মারিদ পড়েছে বাবার সাথে মিলিয়ে সাদা পাঞ্জাবি আর সুখ পাতলা হলুদ ফ্রক, হাতে ফুল।

আবির রিদ খানের দিকে হাত বাড়ি দিয়ে বলল: ওয়েলকাম মাই ড্রিম হাউস। রিদ খান মুচকি হাসলো।

তানবির ওদের উদ্দেশ্যে বলল: আপনার প্লিজ আমার সাথে ভেতরে চলুন।

তারপরে আরেকটা গাড়ি থেকে নামতে দেখা গেল ওয়াসিফ পূর্ব ও পূর্ণতা।

ওয়াসিফ সাবেক রাজনীতিবিদ, বর্তমান বিজনেস আইকন। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি।

পূর্ণতা ঘিয়ারঙা কাতান, হাতে সোনালী ফুলের বালা। সৌম্য অথচ স্পষ্ট উপস্থিতি।

ওদের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই এত অতিথি মাঝে লক্ষ করা গেল গেটের বাহিরে একটা ব্লক মার্সিডিস এসে থেমেছে। আসিফ সঙ্গে সঙ্গেই আবিরকে খবর দিল। আবির এগিয়ে যেতেই দেখল: ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে জায়ান কৃতিক চৌধুরী ও মিসেস অরোরা জায়ান, আর তাদের সাথে আছে মেয়ে কিয়ারা জায়ান চৌধুরী

কৃতিক ব্ল্যাক শার্ট ও ব্লাক পেন্টে নিজেকে ফরমাল ড্রেসে সাজিয়ে নিয়েছে, অরোরা জায়ান বিদেশি স্টাইলের শাড়ি আর কিয়ারা আধুনিক স্কার্ট।

আবির যখন কৃতিক কে স্বাগতম করায় ব্যস্ত তখনই এসে থামল দেশ বিখ্যাত উকিল মেহজাবিন আরমিন অন্তর গাড়িটি ।

গাঢ় হলুদ শাড়ি, পল্টু ফুলের মালা হাতে। ঘোমটা সামান্য তুলে দাঁড়িয়ে আছেন মেহজাবিন।

তার পরপরই উপস্থিত হলেন ফারাজ এলাহী ও চিত্রাঙ্গনা।

ফারাজ ক্রিম পাঞ্জাবি, চিত্রাঙ্গনা উজ্জ্বল হলুদ শাড়ি, অনিন্দ্য সুন্দর।

আবির একে একে সকলকে নিয়ে তাদের জন্য বরাদ্দ স্থানে বসিয়ে দিল।

হঠাৎ স্টেজ অন্ধকার। ফোকাস লাইট একদম মাঝখানে। ব্ল্যাক জ্যাকেট পড়ুয়া একজনকে হাতে গিটার সহ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

VK (Vampire Kenneth) | স্পেশাল এন্ট্রি,

তার চোখ-মুখের ক্যারিশমায় শিস পড়ে উঠছে... বিশেষ করে কিশোরী মেয়েরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

ভি.কের কণ্ঠ— "ভ্রমর কইয়ো গিয়া" শুরু।

পুরো গানটা:

> “ভ্রমর কইয়ো গিয়া
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে মোর অঙ্গ যায় জ্বলিয়া রে ভ্রমর
কইও গিয়া"

মাঝে মাঝে সবার করতালি, সবার মুখে তৃপ্তির হাসি।

কে যেন বলল—

— “ওমাইগড! ভাইরাল ভ্যাম্পায়ার লাইভ গান করছে!!”

গানের শেষে ভি.কে হাসিমুখে স্টেজ থেকে বলল—

— "আজ মিম আর আরিফের জন্য রইল আমার স্পেশাল ভালোবাসা, সুখে থাকুক একজোড়া লাভ বার্ড"

আইরিন পুরো অনুষ্ঠান চালাচ্ছে প্রাণোচ্ছল ভঙ্গিতে।

— "আজকের হলুদ সন্ধ্যা, সবার জন্য... স্পেশাল গেম, স্পেশাল মজা, স্পেশাল নাচ।"

হঠাৎ... দর্শকের ভেতর থেকে একটা ছেলে উঠে এল।

সাদা পাঞ্জাবি, দুষ্টু হাসি মুখে। বলল:

— "আজ আমি তোমার পার্টনার হবো।

আইরিন হঠাৎ চমকে গিয়ে বলল: আমি কি চেয়েছি কোন পার্টনার?

ছেলেটি দারুন হেসে জবাব দিল: না চাইলেই কী... আমার ইচ্ছে।"

আইরিন চোখ রাঙিয়ে বলল—

— "আপনি তানভীর ভাইয়ের কাজিন রাদিফ না? আপনি প্লিজ জায়গায় গিয়ে বসেন"

ছেলেটি আবারো হেসে হেসে জবাব দিল

— “আপনি দাঁড়ালে আমি কীভাবে বসি বলুন তো...?”

সবাই হেসে উঠল।

আইরিন ফিসফিস করে বলল— “প্লিজ আমাকে শান্তিতে আমার কাজ করতে দিন”

রাদিফ দুষ্টু হাসি দিয়ে বলল—

— “এত শান্তি থাকলে অনুষ্ঠান তো মাটি হয়ে যাবে মিস...!”

আইরিন রাগে কটমট করে জবাব দিল: আইরিন.. আইরিন আমার নাম।

আইরিন লক্ষ্য করল। নিচ থেকে সবাই স্টেজে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। তাই নিজের রাগটাকে গিলে মুখে কৃত্তিম হাসি টেনে আবারও পুরো অনুষ্ঠান হোস্ট করা শুরু করল।

স্পেরো ড্রিম হাউস যেন অদ্ভুত এক ভালোবাসার পট।

একদিকে অতিথিরা, অন্যদিকে নাচ-গান, আর মাঝখানে বর-কনের হাসিমুখ...

এই হলো আজকের হলুদ সন্ধ্যা।

স্টেজে প্রথম উঠলো মিমের বান্ধবীদের টিম।

গান—

“Navrai Majhi” (নববধূর জন্য মজা করে নাচের গান)

হাসিমুখে, হলুদের সাজে সবাই একে একে উঠে এসে দুলতে দুলতে নাচ শুরু করলো—

“Navrai majhi, laadachi ladachi ga...”

গানের মাঝখানে এসে বান্ধবীরা মিমকে মাঝখানে দাঁড় করালো, চারপাশ ঘিরে দুষ্টু নাচ, হাসি, ঠাট্টা।

দ্বিতীয় নাচ— ছেলেপক্ষের পক্ষ থেকে।

সাউন্ড বক্সে বেজে উঠলো:

“Tunak Tunak Tun”

আরিফের সকল বন্ধু মিলে পুরো কমেডি স্টাইলে নাচ।

মঞ্চে তুমুল হাসি-ঠাট্টা।

> “Tunak tunak tun... tunak tunak tun... tun ta ra!”

সবার নাচ দেখে মিম, বন্যা, মেঘ, আইরিন হাসতে হাসতে চোখে জল।

কিন্তু এত কিছুর মাঝে আবির ও মেঘের দুষ্টু-মিষ্টি চোখাচোখি, আবির বারবার মেঘকে ইশারা করে

ডাকছে আর মেঘ মেয়ে বাহিনীর পুরো টিমকে ছেড়ে যেতে নারাজ।

বন্যা, আইরিন মুখ টিপে হাসছে।

আইরিন বললো—

— “আবির ভাই, বউ কি শুধু তোমারই আছে...!”

আবিরের অকপটে জবাব— “জ্বী তাতে তোর সমস্যা কি!

আইরিন দুষ্টু হেসে বলল: দুই বাচ্চার মা হয়ে গেছে।”

এবার আবির থমথমে মুখে বলল— “ তাতে কি ভালোবাসা কমে গেছে?”

সবাই হেসে ফেলে।

মেঘ লজ্জা পায়, আবির কানে ফিসফিস করে বলে—

— “তোর লজ্জায় আমি হারি প্রতিবার প্রতিক্ষণে...”

হঠাৎ মাইকে আবার আইরিনের কণ্ঠ: এবার হবে স্পেশাল পারফর্মেন্স— আদির “আমি হলাম রোমিও”

আবির অবাক চোখে পাশে তাকিয়ে দেখল আইরিন নেই। খানিকটা হতভম্ভ হয়ে বলল: এই মেয়েতো মাত্রই এখানে ছিল..

স্টেজে উঠে এলো আদি। ব্ল্যাক জ্যাকেট, দুষ্টু হাসি মুখে।

মিউজিক বাজতেই আদি নাচ শুরু করলো”

"আমি হলাম রোমিও,

লেডি কিলার রোমিও।

পাক্কা প্লেবয় রোমিও "

পুরো বাড়ি হাততালি, আহিয়া, আহিয়ান, তৃধা, সুখ, মারিদ... সবার নাচ দেখছে আবার হাসতে হাসতে দৌড়াচ্ছে।

কিয়ারা, রাকিবের ছেলে, মাইসার ছেলে আর জান্নাতের মেয়ে এসে যোগ দিলো খেলায়।

গতকাল মেহেন্দি অনুষ্ঠানে মাইসা থাকতে না পারলেও আজ বিকেলেই স্বামী সন্তান নিয়ে এসেছে স্প্যারো ড্রিম হাউজে। এসে সবার আনন্দ দেখে বারবার বলছে গতকালকে না এসে অনেক বড় একটা মিস্টেক করে ফেলেছে।

বাচ্চাগুলো কখনো বল ছুঁড়ে মারছে, কখনো ওড়না টেনে দিচ্ছে, কখনো দৌড়ে গিয়ে বন্যা বা মেঘের কোলে লাফিয়ে উঠছে।

পুরো বাড়িতে হৈচৈ।

হলুদ মাখানোর সময়...

এক এক করে সবাই মিম আর আরিফের সামনে এসে দাঁড়ালো।

কাঁচা হলুদে ভেজানো পাতা হাতে...

প্রথমে বাড়ির বড়রা—

মা, চাচি, খালা, বড় আপা, দাদি...

স্নেহভরা ছোঁয়া দিয়ে বলছে—

— "আল্লাহ তোদের মঙ্গল করুক... সারা জীবন যেন এমনই হাসিখুশি থাকিস।"

চোখের কোণে আবেগ ঝিকমিক করছে।

তারপর বান্ধবীরা আসছে এক এক করে...

তাহা বলল:

— "তোকে তো আজকের জন্য কাঁচা হলুদের রানী বলে ডাকবো!"

নুসরাত বলল:

— "আরিফ ভাই আপনার তো অনেক সৌভাগ্য... এমন বউ তো অন্য কোথাও নেই।"

এবার তামান্না হাসিমুখে বলল:

— "মিম, এই হাসি যেন সারা জীবন থাকে।"

সবাই মিমের গালে হলুদের ছোঁয়া দিয়ে হাসছে।

এদিকে মেঘ বারবার কাকে যেন কল দিয়ে যাচ্ছে। আমি লক্ষ করতেই এদিকে এগিয়ে এলো।

জিজ্ঞেস করল: কি সমস্যা? এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

মেঘ একটু মন খারাপ করে বলল: তামিম ও মিনহাজকে কল দিয়েছিলাম। ওরা বলছে আগামীকাল আসবে। ওদের কত করে বললাম... ভাবিদের নিয়ে আজকের হলুদ সন্ধ্যায় এটেন্ড কর। কিন্তু শয়তানগুলা কথা শুনল না। বারবার একটা কথাই বলছে আগামীকাল আসবে।

আমি স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল: ওহ.. ঠিক আছে এতে মন খারাপ করার কিছুই নেই। চলো ওই দিকে যাই।

এবার স্পেশাল গেস্টরা মিমের কাছে এলো:

পূর্ণতা বলল:

— “তোমায় দারুণ লাগছো। একজন নারীর জীবনে এই হলুদ সন্ধ্যা যেন সবসময় আশীর্বাদের প্রতীক হয়।”

মিমের এক গালে হলুদ ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে অরু বলল:

— “চোখের এই দীপ্তি সারা জীবন থাকুক, জীবনে যেন সব সুখ পাও।”

এবার অন্তু অন্য গালে হলুদ ছোয়াতে ছড়াতে বলল:

— “ভালোবাসা মানেই শ্রদ্ধা, তুমি আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেটা গর্বের।”

পেছন থেকে মায়া এসে মিমের মাথায় হাত রাখল। তারপর ভালবাসার কণ্ঠে বলল:

— “আজ আমি কেবল অতিথি নই, বড় বোনের মতো বলি— সুখী থাকিস।”

সবাই হাততালি দিচ্ছে। আহিয়া, আহিয়ান, তৃধা, সুখ, মারিদরা এসে মিমের সাথে বসলো।

তৃধা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলল—

— “মিম ফুপি, তুমি রাজকন্যা আজ।”

আহিয়া বললো—

— “আর আরিফ চাচ্চু হবে রাজা।”

মিমের মুখে হাসি, চোখে জল। আরিফ পাশ থেকে বললো—

— “এখন থেকে শুধু তুই
ও আমি... আর আমাদের এই ভালোবাসা।”

পেছনে বাজছে হালকা মিউজিক—

“Mehendi hai rachnewali... haathon mein gehri laali...”

হলুদ সন্ধ্যা শেষ...

কিন্তু এই ভালোবাসা যেন শুরু হলো নতুন করে।

চলবে.....

#আমৃত্যু_ভালোবাসি_তোকে

#ফারজানা_মনি

#সিজন_২

#পর্ব :৯০

শুক্রবারের সকাল যেন এক স্বপ্নের মতো। আকাশে হালকা মেঘের ছায়া, আবার কখনো রোদ উঠছে। বাড়ির প্রতিটা কোণা সাজানো এখনও রঙিন ঝালর, ফুলের মালায়। কোথাও হলুদের ঝলমলে ছোঁয়া, কোথাও বিয়ের লালচে রঙের সাজ।

ডাইনিং স্পেসে সকালের আয়োজন—

টেবিলে সাজানো আছে লুচি, আলুর দম, ডিম পোচ, ফলের রস, পায়েস।

মেঘ, মিম, বন্যা, তানভীর, আবির, আদি, আলী আহমেদ খান ,মোজাম্মেল খান ও ইকবাল খান— সবাই টেবিল ঘিরে বসে হাসিমুখে নাস্তা করছে।

মাইশা ,মালা ও তাদের হাজবেন্ড সহ বাকি মেহমানরা একটু আগেই নাস্তা সেরে উঠে গিয়েছে। এখন পরিবারের সবাই একসাথে বসেছে। বাড়ির তিন কর্তি সবাইকে মেহমানদারীতে ব্যস্ত। এতক্ষণ বন্যা ও মেঘ তাদের সাহায্য করেছে। আলী আহমেদ খানের ডাকাডাকিতে এখন এসে নাস্তা করতে বসল।

তানভীর আবীর কে খুঁচিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল—

— "ভাইয়া, আজকে কি তোমার রোমান্স বন্ধ থাকবে, নাকি এই সকালেও নতুন প্ল্যান?" গত দুইদিন যার রঙ্গ দেখালে, আমি তো চিনতেই পারিনি এটা আমার রাগী, গম্ভীর সেই ভাইয়া।

আবির গম্ভীর মুখে বলল—

— " আমার বউ তোর বোন হয় বেয়াদব। তুই কি করে ছোট বোন ও তার জামাইয়ের রোমান্সের খবর নেছ। ছি তানভীর.. আমিতো রীতিমতো তোকে নিয়ে হতাশ"

তানভীর বলে উঠলো—

— " ইস যত ঢং।"

সবাই হাসাহাসির মাঝে নাস্তা শেষ হলো।

নাস্তার পর ড্রয়িং রুমের এক পাশে আহিয়া, আহিয়ান, তৃধা, মাইসার ছেলে মিলে বসেছে। ওদের হাতে গুড়া রং নিয়েছে।— কেউ লাল, কেউ হলুদ, কেউ গোলাপি। ওরা নাকি টিভিতে দেখেছে বিয়ের দিন সকালে আবির খেলা হয়।

আহিয়ান বলল—

— " তোরা কেউ আমার মুখে আবির দিবি না। মুখে আবির লাগলে আমার ভালো লাগেনা।"

ঠিক তখনই এক মুঠো লাল রক্তে রাঙা আবি র হাতে নিয়ে তৃধা আহিয়ানের দুই গালে মেখে দিল।

তারপর তৃধা খিল খিলিয়ে হেসে আধো আধো কণ্ঠে বলল

— " ভাইয়া... সুন্দর...!"

এটা দেখে বাকি বাচ্চাদের সে কি হাসাহাসি! ওড়না, টিস্যু, প্লেট সব ভরছে গুড়া রং দিয়ে।

আহিয়ান গম্ভীর মুখে তৃধার উপর রাগ করে সেই রঙ ভর্তি প্লেট নিয়ে গেল তার মা-বাবার রুমে... রেখে আসলো টেবিলের উপর!

সে ভাবলো— "এই রং দিয়ে পরে মজা করব...

কিছুক্ষণ পর... মেঘ গেল নিজের রুমে। দেখে টেবিলের ওপর সেই রঙ ভর্তি প্লেট।

পেছন থেকে দরজা বন্ধ করে ধীরে ধীরে কাছে এল আবির।

চোখে সেই দুষ্টু হাসি।

আবির মেঘের কানের পাশে ফিসফিস করে বলল—

— "এই রঙগুলো কার জন্য রাখা, বলো তো?"

মেঘ হেসে বলল—

— "ওরা খেলছিলো... হয়তো ভুল করে রেখে গেছে।"

আবির ধীরে সেই গুড়া রঙ তুললো আঙুলে।

একটু পিঙ্ক, একটু হলুদ... মেঘের গালের পাশে স্পর্শ করে বলল—

— "এই লালটা তোমার লজ্জার চিহ্ন... এই হলুদটা তোমার ভালোবাসার চিহ্ন।"

মেঘ অবাক হয়ে আবিরের দিকে তাকালো...

আবির এবার ধীরে ধীরে পিঠের ওপর ছুঁইয়ে দিলো সেই নরম গুড়া রং, হাত বুলিয়ে বললো—

— " মেঘ তুমি কি শুনতে পাচ্ছ এই বুকের ধুকপুকানি?"

মেঘ নিঃশ্বাস টেনে বলল—

— “এভাবে কেউ রং মাখায়?”

আবির হেসে বলল—

— “ভালোবাসা আর খেলায় নিয়ম নেই... তুমি জানো না?”

গোলাপি গুড়া রঙ এবার মেঘের পেটে ছুঁইয়ে দিলো আবির...

একটু শিরশিরে অনুভূতি... মেঘ থমকে গেল।

আবির মৃদু স্বরে বলল—

— “এইটা আমার... শুধু আমার চিহ্ন...”

মেঘের মুখে হালকা হাসি, চোখে ভালবাসার দীপ্তি।

আবির মেঘকে কোলে তুলে নিলো ধীরে।

— “চল, আজকের সকালটা তোর রঙে রঙিন করে তুলি।”

মেঘ হেসে ফেলে বলল—

— “পাগল...”

আবির জবাবে ফিসফিস করলো—

— “তোর জন্য পাগল... আমৃত্যু।

সকাল শেষে বিয়ে বাড়িতে পড়েছে দারুন ব্যস্ততা। আজকের অনুষ্ঠান স্পেরো ড্রিম হাউজের রুফটপেই

হবে। দুপুর হতে না হতেই বাড়িতে পড়েছে অতিথির ঢল। একে একে এসে হাজির হচ্ছে সকল অতিথিরা। তাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত ক্যাটারিং এর লোকসহ খান বাড়ির সকল সদস্য।

বরযাত্রীর গাড়ি এসে থামলো স্প্যারো ড্রিম হাউসের বিশাল ফটকে।

বর আরিফ, পাশে আইরিন— মাথা উঁচু করে গাড়ি থেকে নামল।

আজ বরপক্ষের বড় দায়িত্ব আইরিনের কাঁধে।

আইরিন ভারী লেহেঙ্গাটা দুই হাতে ধরে একটু এগিয়ে এসে হাসিমুখে বলল—

— "চলো, দেখি মেয়েপক্ষ আজ কত বড় সাহস দেখায়..."

সামনেই দাঁড়িয়ে রাদিফ।

সাদা পাঞ্জাবিতে, হাত গুটিয়ে... মুখে শয়তানি হাসি। সাথে দাঁড়িয়ে আছে মিমের বান্ধবীরা এবং মিমের সকল কাজিন।

রাদিফ বলল—

— "ওয়েলকাম আইরিন বিয়াইন! আজকে তো আমরা কনে পক্ষ, এই গেট খুলবে... কিন্তু টাকায়!"

আইরিন ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল—

— "ওহ, মেয়েপক্ষ তো দেখি অনেক হিংসুটে! বিয়াই-বিয়াইন বলেই তো কিছু ছাড় দিচ্ছিলাম ভাবলাম..."

আইরিনকে পুরো কথা শেষ করতে না দিয়েই রাদিফ হেসে বলল—

— "এই রসিকতা আজ চলবে না। তুমি বরপক্ষ... গেট পাস করতে হলে... কষ্ট করে টাকা বের করো।"

পেছন থেকে আরিফ হাসছে...

এবার আসিফ আইরিনের উদ্দেশ্যে বলল—

— "আইরিন, এই ছেলেকে কাবু করতে হলে তোকেই প্রয়োজন।"

আইরিন ভুরু কুঁচকে বলল—

— " টাকা দিতেই হবে? না কিছু অন্য শর্ত আছে?"

তারপর আস্তে আস্তে বলল: রাদিফ.. সোনা চান.. তুমি জানো না আমি কত বড় ফাজিল। সময় মত আমাদের টাকা আমরাই পুষিয়ে নিব ।

রাদিফ গম্ভীর গলায় বলল—

— "শর্ত আছে, অবশ্যই আছে। আগে বলো— 'রাদিফ জান্স, তুমি এই গেটের হিরো, তুমি না চাইলে বর ঢুকবে না'। এই লাইন বল, তাহলেই ফ্রি।"

আইরিন অবাক!

রাদিফ শয়তানি হাসল— — "বিয়াইন... না হলে টাকা!"

পেছনে তানভীর, আবির এসে হেসে ফেলে বললো—

— "আইরিন, মেনে যা... টাকা দে,

আর এবার আরিফ বেচারার বিয়ে টা হতে দে!"

আইরিন দাঁতে দাঁত চেপে রাদিফের উদ্দেশ্যে বললো —

— "আচ্ছা ঠিক আছে, টাকা দেব... কিন্তু একটা কথা মনে রাখেন... আপনি তো আমাদের বিয়াই হয়ে যাবেন সামনে... তখন সব সুদে আসলে ফিরত নিয়ে নিব!"

রাদিফ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে বলল—

— "তুমি যদি আমাকে একবার রাদিফ জান্স ডাকো... আমি আজ এই গেট ফ্রি করে দেব!"

আইরিন রাগে দাঁত চেপে বলল—

— "টাকা নিন... চুপচাপ রাস্তা ছাড়েন!"

আইরিন গুনে গুনে ৫০০০০ টাকা দিল।

রাদিফ নোট হাতে নিয়ে বলল—

— "এই নিলাম। তবে মনে রেখো... আজ শুধু গেট ছাড়লাম, কাল রাস্তা, পরশু বউ... সবই ধরবো!"

আইরিন রাদিফের কথার আগামাথা কিছু না বুঝে রাগে কটমট করে বললো—

— "যত্তসব আজাইরা পাগল!"

রাদিফ হেসে বললো—

— "এই পাগল এখন থেকে সারা জীবন তোমার নামে পাগলামি করবে মনে রেখো।"

সবাই হো হো করে হাসতে লাগলো।

আইরিন গলা টান দিয়ে বললো—

— "চলো বরপক্ষ, গেট পার... যুদ্ধ জিতে গেলাম।"

রাদিফ নীরবে বললো—

— "এই যুদ্ধে আমি ইচ্ছে করে হারলাম...!"

স্প্যারো ড্রিম হাউসের রুফটপ সাজানো রাজকীয়ভাবে।

হলুদের পর আজ বিয়ের সাজ রক্তিম লাল আর সোনালী রঙে ঝলমল করছে।

প্রায় ঘন্টাখানেক আগে তামিম , মিষ্টি, মিনহাজ এসেছে। কিন্তু এইবার তারা কেউই একা না। তামিমের সাথে তামিমের ওয়াইফ। মিষ্টির সাথে

মিষ্টির হাজবেন্ড ও তাদের মেয়ে, মিনহাজ এর সাথে মিনহাজের ওয়াইফ। ওদেরকে দেখে বন্যা আর মেঘ তো মহা খুশি। মূলত আবির নিজেই শত ব্যস্ততার মাঝেও ওদেরকে স্প্যারো ড্রিম হাউসে আনার ব্যবস্থা করেছে।

মিম আজ কাঁচের মতো মায়াবী... লাল শাড়িতে যেন কনে পুতুল।

আরিফ দাঁড়িয়ে আছে পাশেই, সাদা শেরওয়ানি আর সোনালী পাগড়িতে।

বিয়ে পড়ানো শেষ।

কনের বাড়ি চোখ ভেজা... মিমও চোখ ভিজিয়ে কাঁদছে।

আইরিন, রাদিফ ও মিমের বান্ধবী সবাই আয়না দেখানোর জন্য

আরিফ আর মিমকে একসাথে বসালো। মাঝখানে আয়না।

আরিফ কানে ফিসফিসিয়ে বলল—

— “এবার পুরো পৃথিবীর সামনে তুমি আমার, আমৃত্যু...”

মিম লাজুক হেসে তাকালো... সেই আয়নায় প্রতিফলিত হাসি জানিয়ে দিলো... এই ভালোবাসা কেবলই আজ শুরু, যার কোন অন্ত নেই।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। খান বাড়ির সকলের চোখে অশ্রু।

দূরে এক কোণে থমথমে মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আবির আর তানভীর।

মিমের চোখে অশ্রু... পাশে মেঘ, বন্যা, বান্ধবীরা কাঁদছে। আরিফ মিমের হাত ধরে বলল— — "চলো, তোমার এই কান্না আমি হাসিতে ভরিয়ে দেবো..."

বিদায়ের রীতিতে মিম বাড়ির সিঁড়ি ছাড়িয়ে গেল...

সবাই দোয়া করলো —

"আল্লাহ তোদের ভালো রাখুক।"

মিমের বিদায়ের পর সকল ঝামেলা শেষ করে মেঘ রাত ৮ঃ০০ টায় রুমে ফিরেছে বাচ্চাদের কাছে।

আহিয়ান-আহিয়া দৌড়ে এসে মায়ের কোলে উঠলো।

আহিয়া বলল—

— "মাম্মা, আমি আজ তোমার সাথে ঘুমাবো!"

আহিয়ান বললো—

— " আমিও ঘুমাবো মাম্মার সাথে!"

মেঘ ছেলে মেয়ের কান্ড দেখে হাসতে হাসতে বলল: তোমরা তো প্রতিদিনই আমার সাথে ঘুমাও।

এবার আহিয়া বলল: মাম্মা, আমি দাদু ভাইয়ের সাথে ঘুমাবো না।

এবার মেঘ বুঝল পুরো কথাটা। একটা হাসি দিয়ে আহিয়া ও আহিয়ানকে কাছে টেনে কোলে বসিয়ে বলল: গত কয়েকদিন তোমার মিম ফুপির বিয়ে ছিল তাই আমার ঘুমাতে অনেক রাত হতো। আমি নানান কাজে ব্যস্ত থাকতাম। তোমাদেরকে তোমাদের দাদুভাই ঘুম পাড়িয়ে দিত ঠিকই কিন্তু আমি রাতে যখন ঘুমাতে আসতাম তখন তোমাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসতাম। তোমরা রাতে আমার কাছেই ঘুমাতে, বুঝেছ মাম্মা...

আবির পেছনে দাঁড়িয়ে বললো— — “ আমার মায়ের কি নিয়ে এত অভিমান হয়েছে?...”

আহিয়া দৌড়ে বাবার কোলে লাফিয়ে পড়লো। বলল — —

“আমার পাপা এসেছে !”

আহিয়ান বললো— “ঠিক আছে। পাপা তোর, মাম্মা আমার!”

এই কথা শুনে মেঘ আর আবির হেসে দিল।

মেঘের কোলে বসে থেকে আহিয়ান বলল: চলো না মাম্মা, আমরা কিছু খেলি। পাপা আর আহিয়াকে আজ হারিয়ে দিব।

মেঘ হেসে বলল— "তোমাদের পাপা কি চুপ করে থাকবে?"

আবির মেঘের কানের কাছে এসে বললো— — "ওদের কাছে হারতে রাজি... তোমার কাছে কখনোই না।"

মেঘ বলল— "আমি তো আগেই হেরে আছি আপনার কাছে।"

আবির মৃদু হাসলো— "আর সেই হারটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় জয়।"

আহিয়ান বললো— "আবার কি গল্প শুরু হলো?"

আহিয়া বললো— "চলো চলো মাম্মা, আমরা খেলবো..."

আবির মেঘের হাত ধরে বললো— — " এমন একটা সংসার ই তো তোমায় নিয়ে চেয়েছিলাম প্রথম দিন থেকে... আমৃত্যু।"

মেঘ বললো— “ভালোবাসায় কোন মুখের শব্দ লাগে না... প্রমাণ লাগে না। এই শান্তি, এই সুখ... এটাই প্রমাণ।”

আহিয়ান ও আহিয়া যখন বিছানার এক কোনে খেলায় ব্যস্ত।

আবির তখন টুপ করে মেঘের ঠোঁটে চুমু দিয়ে বললো—

— “এই ঠোঁট, এই হাসি, এই তুই... সবটাই তো আমার বেঁচে থাকার কারণ, বউ...”

আজ শনিবার

আরিফদের বাড়ি সাজানো রাজকীয়ভাবে।

দুপুরে রিসিপশন শেষে এখন খানিকটা শান্ত পরিবেশ। খান বাড়ির সকলে স্পেরো ড্রিম হাউসে ফিরেই বিশ্রাম নিতে ব্যস্ত।

সবাই ক্লান্ত, কিন্তু তৃপ্ত... মিমের বিয়ে নিয়ে গত কয়েকদিনে কেউ তেমন একটা বিশ্রাম নিতে পারেনি।

আগামীকাল সকলেই ফিরে যাবে সেই চিরচেনা খান বাড়িতে।

মেঘ হেসে বলল—

— “এইতো, কনের পক্ষের দায়িত্ব শেষ। এখন থেকে শুধু মিমের শ্বশুরবাড়ির চিন্তা!”

বন্যা বললো—

— “আমাদের বাড়িটা যে কি ফাঁকা লাগবে মিম ছাড়া, সেটা শুধু আমরাই বোঝি...”

আবির পাশে বসে মেঘের কানে ফিসফিস করে বলল —

— “তোমার মন খারাপ করে লাভ নেই। তোমার জন্য আমি আছি তো বউ...”

বন্যা খুক খুক করে কাশলো। তারপর আড়চোখে মেঘের পানে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—

— “তুই আবির ভাইয়ের জন্য কতটা স্পেশাল, সেটা এখন আমরা সবাই বুঝে গেছি!”

সবাই হেসে উঠলো।

আবির সঙ্গে সঙ্গে উঠে অন্য দিকে চলে গেল।

ঘরটা রঙিন ফুলে ভরা। নরম আলো... ধীর সুর।

আরিফ ধীরে ধীরে কাছে এলো... মিম নীচু মুখে বসে ছিল। আরিফ পাশে বসে মিমের কাঁধে হাত রাখলো...

আরিফ বলল—

— “এত কাঁদছো কেন? এই বাসর তোমার জন্য নতুন, আমার জন্যও। তবে আমার কথা বিশ্বাস করো... আমি তোমার পাশে থাকবো সবসময়, যতটা তোমি চাইবে... তার চেয়েও বেশি।”

মিম হালকা কাঁপা গলায় বলল—

— “এতদিন আমার বাড়ি, বাড়ির মানুষগুলো ছিল... আজ থেকে সব ফেলে চলে এলাম তোমার জন্য...”

আরিফ মিমের হাত দুটো নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বলল—

— “তোমার আজকের এই কষ্টের বিনিময়েই আমরা পাবো একটা ভালোবাসায় ভরা ভবিষ্যৎ।”

মিম চোখ তুলে তাকিয়ে হাসলো, একটু কান্নাভেজা সেই হাসিতে ছিল ভালোবাসার প্রতিজ্ঞা।

আরিফ মিমের কপালে স্নেহে চুমু এঁকে বলল—

— “আজ থেকে শুধু তুমি আর আমি...।”

হালকা রোমান্টিক আবহে ধীরে ধীরে রাত নেমে এলো...

কথা... হাসি... কিছু অনুচ্চারিত অনুভূতি... আর ভালোবাসা।

সময় গড়ায়...

একটা মাস কেটে গেছে।

মিম এখন পুরোপুরি আরিফের সংসারে ব্যস্ত। কখনো শাশুড়ির সাথে রান্নাঘরে, কখনো ননদের সাথে রাদিফের নাম জড়িয়ে দুষ্টুমি। গত এই এক মাসে রাদিফের সাথে আইরিনের বেশ একটা ভালো সম্পর্ক হয়েছে। এখন তারা খুব ভালো বন্ধু। ভবিষ্যৎ তাদের সম্পর্ক কে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বা যাবে সেটাই দেখার পালা।

খান বাড়ি আবার সেই আগের মতো চঞ্চল।

আহিয়া, আহিয়ান, তৃধা সবাই মিলে প্রতিদিন দুপুরে ছুটোছুটি, বিকেলে আলী আহমেদ খান, মোজাম্মেল খান ও ইকবাল খানের সাথে গল্প।

মেঘ, বন্যা, তানভীর, আবির — সবাই ব্যস্ত সংসার আর ভালোবাসায়।

আবির মাঝেমধ্যে আহিয়ান-আহিয়াকে নিয়ে মাঠে ছুটে যায়। আহিয়ান বলে—

— "পাপা, গোল করবো, তুমি ধরবা না... ঠিক আছে?"

আবির হেসে বলে—

— "তোর জন্য আজও হেরে যাবো।"

মেঘ ও বন্যা এখন পুরো সংসারের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে।

মালিহা খান, হালিমা খান ও আকলিমা খানকে সংসার জীবনের কাজকর্ম থেকে ছুটি দিয়ে মেঘ,বন্যা পুরো সংসার সহ তাদের সেবা করায় ব্যস্ত সর্বক্ষণ।

গত এক সপ্তাহ হলো আদিকে লেখাপড়ার জন্য লন্ডনে পাঠানো হয়েছে। তখন মিমও এসেছিল খান বাড়িতে। আকলিমা খানকে ধরে তার সে কি কান্না।

আকলিমা খান এখনো নিজেকে সম্পূর্ণ সামলাতে পারেনি। মেয়ের বিয়ের এক মাস হতে না হতেই এখন আবার ছোট্ট ছেলেটার বিদেশে পাড়ি। মা হিসেবে মেনে নেওয়া সত্যিই খুব কষ্টসাধ্য।

সন্ধ্যাবেলা

কিছুক্ষণ আগেই বাড়ির সকল পুরুষ মানুষ বাড়ি ফিরেছে। ড্রয়িং রুমে হই হই রই রই কান্ড।

দাদা- দাদিদের সাথে বাচ্চারা খেলাধুলা ও গল্প আড্ডায় ব্যস্ত।

মেঘ একটু আগে পাকরা বানিয়ে দিয়ে গেছে।

বন্যা আর তানভীর সোফার এক কোণে বসে দেখছে ওদের দৌড়াদৌড়ি।

তানভীর মৃদু হেসে বললো—

— “দেখো তোমার মেয়ের কান্ড! ও তো পুরোপুরি তোমার মত হয়েছে!”

বন্যা খিলখিলিয়ে হেসে বললো—

— “আর তোমার মতনই জেদী!”

ওদের মেয়ে দৌড়ে এসে মায়ের পেটে মাথা লুকিয়ে বললো—

— “মামমাম , আহিয়ান ভাই আমার সাথে খেলতে চায় না!”

তানভীর মুচকি হেসে বলল: মামমাম, ও তোমার শুধু "ভাইয়া" হয়। আর আহিয়ান ভাই বলে ডাকবে না।

এবার তৃধা জিদ্দি সুরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলল: না, ও শুধু আমার আহিয়ান ভাই।

তানভীর এবার মাথায় হাত দিয়ে বলল: ওহ মাই গড.. বন্যা.. আহিয়ান আর তৃধা তো মেঘ আবিরের কার্বন কপি।

এই হাসি, এই শান্তি... তানভীর-বন্যার জীবনে এটাই সবচেয়ে সুন্দর দিন।

একটু দূরে... মেঘ দুই তলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিচের ড্রয়িং রুমের দিকে তাকিয়ে আছে।

আবির পেছনে এসে ওর কাঁধে হাত রাখলো—

— “কি দেখছো?”

মেঘ মৃদু হাসলো—

— “যে জীবনটা চেয়েছিলাম... সেটা।”

আবির বললো—

— পেয়েছো?

মেঘ মুচকি হেসে জবাব দিল: হুম, যতটা চেয়েছি তার থেকে বেশি।

আবির মেঘের গাল স্পর্শ করে বললো—

— “তোর মুখের এই হাসিটা... তোর বাচ্চাদের দৌড়াদৌড়ি... এই তো আমার বেঁচে থাকার কারণ। আর তুই... তুই তো আমার প্রাণ...!”

মেঘ চোখে জল আসা হাসি দিয়ে বললো—

— “আজকে আমি সত্যিই খুব শান্তিতে... মিম নতুন জীবনে, ভাইয়া আর বেবি সম্পূর্ণ হয়েছে... আর আমরা... আমরা তো অনেক আগেই নিজেদের মাঝে পূর্ণ হয়েছি।”

পেছন থেকে আহিয়ান দৌড়ে এসে বললো—

— “পাপা! আমাদের সাথে নিচে চলো আমরা খেলব"

আবির আহিয়ান কে কোলে নিল। তারপর মেঘকে নিয়ে নিচে ড্রয়িং রুমে সকলের সাথে এসে বসলো

আহিয়ান, আহিয়া মেঝেতে বল ছুঁড়ে, আবার হাসতে হাসতে পাপা-মাম্মার কোলে এসে পড়ছে। আবির মাঝে মাঝে আহিয়ানকে কোলে তুলছে, আহিয়াকে ঠোঁটে চুমু দিচ্ছে।

আহিয়া পাপাকে জড়িয়ে বলছে—

— "পাপা তোমার চুলগুলো নষ্ট... আমি ঠিক করে দিচ্ছি।"

আবির হেসে বললো—

— "তোমার মতো প্রিন্সেস থাকতে আমার চুল নিয়ে চিন্তা কি বলো?"

আহিয়া খিল খিলিয়ে হেসে উঠলো।

সবাই ঘুমিয়ে গেছে।

সারাদিনের হইচই শেষে পুরো বাড়ি নীরব।

শুধু আকাশের থালার মতো মস্ত বড় চাঁদ আর সেই চাঁদের আলোয় ভিজে থাকা খান বাড়ির ছাদ।

সেই ছাদে... মেঘ আর আবির পাশাপাশি বসে।

কিছু না বলেও অনেক কিছু বলছে চোখ...

হাতে হাত ধরে বসে আছে... নীরবে।

চাঁদের আলো পড়ে আছে মেঘের মুখে। সেই মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে আবির।

আবির ধীরে বলল—

— “আজ এই রাতটা যেন শেষ না হয়... তুমি, আমি... এই ভালোবাসা... সব যেন এখানেই থেকে যাক...”

মেঘ আস্তে কাঁধে মাথা রাখল—

— “সময় শেষ হয়... কিন্তু ভালোবাসা কোথাও শেষ হয় না... আপনার-আমার এই গল্পের শেষ মানেই আরেকটা শুরুর অপেক্ষা...”

আবির মেঘের মুখ ছুঁয়ে বলল—

— “ এই আমিময় আবির তোমাতেই পরিপূর্ণ।”

মেঘ বলল—

— “ভালোবাসা তো শুধু মুখের শব্দ না... এই সংসার, এই শান্তি... এই দু’জনের একসাথে বাঁচা... সেটাই প্রমাণ।”

আবির হেসে বলল—

— “এই ঠোঁট, এই হাসি, এই তুমি... তুমি ছাড়া আমি কিছুই না... তুমি ছাড়া আমি কোনো পরিচয় রাখি না... তুমি ছাড়া আমি ধূসর।”

চাঁদের নরম আলোয় আবির মেঘকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

ফিসফিসিয়ে বলল—

— “এই শেষ না... তুমি আমার প্রতিটা শুরু... প্রতিটা শ্বাস... প্রতিটা বেঁচে থাকার কারণ... তুমিই আমার আমৃত্যু ভালোবাসা...”

মেঘ চোখ বন্ধ করে বলল—

— “আপনার বুকের এই জায়গাতে ই আমার সবচেয়ে নিরাপদ ঘর... সব গল্প এখানেই শেষ হোক...”

আবির মৃদু হাসলো—

— “শেষ নয়... এই তো শুরু... তুমি, আমি, আর এই ভালোবাসা... আমৃত্যু.....”

চাঁদ নীরব সাক্ষী থাকলো...

যেখানে দুটো মানুষের গল্প থেমে নয়...

চিরকাল... ভালোবাসায় বেঁচে থাকবে

"ভালোবাসা শেষ হয় না... শুধু রূপ বদলায়।

আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে..."

#লেখিকার_শেষ_বার্তা :

এই গল্পের শুরুতে ছিল আবির-মেঘের অসমাপ্ত গল্প...

শেষে এসে তাদের সংসার, সন্তান, সুখ— সব কিছুতেই পূর্ণতা।

সুখের পরিণতি মানেই হয় না গল্প শেষ...

ভালোবাসা থেকে যায়... আমৃত্যু।

কিছু গল্প থাকে, যেগুলোর শেষ মানে কখনোই "শেষ" নয়।

আবির-মেঘের গল্পটা ছিল তেমনই।

হাজারো ঝড়, ভুল বোঝাবুঝি, কান্না, অভিমান— সব পেরিয়ে শেষে ছিল শুধু একটুকরো শান্তি... একফোঁটা হাসি... কিছু দুষ্টু খুনসুটি... আর অসীম ভালোবাসা।

আহিয়া-আহিয়ান যখন খুনসুটি করে,

তানভীর-বন্যা যখন নতুন করে তাদের সংসার সাজায়,

আর আবির-মেঘ যখন একে অন্যের হাতে হাত রেখে বলে—

"এই তো সেই ভালোবাসা, যেখানে প্রমাণ লাগে না... শুধু অনুভবই যথেষ্ট।"

এই গল্পের শেষ লাইনটা ঠিক এই জন্যই—

"আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে।"

#লেখিকার_শেষ_কথা :

আমি জানি এই গল্পটা অনেকেই পড়েছেন, ভালোবেসেছেন, পাশে থেকেছেন।

#Abir_ &_Megh

#Happy_Ending

#Love_Family_Forever

#Writer_Farzana_Moni

#Thank_You_Readers